রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ডিসেম্বর ১৭, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ৫-১২-১৪০১ / ১৯-৩-৯৫ইং

এস, আর ও নং ৪০-আইন/৯৫ শা-১০/রায়-২/৯৫ Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969)এর section 37 (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, খুলনা-এর নিম্নবর্ণিত মামলা সমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১।	সি	৫/৯৩
২।	সি	২৩/৯৩
৩।	সি	২৫/৯৩
৪।	সি	৪৭/৯৩
৫।	সি	৫১/৯৩
৬।	সি	৫২/৯৩
৭।	সি	৮৩/৯৩
৮।	সি	১৭/৯৫

মূল্য : টাকা ১৫.০০

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
৯।	সি	২১/৭২
১০।	সি	২২/৭২
১১।	সি	৪১/৭২
১২।	সি	৪২/৭২
১৩।	সি	৬২/৭২
১৪।	সি	৬৭/৭২
১৫।	আই আর ও	৪৬/৭২
১৬।	আই আর ও	৪৭/৭২
১৭।	আই আর ও	১২৩/৭০

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোহ মৌলায় সারওয়ার
উপ-সচিব (শ্রম)

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান : মিঃ এ, কে, বিশ্বাস,

সদস্য: ১। জনাব রফিউদ্দিন ইসলাম

২। জনাব হাফিজুর রহমান

মোকদ্দমা নং-সি-৫/৭৩

বাদী : মোঃ লুৎফর রহমান, পিতা—,এস, এল, এস, এস,
ট্রাফিক বিভাগ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা,
জেলা—বাগেরহাট।

বনাম

বিবাদী : চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ,
সাং মংলা, পোঃ মংলা পোর্ট,
জেলা—বাগেরহাট।
এবং অন্য একজন।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব আবু মহসিন,

বিবাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব এ, জেড, এম, দেলোয়ার হোসেন,

শুনানীর তারিখ : ২১-৩-৭৪ ইং

রায়ের তারিখ : ২৮-৪-৭৪ ইং

রায়

বাদী মোঃ লুৎফর রহমান ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে এই মামলা আনয়ন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ১৯৮০ সাল হইতে বিবাদীর অধীনে কর্মরত আছে। বিবাদীপক্ষ বাদীর বেতন ভাতা সঠিকভাবে নির্ধারণ না করায় বাদী দীর্ঘদিন যাবৎ বেতন, বোনাস, ওভারটাইম বিলসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছিলেন। এমতাবস্থায় বাদীর বেতন ভাতাদি সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার জন্য বিবাদী পক্ষের প্রতি নির্দেশ দানের জন্য সি-৭০/৯০ নং মোকদ্দমা করেন। উক্ত মোকদ্দমা দ্বিপক্ষ বিচারে মঞ্জুর হয় এবং বিবাদী পক্ষকে সঠিকভাবে বেতন নির্ধারণের নির্দেশ হয়। উক্ত আদেশের পর ২৪-৫-৯২ ইং তারিখের মবক/ব্যঃ(প্রঃ)/কম/০০১১-২৩৭২ চিঠির মাধ্যমে ১-১২-৮০ ইং হইতে বাদীর বেতন পুনঃ নির্ধারণ করেন। প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদির মধ্যে অতিরিক্ত কাজের বিলের বাবদ বকেয়া পাওনা উৎসব বোনাস ইনসেনটিভ বোনাস এবং বাৎসরিক ছুটি নগদায়ন বাবদ বকেয়া টাকা প্রদান করেন না। বাদীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ মতে ওভারটাইম কাজ করিতে যে সময়ের জন্য ওভারটাইম কাজ করিতে হয় ঐ সময়ের জন্য সাধারণ বেতন হারের দ্বিগুণ বেতন দেওয়া হয়। বাদীর বেতন পুনঃ নির্ধারিত হইবার পূর্বে তাহার চাকরীকালে যে ওভারটাইম কাজের বিল দেওয়া হয় তাহা পূর্বে ভুল ও বেআইনীভাবে নির্ধারিত হারে দেওয়া হইয়াছিল। একারণ ভুলভাবে নির্ধারিত বেতন অনুসারে বাদী ওভারটাইম কাজের জন্য সঠিকভাবে বেতন নির্ধারণ সময় পর্য্যন্ত সময়ের জন্য যে যে ওভারটাইম কাজের বেতন বা বিল পান তাহা সঠিকভাবে নির্ধারিত বেতন অনুসারে পাইতে অধিকারী। সেজন্য বাদী ওভারটাইম বিলের বকেয়া পাইতে হকদার।

একইভাবে সঠিকভাবে নির্ধারিত বেতন অনুসারে বাদী তাহার চাকুরীকাল বৎসর প্রতিটি উৎসব বোনাস, বৎসর প্রতি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি ইনসেনটিভ বোনাস পাইতে অধিকারী। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ভুলভাবে নির্ধারিত বেতন অনুসারে বাদীকে ঐ সমস্ত বোনাস প্রদান করেন। বাদী বিবাদী পক্ষের অধীন তাহার কার্যকালের জন্য উৎসব বোনাস ও ইনসেনটিভ বোনাস বাহা তাহাকে ভুলভাবে নির্ধারিত বেতন অনুসারে দেওয়া হইয়াছে তাহা উপরে বর্ণিত ইং ২৪-৫-৯২ তারিখে নির্ধারিত বেতন অনুসারে পাইতে অধিকারী।

বিবাদীপক্ষ বাদীসহ অন্যান্য শ্রমিকদের প্রাপ্য বাৎসরিক ছুটির দিনগুলি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ভোগ না করিয়া কাজ করিয়া ঐ ছুটির দিনগুলি নগদীকরণ করিবার নিয়ম আছে। বাদী একজন নিম্ন গ্রেডের কর্মচারী এবং গরীব, এজন্য তিনি প্রাপ্য ছুটির দিনগুলি ভোগ না করিয়া উহা নগদীকরণ করিয়া বেতন গ্রহণ করেন। কিন্তু নগদীকরণ বেতন তাহাকে ভুলভাবে পূর্বে নির্ধারিত বেতন অনুসারে দেওয়া হয়। বাদী ঐ সমস্ত নগদীকরণ বেতন উপরে বর্ণিতভাবে পরে ইং ২৪-৫-৯২ তারিখে নির্ধারিত বেতন অনুসারে পাইতে অধিকারী।

বাদী তাহার ওভারটাইম কাজের বিল উৎসব বোনাস, ইনসেনটিভ বোনাস, উৎসব বোনাস ও ছুটির নগদায়ন ইত্যাদির টাকা ইং ২৪-৫-৯২ তারিখে নির্ধারিত বেতন অনুসারে নির্ধারিত করিয়া বাদী বকেয়া প্রদানের জন্য মৌখিকভাবে কর্তৃপক্ষকে বহুবার অনুরোধ করেন। ইহা ছাড়াও বাদী ঐ সমুদয় সুবিধাদি তাহাকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়া ইং ২৯-৫-৯২ তারিখে বিবাদী পক্ষের নিকট লিখিতভাবে প্রার্থনা করেন। বিবাদী কর্তৃপক্ষ পক্ষের ২নং বিবাদী দরখাস্তকারীর উক্ত ২৯-৫-৯২ তারিখে প্রার্থনার জবাবে পত্র সূত্র নং মবক/বাঃ(প্রঃ)/কন/৫৯১৬-৪১৯৭ তাং ২৪-১১-৯২ মাধ্যমে অতিরিক্ত কাজের বিল, উৎসব বোনাস, উৎসাহ বোনাস ও ছুটি নগদায়ন ইত্যাদি বিলের বেতন বকেয়া প্রদান করা হয় না বিধায় বাদীর আবেদন বিবাদী পক্ষ বিবেচনা করেন নাই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। বিবাদী পক্ষের উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত বেআইনী, বেদাড়া, তাক্ত ও পণ্ড হইতেছে। বাদী ৫-১২-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রিভ্যান্স দাখিল করিলে বিবাদী পক্ষ উহা নিরসন না করায় বাদী বাধ্য হইয়া বকেয়া ওভার-টাইম কাজের বিল, বেতন, উৎসব বোনাস, উৎসাহ বোনাস এবং ছুটি নগদায়ন বাবদ প্রাপ্য বেতন বিবাদী পক্ষ যাহাতে দেয় সেজন্য নির্দেশ দেওয়ার জন্য এই প্রার্থনা।

অপর দিকে ১নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে বাদীর এই মামলা করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই। এই মামলা চলিবার যোগ্য নহে সুতরাং বাদী এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। উত্তরদায়ক বিবাদী বাদীর আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করতঃ উল্লেখ করেন যে বাদী ২৪০-৩৪৫/- টাকার স্কেলে আর্মড গার্ড হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। বাদী আর্মগার্ড হিসাবে চাকুরী করিতে থাকাকালে ১৫-৮-৮১ ইং তারিখে পিয়ন হিসাবে কাজ করিবার জন্য তাহার পদ পরিবর্তন করিবার নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে উহা মঞ্জুর হয় এবং ২২৫-৩১৫/- টাকার স্কেলে বেতন দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বাদী সি-৭০/৯০ নং মামলা অত্রাদালতে করিয়া তাহার অনুকূলে আদেশ প্রাপ্ত হয়েন উক্ত মামলায় বাদী উৎসব বোনাস, ওভারটাইম ইনসেনটিভ বোনাস দাবী করেন নাই।

সেজন্য বাদী উহা পাইতে অধিকারী নহেন এবং উপরোক্ত সুবিধাদির বকেয়া দেওয়ার বিধান নাই বলিয়া বাদী উহা পাইতে পারেন না। বাদীর মোকদ্দমা মায় খরচা খারিজ হইবে।

বিচার্য্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে?
২। বাদীর মোকদ্দমার কি কোন কারণ আছে?
৩। বাদী কি এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১-৩ নং বিচার্য্য বিষয় বিচারের সুবিধার্থে আলোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষ ৩১-১২-৯৩ ইং তারিখের সি-৭০/৯০ নং মামলার রায়ের নকল দাখিল করিয়াছেন। বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে উক্ত রায় বাদীর অনুকূলে হইয়াছে এবং উহাতে উল্লেখ

করা হইয়াছে যে, বাদীর বেতন স্কেল ভুলভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে। বাদীকে এখন সি-৭০/৯০ নং মোকদ্দমায় পাথিত মতে বেতন নির্ধারণ করিয়া বেতন দেওয়া হইতেছে। ১৯৮৪ সাল হইতে বাদীর বেতনস্কেল বিবেচনা করিয়া ১৯৯১ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু বাদীকে বকেয়া ঈদে বোনাস, ওভার টাইম, ইনসেনটিভ বোনাস ঐ হারে দেওয়া হইতেছে না। উহা আইনের পরিপন্থী। ইহার ফলে বাদী বহুবার বিবাদী পক্ষকে বলিয়াছেন কিন্তু বিবাদীপক্ষ উহাতে কর্নপাত না করায় বাদী রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে গ্রিভ্যান্স পিটিশন দিলে বিবাদী পক্ষ জানাইয়াছেন যে বোনাস ভাতার বকেয়া দেওয়া হয় না বলিয়া বাদীকে উহা দেওয়া হইবে না। বাদীর দাবীর যৌক্তিকতা থাকায় বাদী উক্ত বোনাসসমূহের বকেয়া পাইবার প্রার্থনায় এই মামলা করিয়াছেন। বাদী প্রতিকার পাইতে অধিকারী। মামলার কারণ আছে এবং উহা চলিবার যোগ্য।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বাদীপক্ষ তাহার প্রার্থনায় ওভার টাইম, ঈদ বোনাস, ইনসেনটিভ বোনাস ইত্যাদি চাহিয়াছেন। আইনানুসারে বাদী ঐ সমস্ত বোনাস পাইতে পারেন না কারণ ঐ সমস্ত বোনাস এর বকেয়া দেওয়া হয় না এবং দেওয়ার কোন বিধান নাই। বাদী এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। এই মামলায় মায় খরচা খারিজ হইবে।

উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে দেখা যায় যে, বাদী উৎসব বোনাস, ইনসেনটিভ বোনাস ও ওভার টাইম বোনাসের বকেয়া দাবী করিয়াছেন। এই সমস্ত বোনাসের কোন বকেয়া বেতনের স্কেলের হারাহারি মতে দেওয়া হয় না। বাদী উহা আরজীতেও পরিকারভাবে উল্লেখ করেন নাই। সেজন্য বাদী উক্ত বোনাসসমূহ পাইতে অধিকারী নহেন। বাদীর মামলা চলিবার যোগ্য নহে। বিচার্য বিষয়গুলি যথারীতি নিষ্পত্তি করা গেল। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিলাম।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় খারিজ করা গেল।

এ, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান : মিঃ এ, কে, বিশ্বাস

সদস্য : ১। জনাব দেলোয়ার হোসেন
২। জনাব ফ, ম, ফিরোজুল হক

সি-মোকদ্দমা নং-২৩/৯৩

বাদী : মোঃ হাতেম আলী, পিতা শের আলী,
সাং শোলাচিয়া, পোঃ নবগ্রাম, জেলা খালকাঠি।

বনাম

বিবাদী : দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোঃ লিঃ
পক্ষে-মহা-ব্যবস্থাপক,
সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, খুলনা ও অন্য একজন।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব ন, রহমান

বিবাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব সৈয়দ সহিদুল আলম

শুনানীর তারিখ : ২৩-১-৯৪ ইং

রায়ের তারিখ : ৩১-১-৯৪ ইং

রায়

বাদী হাতেম আলী ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা ও ১৯৬৯ সালের শিক্ষা সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা অনুসারে এই মোকদ্দমা আনয়ন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ১৮-১২-৮২ তারিখে বিবাদী মিলে একজন হেসিয়ান তাঁতী হিসাবে চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং বাদীর টোকেন নম্বর ১৮৫৬। বাদীর চাকুরীর রেকর্ড অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং তিনি একজন কর্মঠ শ্রমিক হইতেছেন। বাদীর ন্যায় নিষ্ঠা, সততা ও কর্ম তৎপরতার জন্য তিনি মিলে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি হইতেছেন। বাদী ক্রিসেন্ট জুট মিলস ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশনের নির্বাচিত সহ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে বাদী মিলের সহযোগিতা করেন। ইহা সত্ত্বেও মিলের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা বাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য ১৯৮৮ সালে বাদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করেন। বাদী যখন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত চাকুরী করিতেছিলেন তখন হঠাৎ গত ২২-৮-৯২ ইং তারিখে মোকদ্দমা নং ৯০/৯২-২ এল বি ১৩(ক) বাদীর বিরুদ্ধে সাবরিক বরখাস্তের আদেশ সম্বলিত এক ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং উক্ত অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, গত ১৭-৮-৯২ তারিখে বেলা অনুমান ২-৩০ মিনিটের সময়ে ৩ নং গেটে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী মোবারক হোসেনকে মিল হইতে টেওারে বিক্রয় কৃত স্লাইভার ক্যান ও স্ক্রাপ বাহিরে যাইতে না দেওয়ার জন্য বাদী নির্দেশ প্রদান করেন। বাদী ঘোষনা দেন যে, ১৪'০০ টাকা দামের মালের মধ্যে ৮০'০০ টাকা দামের মাল। পক্ষে বেলা ৩'৩০ মিনিটের সময় স্ক্রাপ বোঝাই ট্রাক গেটে আসিলে বাদী নিজেই ট্রাক আটক করেন এবং চেক করিবার জন্য ঘোষনা দিয়া চিৎকার করিবার প্রাক্কালে গেটে বহু সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী জড় হয়। বাদী কর্তৃক সৃজিত বিশৃংখলার কারণে ব্যবস্থাপক প্রশাসন ও ইষ্টসিরন কর্মকর্তাবৃন্দ সেখানে উপস্থিত হন। স্ক্রাপ ডেলিভারীতে বাধার কারণে মিলের বহু সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তার উপস্থিতি উক্ত বোঝাই করা ট্রাক আনলোর্ড করিয়া বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। কিন্তু কোন অবৈধ বা মূল্যবান জিনিষ পাওয়া যায় নাই।

বাদীর এই বেআইনী হস্তক্ষেপের ফলে মিলে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় এবং মিলের উৎপাদন ব্যাহত হয় মর্মে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ইহার পর বাদী ২৬-৮-৯২ ইং তারিখে ১ নং বিবাদীর নিকট একটি লিখিত জবাব দেন এবং বাদী উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর লিখিত বক্তব্যে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ২৯-৮-৯২ ইং তারিখে বেআইনী-ভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না এবং তদন্তে বিলম্ব করিতে থাকেন। তদন্ত বাদীর বিরুদ্ধে আনীত সাক্ষীদের সঠিকভাবে জেরা করিতে দেন নাই এবং বাদী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন করেন নাই। তদন্ত কমিটি ২২-৮-৯২ ইং তারিখের অভিযোগ পত্র সিদ্ধ করাইবার জন্য সদাসর্বদা সচেষ্ট থাকায় তদন্ত কমিটি কখনও নিরপেক্ষ ছিল না। বাদী দৌলতপুর সহকারী জজ আদালতে আঃ রশিদ কর্তৃক আনীত ৫৬/৯১ নং মামলায় ক্রিসেন্ট জুট মিলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন ও ক্রিসেন্ট জুট মিল পরাজিত হয়। সেজন্য বাদীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন এবং বিবাদী পক্ষ বাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য তদন্ত কমিটিকে প্রভাবিত করেন। ইহার পর অবশেষে তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দিলে বিবাদী পক্ষ ৬-৩-৯৩ ইং তারিখের আদেশে বাদীকে চাকুরী হইতে বেআইনীভাবে বরখাস্ত করেন।

উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্তির পর বাদী রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে বিবাদীর নিকট গ্রিভ্যান্স দেন এবং বিবাদী ১৮-৩-৯৩ ইং তারিখে উক্ত গ্রিভ্যান্স পাইয়া বাদীকে জানাইয়া দেন যে, বিবাদী পক্ষের উক্ত বরখাস্তের আদেশ পুর্ণবিবেচনা করিবার কোন প্রকার অবকাশ নাই। এমতাবস্থায় বাদী উপায়ন্তর না দেখিয়া উক্ত বরখাস্তের আদেশ রদ ও রহিত করে বকেয়া মজুরী সহ চাকুরীতে পুর্নবহালের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদীর অত্র মোকদ্দমা করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই। বাদীর মোকদ্দমা অত্রাকারে চলিতে পারে না। বাদী প্রার্থিত মতে কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারে না। স্বীকৃতি, সম্মতি ও উপেক্ষা হেতু বাদীর মোকদ্দমা অচল। বাদীর মোকদ্দমা সাধারণ ও তামাদি আইনে বারিত।

উত্তরদায়ক বিবাদী বাদীর আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করতঃ উল্লেখ করেন যে, ২২-৮-৯২ ইং তারিখের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে যথাযথ ও নিরপেক্ষভাবে তদন্তশেষে বিবাদী পক্ষের ৬-৩-৯৩ ইং তারিখের পত্র দ্বারা বিবাদী মিলের চাকুরী হইতে বাদীকে বরখাস্ত করা হয়। বিবাদী পক্ষের ৬-৩-৯৩ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশে বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বরাদ্দকৃত বাসা খালি করিয়া দেওয়ার জন্য বাদীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু বাদী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাসা খালি না করিয়া গুরুতর অপরাচরণ করিয়াছেন বিধায় নিষেধাজ্ঞার ন্যায় ভিত্তিক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। ১৯৬৫ সালের শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী যে কোন শ্রমিক মিলের চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলে বরখাস্ত আদেশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে তাহার নামে বরাদ্দকৃত বাসা ছাড়িয়া দিতে আইনতঃ বাধ্য বটে। বাদী ৬-৩-৯৩ ইং তারিখে মিলের

চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইবার পর অদ্যাবধি অসদুদ্দেশ্যে বাসা দখল করিয়াছেন এবং সেজন্য মিলের মধ্যে দারুন শ্রমিক অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে। বাদীকে বার বার নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও বাদী বাসা খালি করিয়া দেন নাই। গত ১০-৬-৯৩ ইং তারিখের পত্র দ্বারা বিবাদী পক্ষ বাদীকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বাসা ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু বাদী অবৈধভাবে উক্ত বাসা দখল করিয়া রাখার ফলে মিলের অপুরণীয় ক্ষতি হইতেছে। এখানে উল্লেখ্য যে বাদী বেআইনীভাবে উক্ত বাসা দখল করিয়া রাখায় বাসা বরাদ্দ বিহীন শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

বাদী যথা সময়ে বাসা ছাড়িয়া না দেওয়ায় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোকদ্দমা না করায় বাদীর মোকদ্দমা অচল। বাদী এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। ইহার মামলা খরচা খারিজ হইবে।

বিচার্য্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে?
২। অত্র মোকদ্দমা কি তামাদি বারিত?
৩। স্বীকৃতি, সম্মতি, উপেক্ষা হেতু কি অত্র মোকদ্দমা অচল?
৪। বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ কি অবৈধ?
৫। বাদী কি এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উপরোক্ত ৫টি বিচার্য্য বিষয় আলোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হইল। বিগত ৬-৩-৯৩ ইং তারিখে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত আদেশ প্রদান করিলে বাদী ১৬-৩-৯৩ ইং তারিখে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত দিলে ১৮-৩-৯৩ ইং তারিখে উহা প্রাপ্ত হন এবং ২৩-৩-৯৩ ইং তারিখে বরখাস্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবেন না বলিয়া জানাইলে ১৮-৪-৯৩ ইং তারিখে বাদী বকেয়া মজুরীসহ চাকুরী পাইবার প্রার্থনায় এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ (১) (খ) ধারা মোতাবেক এই মামলা করিয়াছে। আইনানুসারে এই মামলা চলিবার যোগ্য। বাদীর মামলা করিবার অধিকার আছে এবং ইহা তামাদি বারিত নহে। বাদী বিবাদী পক্ষের কাগজপত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদীর বিরুদ্ধে যে, অভিযোগ আনয়ন করা হয় উহার প্রেক্ষিতে বাদী লিখিত আপত্তি দিয়া অভিযোগ অস্বীকার করিলেও তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া বিবাদী পক্ষ ঘটনা তদন্তের ব্যবস্থা করেন এবং তদন্ত কমিটি বাদীকে তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। তদন্ত কমিটি বাদীর সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই এবং অভিযোগের ভিত্তিতে লিখিত জবাব তদন্তের সময়ে বিবেচনা করেন নাই এবং বিবাদী পক্ষের দেওয়া সাক্ষীদের জবানবন্দীর সময়ে বাদীকে তাহাদের জেরা করিবার সুযোগ দেন নাই। ইহাতে স্বাভাবিক ন্যায় নীতির বিঘ্ন ঘটিয়াছে এবং বাদীকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। স্বাভাবিক ন্যায় নীতির পরিপন্থী কার্য করায় এবং বাদীকে

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেওয়ার বিষয় বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী স্বীকার করিয়া ১০% বকেয়া মজুরীসহ বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিলে বিবাদী পক্ষের কোন আপত্তি নাই মর্মে সওয়াল জবাব করেন এবং বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী উহা মানিয়া লওয়ায় বাদীকে চাকুরী হইতে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে বরখাস্ত করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বকেয়া পাওয়ার দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের সওয়াল জবাবের আলোকে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। বিচার্য্যবিষয় গুলি যথারীতি নিষ্পত্তি করা গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। গত ৬-৩-৯৩ ইং তারিখের বাদীর চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ বেআইনী গণ্যে উহা রদ ও রহিতক্রমে ১০% বকেয়া মজুরীসহ অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দ্দেশ দেওয়া গেল।

এ, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান।
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যান কার্য্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান : মিঃ এ, কে, বিশ্বাস,

সদস্য : ১। জনাব এ, এ, এস আব্দুস সবুর
২। জনাব আঃ ব, ম, নুরুল আলম

মোকদ্দমা নং-সি-২৫/৯৩

বাদী : আব্দুল বারিক, পিতা মৃত সামাদ আলী বিশ্বাস,
সাং রাজাপুর, পোষ্ট ইমামপুর, থানা ও জেলা কুষ্টিয়া

বনাম

বিবাদী : ১। পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঝিনাইদাহ,
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ,
পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী,
ঝিনাইদাহ, পোঃ ঝিনাইদাহ, থানা ও জেলা
ঝিনাইদাহ এবং অন্য আরেকজন।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব আবু মহসিন,

বিবাদী পক্ষের প্রকৌশলীর নাম : জনাব জি, রওশন আলী,

শুনানীর তারিখ : ৩০-৪-৯৪ ইং

রায়ের তারিখ : ১৬-৫-৯৪ ইং

রায়

বাদী আবদুল বারীক ১৯৬৫ সালের শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে এই মোকদ্দমা আনিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তদানীন্তন কুষ্টিয়ার ওয়াপদা ডিভিশন (ওয়েষ্ট) কুষ্টিয়ার স্পেশাল অপারেশন অফিসার মহোদয় কর্তৃক ইং ১৬-৩-৬৩ তারিখের নিয়োগ পত্র অনুসারে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং উক্ত ওয়াপদা ডিভিশনের জি, কে, প্রজেক্ট ক্যানালমেট পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বাদীর নিয়োগ তদানীন্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া ওয়াপদা ডিভিশন, ওয়েষ্ট কর্তৃক রীতি ও নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদিত হয়। বাদী ২২-৮-৬৩ ইং তারিখে ক্যানালমেট পদে যোগদান করিয়া ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। বাদীর নিয়োগের পূর্ব হইতে উক্ত ক্যানালমেট পদটি স্থায়ী থাকে, তথাপি নিয়োগদানকারী নিয়োগ পত্রের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইতেছে মর্মে বর্ণনা করেন। নিয়োগ পত্র এর মধ্যে অস্থায়ী ভিত্তিতে ওয়ার্ক চার্জড এষ্ট্যাবলিশমেন্ট ও নিয়োগ দানের বর্ণনা ভুল ও বেআইনী হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে বাদী স্থায়ী পদে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হন। নির্বাহী প্রকৌশলী কুষ্টিয়া ওয়াপদা ডিভিশন (ওয়েষ্ট) কর্তৃক বাদীকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দান অনুমোদন করা ভুল ও বেআইনী হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে বাদীকে তাহারা স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে তাহার স্থায়ী নিয়োগ দান অনুমোদন করেন। বাদী তাহার চাকুরীতে যোগদানের পর হইতে এক নাগাড়ে বিরতীহীনভাবে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত চাকুরী করিয়া আসিতে থাকেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে বাদীর চাকুরীতে কোন প্রকার ছেদ পড়ে নাই। বাদীর চাকুরীতে নিয়োগের পর তাহার বেতন স্কেল রিভাইজড হয় এবং উক্ত স্কেলে ২২-৮-৬৩ হইতে ১০০—৪—১৩০—৫—১৬০ টাকার স্কেলে ১১০ টাকা বেতন নির্ধারণ হয় এবং প্রদত্ত স্কেলে প্রতি বৎসর ইং মাসের ২২-৮ তারিখে ইনক্রিমেন্ট পাইতে থাকেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশমতে বিবাদী প্রতিষ্ঠান ১-৭-৭৩ ইং তারিখ হইতে বেতন ভাতা নির্ধারণ করেন এবং প্রদান করেন। অতঃপর বাদীর চাকুরী নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া হইতে ১ নং বিবাদী বিভাগে ৩১-১০-৮২ ইং তারিখের আদেশ বলে বদলী হন। ১নং বিবাদীর অধীনে চাকুরীতে থাকা অবস্থায় ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে বাদীর বেতন ভাতা মডিফাইড জাতীয় বেতন স্কেলে নির্ধারিত ও প্রদত্ত হয়। সর্বশেষ ১-৭-৯১ তারিখ হইতে বাদীর বেতন ভাতা পুনরায় নির্ধারিত ও প্রদত্ত হয়। বাদী ১ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠানে বদলী হইবার পর হইতে ১/২ নং বিবাদী পক্ষ বাদীর বেতন ভাতা নির্ধারণ ও প্রদান করিতেন এবং যথারীতি নির্দিষ্ট মাসে ইনক্রিমেন্ট প্রদান করিতেন। বাদী অর্জিত ছুটি, ক্যাজুয়াল ছুটি ও মেডিক্যাল ছুটি আইন ও রীতি

অনুযায়ী প্রাপ্ত হইতেন। দীর্ঘকাল একই পদে চাকুরী করিবার জন্য বিবাদী পক্ষ আইনানুযায়ী বাদীকে টাইম স্কেল প্রদান করিয়াছেন। বাদী পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে স্থায়ীভাবে বিরতিহীনভাবে কাজ করিয়াছেন। বাদী স্থায়ী পদে নিয়োজিত হন এবং স্থায়ী পদে চাকুরী করেন এবং স্থায়ী পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। বাদীর চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ২২-৮-৬৩ ইং হইতে অবসর গ্রহণের তারিখ ৩১-১-৯৩ পর্যন্ত সময়ে বাদী বিবাদীগণের অধীনে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন। বিবাদীর অধীনে 'ক্যানালমেট' পদসমূহ বাদীর নিয়োগ লাভের বহু পূর্বে হইতে থাকে এবং এখনও আছে। বিবাদী পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে 'ক্যানালমেট' পদসমূহ স্থায়ী ও নিয়মিত পদ হইতেছে।

বিবাদী পক্ষ অধীনে 'ক্যানালমেট' পদসমূহে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারীদের তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োগ পত্রের মধ্যে এবং অবসর গ্রহণ পত্রের মধ্যে অস্থায়ী বা অনিয়মিত শব্দ লিখিয়া রাখিয়াছেন। ঐ রূপ লিখন আইনের পরিপন্থী।

বিবাদী পক্ষ প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীম চালু থাকে ও আছে। বিবাদী পক্ষের অধীনে কর্মরত তথাকথিত স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারীদের বেতনের টাকার মধ্যে হইতে বিবাদী পক্ষ প্রতি একশত টাকার মধ্যে ১০% হারে কাটিয়া সমপরিমাণ অর্থ উহার সহিত যোগ করিয়া মোট টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসাবে জমা করিয়া আসিয়াছেন ও এখনও আসিতেছেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের সময়ে সুদসহ জমাকৃত মোট টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী পাইয়া থাকেন। একজন স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে বাদী প্রভিডেন্ড ফান্ড স্কীমের সুবিধা পাইতে অধিকারী। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীকে ঐ সুবিধা প্রদান করেন নাই। সে জন্য বাদী ইহা দাবী করিতেছেন। ইং ২২-৮-৬৩ তারিখ হইতে ৩১-১-৯৩ ইং পর্য্যন্ত বাদীকে প্রতি মাসে দেয় বেতনের শতকরা ১০ ভাগ কাটিয়া উহার সহিত সম পরিমাণ টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে বাদীর হিসাবে জমা দিলে সুদসহ ৩১-১-৯৩ তারিখে যে টাকা বাদীর পাওনা হয় সেই পরিমাণ টাকা বাদী দাবী করেন। বিবাদী পক্ষ এর অধীনে কর্মরত সকল তথাকথিত স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী তাহাদের প্রতি এক বৎসর কাজের জন্য দুই মাসের সর্বশেষ সমপরিমাণ বেতনের টাকা গ্রাচুইটি হিসাবে পাইতে অধিকারী ও তাহারা উহা পাইয়া থাকেন। বাদী একজন স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে বিবাদী পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে ৩০ বৎসর চাকুরী করেন। এ কারণ প্রতি এক বৎসর চাকুরীর জন্য দুই মাসের সর্বশেষ বেতনের সমপরিমাণ টাকা হিসাবে ৬০ মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা গ্রাচুইটি হিসাবে পাইতে অধিকারী। বিবাদী পক্ষের অধীনে বাদীর সর্বশেষ মূল বেতন থাকে ২১৬৫·০০ টাকা। এ কারণ গ্রাচুইটি হিসাবে ১,২৯,৯০০·০০ টাকা বিবাদী পক্ষের নিকট বাদী পাইতে অধিকারী এবং বাদী উহা দাবী করেন। ১নং বিবাদী ১-২-৯৩ ইং তারিখের চিঠি দিয়া বাদীকে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর দীর্ঘদিনের সার্ভিস বেনিফিট সম্পর্কে উল্লেখ করেন নাই। বিবাদীর ১-২-৯৩ ইং তারিখের চিঠি বাদী ২৬-২-৯৩ ইং তারিখে প্রাপ্ত হন এবং বাদী ২৮-২-৯৩ ইং তারিখে গ্রাচুইটি বাবদ পাওনাসহ যাবতীয় অর্থ দাবী করিয়া গ্রিভ্যান্স দেন। কিন্তু

বিবাদী পক্ষ উক্ত গ্রিভ্যান্স পাইয়া বাদীর গ্রাচুইটিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা না লওয়ায় বাদী ২-৩-৯৩ তারিখ পুনরায় চিঠি দেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল না পাওয়ায় বাদী ৫-৪-৯৩ ইং তারিখে লেগ্যাল নোটিশ দেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল না পাওয়ায় বাদী এই মামলা আনয়ন করিয়াছেন। বাদী বিবাদীর অধীনে একটি ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মিত চাঁদা দাতা সদস্য ছিলেন।

বিবাদী পক্ষের অধীনে কর্মরত জনৈক রাধা কান্ত অধিকারীকে ইং ২৭-১১-৮৯ তারিখ হইতে বিবাদী পক্ষের অধীন হইতে অবসর প্রদান করা হয়। অবসর প্রদানের সময়ে জনাব রাধাকান্ত অধিকারী বাদীকে অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে বর্ণনা করিয়া বিবাদী পক্ষ গ্রাচুইটিসহ কোন প্রকার সার্ভিস বেনিফিট প্রদান না করিলে তিনি উহা দাবী করিয়া আই, আর, ও-৫৪/৮৯ নং মামলা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ২৩-১২-৯০ ইং তারিখের রায়ে মামলায় জয় লাভ করেন এবং উক্ত রায়ের নির্দেশ মোতাবেক জনাব রাধা-কান্তকে তাহার প্রাপ্য আদায় দিয়াছেন।

উপরোক্ত কারণে বাদীকে চাকুরীর শর্ত, বিধি ও রীতি মতে চাকুরী হইতে অবসর প্রদানকালে প্রাপ্য গ্রাচুইটিসহ যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করিবার জন্য বিবাদীগণকে নির্দেশ দেওয়ার জন্যও বাদী কর্তৃক চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে অর্থাৎ ২২-৮-৬৩ তারিখ হইতে অবসর গ্রহণের তারিখ ১-২-৯৩ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রতি মাসের বেতনের ৯ টাকার মধ্যে ১০% টাকা কাটিয়া কর্তিত টাকার সহিত সমপরিমাণ অর্থ যোগ করিয়া বিবাদী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে দরখাস্তকারী হিসাবে জমা দিলে ১-২-৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত সুদসহ হিসাব মতে যে টাকা হয় উহা হইতে বাদী কর্তৃক চাকুরী জীবনে প্রাপ্য বেতনের ১০% ভাগ টাকা হিসাব করিয়া যে টাকা হয় উহা বাদ দিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহাও বাদীকে প্রদানের জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে ১নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, বাদীর এই মামলা করিবার কোন কারন বা অধিকার নাই সে জন্য বাদী প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারে না। বাদীর মোকদ্দমা এস, ও, এ্যাক্টের বিধান মতে বারিত। পাবলিক সার্ভেন্ট রিটায়ারমেন্ট এ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী ১নং বিবাদী কর্তৃক বাদীকে ১-২-৯৩ ইং তারিখে প্রদত্ত অবসর গ্রহণ আদেশ এস, ও, এ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী কোন গ্রিভ্যান্স আওতায় না পড়ায় বাদীর অত্র দরখাস্ত অচল হইতেছে। বাদীর মোকদ্দমা ওয়েভার, ইস্টোপেল ও একুইসেন্স দ্বারা বারিত।

উত্তরদায়ক বিবাদী বাদী পক্ষের আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া উল্লেখ করেন যে, বাদী ১৬-৮-৬৩ তারিখে ৫০·০০ টাকা নির্দিষ্ট বেতনে ক্যানালমেট পদে নিযুক্ত হন। উক্ত নিয়োগ পত্রের ভিত্তিতে বাদী ২২-৮-৬৩ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং উক্ত নিয়োগ ২৪-৮-৬৩ ইং তারিখের পত্রের দ্বারা অনুমোদিত হয়। ১নং বিবাদী বাদীর বেতন ১১০--১৬০ টাকা বেতন স্কেলে ২২-৮-৬৩ তারিখ হইতে ইং ১০-৩-৬৯ তারিখের পত্র দ্বারা রিভাইজড স্কেলে নির্ধারণ করেন। বাদীকে ইং ২৫-১২-৭২ তারিখের

আদেশ দ্বারা ইং ১৭-৬-৭২ তারিখ হইতে স্থায়ী বা নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে আত্মীকরণ করেন। উহার স্মারক নং পি, ডি, কে, এস, টি, ফেজ-১নং ৩২৭৫, ২৮৩ তাং ২৫-১২-৭২। পরবর্তীতে ১নং বিবাদী ইং ২৫-৩-৭৫ তারিখের আদেশ দ্বারা ইং ১৫-১২-৭২ তারিখের আত্মীকরণ আদেশ বাতিল করেন। ইহার স্মারক নং এস, ই/কে, এস, টি, ফেজ-১, কুষ্টিয়া নং ৬৩৭ তাং ২৫-৩-৭৫। তদ্বাবধায়ক প্রকৌশলী ২য় পর্যায়ে কুষ্টিয়া এর স্মারক নং ৫ই-২/৮৪৭১-৮৬২০ (১৫০) তাং ২৫-১০-৮২ পত্র দ্বারা বাদীকে ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বিভাগে বদলী করেন। বাদী উক্ত বিভাগে ১-১১-৮২ তারিখে কাজে যোগদান করেন। অতঃপর ১নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী, ঝিনাইদহ এর নং ৪ই-৮৯৮/২৯১-৯৫(৫) তাং ১-২-৯৩ দ্বারা ১-২-৯৩ ইং তারিখ হইতে বাদীকে অবসর গ্রহণ আদেশ প্রদান করেন। উক্ত অবসর গ্রহণ আদেশ সম্পূর্ণ বৈধ ও আইনানুগ হইতেছে। বাদী এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। অত্র মোকদ্দমা মায় খরচা খারিজ হইবার যোগ্য।

বিচার্য্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে?
২। অত্র মোকদ্দমা কি ওয়েভার, ইষ্টোপেল ও একুইসেন্স দ্বারা বারিত?
৩। বাদীকি এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১-৩নং বিচার্য্য বিষয় বিচারের সুবিধার্থে আলোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হইল। বিবাদী পক্ষের বক্তব্য অনুসারে দেখা যায় যে, বাদীকে ১-২-৯৩ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা অবসর গ্রহণের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাদী উক্ত আদেশ পাইয়া এই মামলা করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের বক্তব্য এই যে, অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে চলিতে পারে না। কারণ অবসর গ্রহণের আদেশের বিরুদ্ধে এই মামলা এস, ও এ্যাক্টের ২৫ (খ) ধারা অনুসারে এই মামলা চলিতে পারে না। এই আদালতের এই মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার এখতিয়ার নাই। বিজ্ঞ কৌশলী ৪২ ডি, এল, আর এর ২৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মেসার্স আদমজী জুট মিলস লিঃ রিপ্রেজেন্টেড বাই জেনারেল ম্যানেজার বনাম চেয়ারম্যান, থার্ড লেবার কোর্ট ও অন্যান্য রুলিং দিয়া বলেন যে, "Whether 'retire from service" is a grievance coming within the purview of section 25 of the Act-since the retirement right or wrong is not covered under any of the provision of the Act as grievance, the worker so retired can not be in voke the jurisdiction of the labour court."

উপরোক্ত রুলিং পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বাদীর মোকদ্দমা ও রুলিং-এ বর্ণিত মোকদ্দমার বিষয়বস্তু এক নয় কারণ বাদী অবসর গ্রহণের আদেশ চ্যালেঞ্জ করেন নাই। বাদী তাহার অবসর গ্রহণের আর্থিক সুবিধা চাহিয়াছেন। বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, অত্র মোকদ্দমা তামাদি বারিত। আরজীর ৯ নং অনুচ্ছেদে বাদী ৬-২-৯৩ ইং তারিখে গ্রিভ্যান্স

দেন পরে ২-৩-৯৩ ইং তারিখে পুনরায় গ্রিভ্যান্স দেন। ইহার পর ৫-৪-৯৩ইং তারিখে লিগ্যাল নোটিশ দেন। সুতরাং আইনানুসারে অত্র মোকদ্দমা তামাদি খারিজ। বাদী এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না ইহা খারিজ হইবে।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, মামলার 'কজ অব এ্যাকশন' অবসর গ্রহণের আদেশ অবগত করানোর তারিখ হইতে হইবে। বাদী ২৬-২-৯৩ ইং তারিখে অবসর গ্রহণের আদেশ পাইয়াছেন। ইহার পর গ্রিভ্যান্স ২৮-২-৯৩ ইং তারিখে দেওয়া হয়। বাদী ৬০ দিনের সময় পাইবেন। বাদী ২৭-৪-৯৩ ইং তারিখে মামলা দায়ের করিয়াছেন। এমতাবস্থায় বাদীর মামলা তামাদি বারিত নহে। বাদীর অবসর গ্রহণের আদেশ রিটায়ারমেন্ট অ্যাক্ট অনুসারে হয় নাই। বাদীর অবসর গ্রহনের আদেশ রুল অব বোর্ড হইয়াছে। সুতরাং বাদীর মামলা অত্রাকারে চালিতে পারে। বাদীর অবসর গ্রহণের ব্যাপারে আইনানুগ প্রাপ্য যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি দাবী করিয়াছেন। বাদী রিটায়ারমেন্ট আদেশ চ্যালেঞ্জ করেন নাই। পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুলস অনুসারে বাদী অবসর গ্রহণের যাবতীয় আর্থিক সুবিধা পাইতে পারেন। বাদী বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (এমপ্লইজ) সার্ভিস রুলস, ১৯৮২ দাখিল করিয়াছেন। বিজ্ঞ কৌশলী পি, ও, ৫৯/৭২ এর ২৪ ও ৩৩ ধারার উল্লেখ করেন। বাদী পক্ষ ১৯, ডি, এল, আর এর ৭৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রুলিং এর উদ্ধৃতি দেন। উক্ত রুলিং এই মামলায় প্রযোজ্য। বাদীকে চাকুরী দেওয়ার পর তাহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করা হইয়াছে। পরে আবার বিবাদী পক্ষ খামখেয়ালীভাবে বেআইনীভাবে তাহাকে প্রদত্ত স্থায়ীকরণ আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। উহা আইনের পরিপন্থী। ন্যাচারাল জাষ্টিজের পরিপন্থী। বাদী এই মামলায় আইনানুসারে অবসর গ্রহণের যাবতীয় সুবিধা পাইতে অধিকারী। জনৈক রাধা কান্ত অধকারীকে সুবিধাদি না দেওয়ায় আই, আর, ও ৫৪/৮৯ নং মামলা করিয়া জয়লাভ করিলে তাহাকে তাহার প্রাপ্য দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বাদী ও তাহার প্রাপ্য পাইতে অধিকারী। বাদী এই মামলায় প্রতিকার পাইবেন। বিচার্য্য বিষয়গুলি বাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা গেল। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ করিলাম।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা বিপক্ষ বিচারে মঞ্জুর করা গেল। বাদীকে তাহার চাকুরীর শর্ত বিধি ও রীতি অনুসারে চাকুরীতে অবসর গ্রহণের ব্যাপারে তাহার প্রাপ্য গ্রাচুইটিসহ যাবতীয় আর্থিক সুবিধা অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দেওয়ার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

এ,কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা

Heading of Judgement
In the Labour Court, Khulna & Barisal Division,
Khulna

Present : Mr. Mohammad Amir Hossain.

Member : (1) Mr. Rabiul Islam.
(2) Mr. Hafizur Rahman.

Case No. C-47/93.

Ist party : Md. Atiar Rahman S/o Late Dabiruddin Biswas, Vill. Hidia, P.O. Hidia, Dist. Jessore.

VS.

2nd party : The Crescent Jute Mills Co. Ltd., Town Khalishpur, Khulna.

Advocate for the 1st party : Mr. Quamrul Hoq Siddique,

Advocate for the 2nd party : Mr. Syed Shahidul Alam.

Date of hearing : 8-11-94.
Date of judgement : 15-11-94.

Judgement

This case has arisen out of an application u/s 25(1) (b) of the Bangladesh Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

The facts of the petitioner's case, in short, are as follows :

The petitioner Md. Atiar Rahman was appointed as a Security Guard in the Security Department of the O.P.-the Crescent Jute Mills Co. Ltd., Khalishpur, Khulna in 1980, and he was appointed on Ad-hoc basis on 13-10-83 and lastly on 1-1-85 his service as a Security Guard was confirmed. Since joining he had been discharging his duty very sincerely. During his service career the petitioner was charged falsely once and his annual increment for 1988 and 1989 was withheld and subsequently his annual increment for those years was given.

All on a sudden, the O. P. terminated the petitioner's service vide letter dated 23-5-93 and it was never a simple and innocent termination order. In fact, the O.P. dismissed him from service through the order of termination. The petitioner was on duty at the gate No. 1 of the Mill from 12 O'clock to 4 a. m. in the morning. The workers and employees under the O.P. who were eager about the election of C.B.A. of the neighbouring Mill i. e. Platinum

Jubilee Jute Mills Ltd. would visit that Jute Mill and at about 3-30 a.m. the scream came out from the Labour Coloney adjacent to the Gate No. 1. After hearing the scream, the petitioner approached the place of occurrence and found 5/7 people walking on foot on the road and Rustom Ali, one worker of the Mill residing at the ground floor of the Labour Colony gave that scream. Rustom informed the petitioner that some one peeped through the window of Rustom Ali and as such he cried out. The said Rustom charged the petitioner with the negligence of duty and threatened him to punish the petitioner the following day. Rustom Ali brought the allegation of negligence of duty against the petitioner to the Security Authority and other officers of the Mill. Without issuing a charge-sheet against the petitioner and giving him an opportunity of self-defence on the basis of Rustom Ali's complaint, the O. P. dismissed the petitioner from service under the garb of termination vide letter dated 23. 5. 93. Such order was unjust, illegal and against the principle of Justice and labour laws. Against the order of termination dated 23. 5. 93. the petitioner submitted a grievance petition dated 29.5.93 to the O. P. for reinstatement with back wages by registered post with acknowledgement and the O. P. did not reinstate him in service. Hence the petitioner was compelled to institute the instant case for reinstatement in service.

The O. P.-the Crescent Jute Mills Co. Limited contested the case on the basis of written statement wherein he denied all the material allegation made in the petitioner's complaint. He contended that the petitioner had no cause or right to file this case and the petitioner's case was not maintainable in the present form and the case was barred by limitation and law.

The case of the opposite party, in a nut shell, is stated below :

The petitioner was a Security Guard in the Security Department of the Crescent Jute Mills Co. Ltd. and his service was terminated under section 19 of the Bangladesh Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 vide letter dated 23-5-93. It was simple and innocent order of termination. In the order of termination no accusation was brought against the petitioner. The service record of the petitioner was not clean and he was given letter of warning more than once on account of misconduct and negligence of duty. The order of termination was not an order of dismissal. Therefore, the O. P. prayed for dismissal of the petitioner's case.

Point for determination is as follows :

(1) If the petitioner entitled to the reliefs, prayed for ?

Findings and decision :

The petitioner has adduced evidence-both oral and documentary. But the O.P. has not adduced any evidence.

Admittedly, the petitioner got an appointment to the post of Security Guard in the Security Department of the Crescent Jute Mills Co. Ltd. in 1980 and his service was confirmed on 1-1-85. He has admitted in the petition of complaint that his annual increment for 1988 and 1989 was withheld. The case of the petitioner is that his service was terminated vide letter dated 23-5-93, but it was not simple and innocent termination and the O. P. dismissed him from service under the garb of termination.

When the charge against a worker u/s 17(3) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act is proved, he can be dismissed from service u/s 18 of the said Act. But termination of employment is provided by section 19 of the said Act. So termination of employment is quite seperate and distinct from dismissal.. It appears that the petitioner's service was terminated vide letter dated 23-5-93 Ext. 1. So the termination of the petitioner's service can not be treated as dismissal. The petitioner as P.W. 1 while cross-examined has stated as follows, "ইহা এক্সজিবিট ১। আমার বিরুদ্ধে ইহাতে কোন অভিযোগ করা হয় নাই বা ক্ষতিকারক মন্তব্য করা হয় নাই"।

Considering the above statement of P. W. 1, it must be held that the order terminating the petitioner's service was simple and innocent.

The Ld. Advocate on behalf of the O. P. has argued that the petitioner being security guard under the O. P., was never associated with the activities of the trade union of the concerned mill and he is not entitled to maintain his case in law. The petitioner has not stated in his petition of complaint that he had been connected with the trade union activities nor has he deposed in support of his trade union activities. Section 25(1)(b) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 lays down as follows :

"(b) If the employer fails to give a decision under clause (a) or if the worker is dissatisfied with such decision, he may make a complaint to the Labour Court having jurisdiction, within thirty days from the last date under clause (a) or within thirty days from the date of the decision' as the case may be, unless the grievance has already been raised or has otherwise been taken cognizance of as Labour dispute under the provisions of the Industrial Disputes Ordinance, 1969.

Provided that no complaint shall lie against an order of terminationn of employment of a worker under section 19, unless the services of the worker concerned is alleged to have been terminated for his trade union activities or unless the worker concerned has been deprived of the benefits specified in that section.".

In accordance with the above legal provision, I hold and find that the petitioner having not been associated with the activities of the trade union of the concerned Mill, is not entitled to maintain his case.

The petitioner has alleged in the petition of complaint that while he was on duty at about 3-30 a. m., the scream came out from the Labour Colony adjacent to gate No. 1 and after hearing the scream he approached the place of occurance and found 5/7 people walking on foot on the road and Rustom, one worker of the Mill informed the petitioner that some one peeped through his window and as such he cried out and charged the petitioner with the negligence of duty and threatened him to punish the following day and the said Rustom Ali brought the allegation of negligence of duty against the petitioner to the Security Authority and other officers of the Mill and without issuing a charge sheet and giving an opportunity of self-defence, the O. P. dismissed the petitioner from service. The petitioner as P. W. 1 has supported the above allegations and his witness P. W. 2 has also deposed corboration P. W. 1. It appears from his evidence in cross-examination that P. W. 1 and 2 are residents of the same locality. The O. P. has given a suggestion to P. W. 2 in cross examination that the petitioner is his relation and he has deposed falsely. So P. W. 2 is considered as interested withness show testimony can not be trusted. In these circumstances, I find no substance in the aforesaid allegations of the petitioner. If it can be conceded for sake of argument that there is a truth in the aforesaid allegations brought by the petitioner, I find that section 19 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act does not provide for issuing any charge sheet against the delinquent and giving him an opportunity of self-defence. Section 19 of the Act provides that the employer has a right to terminate the service of a worker without disclosing any cause and that the Court should not go behind an order of termination simplicitor to find out whether the order of termination simplicitor to find out whether the order was malafide or not. Accordingly the petitioner's service was rightly terminated by the O. P.

The Ld. Advocate on behalf of the O. P. has referred to the ruling reported in 43 DLR (AD)(1991) page 154. This ruling runs as follows :

"No reason was required to be assigned for their termination. If the termination is found to be within the four corners of the law the Court can not nullify it on the ground that it is harsh. There is no requirement in the rules that termination would be void when no reason for it was assigned. The principle of natural justice is also not applicable in the case as this principle has been excluded in the rule itself."

To my mind the instant ruling applies to the instant case. Accordingly, I hold that the petitioner is not entitled to the relief, prayed for.

In the light of the aforesaid facts, circumstances, laws and other materials on record, I hold and find that the petitioner is not entitled to be reinstated in his service with back wages. In the result, the case is liable to be dismissed.

The Ld. Member Mr. Rafiqul Islam has opined that the order of termination dated 23-5-93 can not be treated as simplicitor and as such he may get relief claimed.

I have found above that the order of terminating the petitioner's service was simple and innocent and the petitioner's case is not maintainable in law. So the question of granting relief to the petitioner does not arise at all.

The other Ld. Member has been consulted.

Hence,

ORDERED

That the case be dismissed on contest without costs.

Mohammad Amir Hossain
Chairman,
Labour Court, Khulna.

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান : জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন,

সদস্য : ১। জনাব সৈয়দ আবুল বরকত,
২। জনাব দীন মোহাম্মদ।

মোকদ্দমা নং সি ৫১/৯৩

দরখাস্তকারী : আঃ সোবহান, পিতা মকবুল উদ্দিন লসকার, গ্রাম লাটিমশর, পোঃ লাটিমশর, থানা নলসিটি, জেলা বরিশাল।

বনাম

প্রতিপক্ষ : দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোম্পানী লিঃ পক্ষে মহা-ব্যবস্থাপক, সাং ও পোঃ টাউন খালিশপুর, খুলনা।

দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীর নাম : জনাব আবু মহসিন,
প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর নাম : জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখ : ২০-১১-৯৪ ইং
রায়ের তারিখ : ২৭-১১-৯৪ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের বাংলাদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক একটি দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী পক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ—

দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অর্থাৎ দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোঃ লিমিটেডের ৩ নং মিলের 'ক' পালায় একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং উক্ত 'ক' পালায় ১৬৮ আর, এস, তাঁতের ৩নং লাইনের স্থায়ী রিলিভার পদ খালি হইলে ইং ১৬-২-৯২ তারিখে তিনি পদোন্নতি প্রাপ্ত হন এবং তদানুসারে তাহার মজুরী ও ভাতাদি বৃদ্ধি পায়। তিনি এক নাগাড়ে বিরতিহীনভাবে দীর্ঘ ৯ (নয়) মাস কাজ করেন। ইং ১৮-১০-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং দরখাস্তকারী কথিত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক জবাব দাখিল করেন। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটি অভিযোগ তদন্ত করেন। ইতিমধ্যে মিল কর্তৃপক্ষ আরও তদন্ত সাপেক্ষে দরখাস্তকারীকে তাহার পূর্বের জায়গায় কাজ করিতে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু পূর্বের জায়গা বলিতে কোন নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় দরখাস্তকারী তাহার পদ রিলিভার পদে যোগদান করিতে গেলে তাহাকে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। উক্ত কারণে দরখাস্তকারী কাজে যোগদান করিতে পারেন নাই।

মিল কর্তৃপক্ষ ইং ১১-২-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পুনরায় তদন্ত করিবার জন্য নূতন তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীকে তদন্তে হাজির হইবার জন্য নোটিশ প্রদান করেন। ইং ১১-৩-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে পূর্ব পদে যোগদানে অপারগতার কারণে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং শেষোক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠিত হয় নাই এবং প্রথম তদন্তের পর কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই।

পরবর্তীতে মিল কর্তৃপক্ষ ইং ২৯-৪-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের আইনানুগ আদেশ অমান্য করার অভিযোগ আনয়ন করেন এবং দরখাস্তকারী উহার জবাব দাখিল করেন। অতঃপর মিল কর্তৃপক্ষ ইং ১৫-৬-৯৩ তারিখে পত্র দ্বারা তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশ বেআইনী এবং ২৩-৬-৯৩ তারিখে দরখাস্তকারী উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর দরখাস্তকারী উহা দ্বারা ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ইং ২৭-৬-৯৩ তারিখে রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভ্যান্স পিটিশন দাখিল করেন। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ তাহার উক্ত গ্রিভ্যান্স নিরসন করেন নাই। তাই বাধ্য হইয়া দরখাস্তকারী প্রার্থীত প্রতিকারের প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোঃ লিঃ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক আনীত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন।

সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের মামলাটি নিম্নরূপঃ—

দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ ইং ১২-১১-৯২ তারিখের এক আদেশ দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। উক্ত তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করিয়া ইং ৩১-১-৯৩ ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য ১১-১-৯৩ তারিখের আদেশ দ্বারা পুনরায় নূতন তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং দরখাস্তকারী তদন্তে হাজির হইয়া তাহার জবানবন্দী প্রদান করেন। কিন্তু তিনি সাক্ষীদেরকে জেরা করিতে অস্বীকার করেন। তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন এবং তদন্তে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ ইং ১৫-৬-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন যাহা বৈধ। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিচার্য্য বিষয়

১। দরখাস্তকারী কি প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে পারেন ;

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

যুক্তিতর্ক শ্রবণকালে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী পেশ করেন যে, দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন বৈধ ও নিরপেক্ষ ছিল না এবং দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া প্রতিপক্ষ যে আদেশ প্রদান করেন তাহা সম্পূর্ণ বেআইনী হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী উক্ত বক্তব্য খন্ডন করিবার স্বপক্ষে কোন যুক্তি উপস্থাপন করেন নাই।

উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, মিল কর্তৃপক্ষ ইং ১৬-২-৯২ তারিখে দরখাস্তকারীকে রিলিভার পদে অস্থায়ীভাবে পদোন্নতি প্রদান করেন। দরখাস্তকারী উক্ত পদোন্নতি প্রাপ্তির পর কাজ করিতেছিলেন। কিন্তু উক্ত পদে জোর করিয়া কাজ করিবার অভিযোগ সত্য নহে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষ ১২-১১-৯২ ইং তারিখ এর পত্র দ্বারা তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং উক্ত তদন্ত কমিটি ৩১-১-৯৩ ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। সি-৫২/৯৩ মামলার দরখাস্তকারী আঃ মান্নান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত সম্পর্কিত তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রতিপক্ষ পক্ষে প্রদর্শনী 'ট' চিহ্নিত হইয়াছে। কিন্তু অত্র সি-৫১/৯৩ নং মামলার দরখাস্তকারী আঃ সোবহানের তদন্ত প্রতিবেদন প্রতিপক্ষ কর্তৃক আদালতে দাখিল করা হয় নাই। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তি পেশ করেন যে, কথিত তদন্ত কমিটি বর্তমান দরখাস্তকারী আঃ সোবহান ও আঃ মান্নানকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের একটি গোপন করিয়াছেন। অপর পক্ষে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলী কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্তি খন্ডন করিয়া কোন বক্তব্য পেশ করেন নাই। তাই আমি দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যের মধ্যে সারমর্ম দেখিতে পাই।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইং ১২-২-৯৩ তারিখের আদেশ দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিটি বর্তমান দরখাস্তকারী এবং সি-৫২/৯৩ নং মামলার দরখাস্তকারী দুইজন সম্পর্কে একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়া তাহাদের উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী 'ধ' চিহ্নিত হইয়াছে।

উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ ও দাখিলী কাগজাদি হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই এবং দরখাস্তকারী কোন সাক্ষীকে জেরা করিতে পারেন নাই এবং দরখাস্তকারীর সাক্ষ্য তদন্ত কমিটি গ্রহণ করেন নাই এবং দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তি হিসাবে কোন দলিল দস্তাবেজ আদালতে দাখিল হয় নাই। সুতরাং দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলী দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী 'ধ' এর তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত পংক্তিগুলির প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত প্রদর্শনী 'ধ' এর অংশ বিশেষ নিম্নরূপ।

"পূর্বের তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আঃ রাজ্জাক মোল্যা, সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ) ঘটনার বাস্তব ভিত্তিক বিষয় এবং বিভাগীয় আইনশৃংখলা ও কর্তৃপক্ষের লিখিত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ বে-আইনীভাবে অমান্য করিয়াছে তাহা বিবেচনা না করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঘটনার

পূর্বে বিভাগ হইতে মৌখিকভাবে ৬নং ও ৩নং লাইন নিয়োগের বিষয়কে অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন এবং এ বিষয়ে অন্য ২/১ জন শ্রমিককে মৌখিকভাবে স্থানান্তর করা হইলেও তাহাদের সরানো হয় নাই বিধায় ইহা অনিয়ম নয় কি ? প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যাহা কমিটির তদন্ত প্রক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত নহে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে যেহেতু কোন সমস্যার উদ্ভব হয় নাই কাজেই তদন্তে পূর্ব সূত্রের জের টানা ঠিক হয় নাই।

তদন্ত কর্মকর্তা, মিলের বাহিরের লোক নয়। তিনি মিলেরই কর্মকর্তা, এই ধরণের রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার আলোচনা করিবার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কোন মহলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ নির্দোষ বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন"।

উপরোক্ত প্রতিবেদন বিবেচনান্তে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ করিয়াছেন এবং উক্ত তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না এবং কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া প্রদঃ 'ধ' দাখিল করিয়াছেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন আইনতঃ গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে না। প্রদর্শনী 'ধ' এর প্রেক্ষিতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে কোন তদন্ত ব্যতিরেকে দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত দরখাস্তকারী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন এবং স্বাভাবিক ন্যায় নীতির নিয়মাবলী প্রতিপালন করা হয় নাই। অতএব প্রতিপক্ষ ১৫-৬-৯২ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা অন্যায় এবং অবৈধ হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলী পেশ করেন যে, দরখাস্তকারী অত্যন্ত গরীব এবং তিনি চাকুরীচ্যুত থাকায় তাহার ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এবং তাহাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং মানবিক দিক বিবেচনা করিয়া আমি মনে করি যে দরখাস্তকারী চাকুরীতে পুনর্বহালের যোগ্য। মামলাটির সার্বিক দিক এবং অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা করে দরখাস্তকারী ১০% ভাগ বকেয়া মজুরী পাইতেও অধিকারী। ফলশ্রুতিতে মামলাটি মঞ্জুর যোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হইল। প্রতিপক্ষের ১৫-৬-৯৩ ইং তারিখের ৯৯৫/এল, বি/১৩(ক) নং বরখাস্ত আদেশ বেআইনী ঘোষণা করতঃ উহা রদ ও রহিত করা হইল। দরখাস্তকারী আঃ সোবহানকে প্রতিপক্ষের মিল নং ৩ এবং 'ক' প্লান্ট ১৬৮ আর, এস, তাঁতের ৩ নং লাইনে স্থায়ী রিলিভার পদে ১০% বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করিতে নির্দেশ দেওয়া গেল এবং অত্র আদেশ অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেওয়া হইল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যান ঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন,

সদস্য ঃ ১। জনাব সৈয়দ আবুল বরকত,
২। জনাব দীন মোহাম্মদ,

কেস নং সি-৫২/৯৩

দরখাস্তকারী ঃ আবদুল মান্নান, পিতা আফছারউদ্দিন খলিফা,
গ্রাম—বালিক গ্রাম, পোঃ খয়রাবাদ, থানা—বাখেরগঞ্জ,
জেলা—বরিশাল।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোঃ লিঃ,
পক্ষে—মহা-ব্যবস্থাপক,
টাউন খালিশপুর, খুলনা।

দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীর নাম ঃ জনাব আবু মহসিন,
প্রতিপক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীর নাম ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম,

শুনানীর তারিখ ঃ ২০-১১-৯৪ ইং
রায়ের তারিখ ঃ ২৭-১১-৯৪ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের বাংলাদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক একটি দরখাস্ত।

দরখাস্তকারীর মামলার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোঃ লিমিটেডের ৩ নং মিলের 'ক' পালায় একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং উক্ত পালায় ১৬৮ আর, এস, তাঁত লাইনে দরখাস্তকারীকে ১৯৭৩ সালে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। উক্ত ৩ নং মিলের 'ক' পালার ২১০ আর, এস, তাঁতের ৬ নং লাইনে স্থায়ী রিলিভার এর পদ খালি থাকায় ইং ১৬-২-৯২ তারিখে দরখাস্তকারীকে উক্ত পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং তদানুসারে দরখাস্তকারীকে বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়। দরখাস্তকারী উক্ত পদে দীর্ঘ নয় মাস যাবত কাজ করেন এবং তাহার কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় ও তাহার সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন পরে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে তাহার পূর্ব পদে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করিতে থাকে। পরিশেষে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ইং ১৮-১০-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা এই মর্মে অভিযোগ আনয়ন করেন যে, দরখাস্তকারী ৬ নং লাইনে স্থায়ী রিলিভার পদে জোরপূর্বক কাজ করিতেছে। দরখাস্তকারী ইং ২৭-১০-৯২ তারিখে উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। অতঃপর প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য প্রতিপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। কিন্তু তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না। দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করেন নাই—এমন কি দরখাস্তকারীর বক্তব্যও সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই।

প্রতিপক্ষ মিলের উপ-ব্যবস্থাপক (শ্রম কল্যাণ) দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত তদন্ত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করিয়া দরখাস্তকারীকে পূর্বের জায়গায় কাজ করিতে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু পূর্বের জায়গা বলিতে কোন নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় দরখাস্তকারী তাহার পদ রিলিভার পদে যোগদান করিতে গেলে তাহাকে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। উক্ত কারণে দরখাস্তকারী কাজে যোগদান করিতে পারেন নাই এবং দরখাস্তকারী তৎসম্পর্কে ইং ২-১-৯৩ তারিখে মহাব্যবস্থাপকের নিকট লিখিত দরখাস্ত দাখিল করেন। মিল কর্তৃপক্ষ ইং ১১-২-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা পুনরায় নূতন তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং দশ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটি ৬-৩-৯৩ ইং তারিখে তদন্তে হাজির হইবার জন্য নোটিশ জারী করেন। ইতিমধ্যে ইং ১১-৩-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে পূর্ব পদে যোগদানে অপারগতার জন্য অভিযোগ আনয়ন করা হয় কিন্তু শেষোক্ত অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য কোন তদন্ত কমিটি গঠিত হয় নাই। প্রথম তদন্ত ব্যতীত আর কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। পরবর্তীতে মিল কর্তৃপক্ষ ইং ২৯-৫-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের আইনানুগ আদেশ অমান্য করার অভিযোগ আনয়ন করেন এবং দরখাস্তকারী উক্ত অভিযোগের লিখিত জবাব ৫-৬-৯৩ ইং তারিখে দাখিল করেন। অতঃপর মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীকে ইং ১৫-৬-৯৩ তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী উক্ত বরখাস্তের আদেশে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ইং ২৭-৬-৯৩ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভ্যান্স পিটিশন দাখিল করেন। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ উক্ত গ্রিভ্যান্স নিরসন না করায় দরখাস্তকারী ইং ২৬-৭-৯৩ তারিখে অত্র আদালতে বকেয়া মজুরীসহ পুনর্বহালের আদেশের প্রার্থনায় এই মামলা দায়ের করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোঃ লিঃ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া অত্র মোকাদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক আনীত সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করেন।

প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য ইং ১২-১১-৯২ তারিখে প্রতিপক্ষ এক আদেশ দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। উক্ত তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করিয়া ইং ৩১-১-৯৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে মিল কর্তৃপক্ষ আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য ইং ১১-২-৯৩ তারিখের আদেশ দ্বারা পুনরায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং দরখাস্তকারী তদন্তে হাজির হইয়া জবানবন্দী প্রদান করেন। কিন্তু দরখাস্তকারী সাক্ষীদেরকে জেরা করিতে অস্বীকার করেন। তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন এবং তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ ইং ১৫-৬-৯৩ তারিখে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন যাহা আইনানুগ ও বিধি সম্মত হইয়াছে। কাজেই দরখাস্তকারী তাহার অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। তাহার মামলা খারিজ হইবে।

বিচার্য্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারী কি প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে পারে ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

যুক্তিতর্ক শ্রবণকালে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী পেশ করেন যে, দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন বৈধ ও নিরপেক্ষ ছিল না এবং দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া প্রতিপক্ষ যে আদেশ প্রদান করেন তাহা সম্পূর্ণ বেআইনী হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য খণ্ডন করিবার স্বপক্ষে কোন যুক্তি উপস্থাপন করেন নাই।

ইহা স্বীকৃত যে, মিল কর্তৃপক্ষ ইং ১৬-২-৯২ তারিখে দরখাস্তকারীকে রিলিভার পদে অস্থায়ীভাবে পদোন্নতি প্রদান করেন। দরখাস্তকারী উক্ত পদোন্নতি প্রাপ্তির পর হইতে কাজ করিতেছিলেন। কাজেই দরখাস্তকারী উক্ত পদে জোর করিয়া কাজ করিতেছিলেন এই অভিযোগ সত্য নহে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্ত কমিটি তদন্তে হাজির হইবার জন্য দরখাস্তকারীকে নোটিশ প্রদান করেন। তদন্ত কমিটি তাহাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন যাহা অত্র আদালতে প্রদর্শনী 'ট' হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তি পেশ করেন যে, কথিত তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অপরপক্ষে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলীর উক্ত বক্তব্য খন্ডন করিয়া কোন যুক্তি আদালতে পেশ করেন নাই। তাই আমি দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যের মধ্যে সারমর্ম দেখিতে পাই।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইং ১২-২-৯৩ তারিখের আদেশ দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিটি বর্তমান দরখাস্তকারী এবং সি-৫১/৯৩ নং মামলার দরখাস্তকারী দুইজন সম্পর্কে একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়া তাহাদের উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী 'ধ' চিহ্নিত হইয়াছে।

উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ ও দাখিলী কাগজাদি হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই এবং দরখাস্তকারী কোন সাক্ষীকে জেরা করিতে পারেন নাই এবং দরখাস্তকারীর সাক্ষ্য তদন্ত কমিটি গ্রহণ করেন নাই এবং দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তি হিসাবে কোন দলিলাদি আদালতে দাখিল হয় নাই। সুতরাং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলী দ্বিতীয় কমিটি কর্তৃক দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী 'ধ' এর তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত পংক্তিগুলির প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত প্রদর্শনী 'ধ' এর অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:

"পূর্বের তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রাজ্জাক মোল্যা, সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ) ঘটনার বাস্তব ভিত্তিক বিষয় এবং বিভাগীয় আইন-শৃংখলা ও কর্তৃপক্ষের লিখিত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ বেআইনীভাবে অমান্য করিয়াছে তাহা বিবেচনা না করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঘটনার পূর্বে বিভাগ হইতে মৌখিকভাবে ৬ নং ও ৩ নং লাইন নিয়োগের বিষয়কে অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন এবং এ বিষয়ে অন্য ২/১ জন শ্রমিককে মৌখিকভাবে স্থানান্তর করা হইলেও তাহাদের সরানো হয় নাই বিধায় ইহা অনিয়ম নয় কি ? প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যাহা কমিটির তদন্ত প্রক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত নহে। অন্যান্যদের যেহেতু কোন সমস্যার উদ্ভব হয় নাই কাজেই তদন্তে পূর্ব সূত্রের জের টানা ঠিক হয় নাই।

তদন্ত কর্মকর্তা, মিলের বাহিরের লোক নয়। তিনি মিলেরই কর্মকর্তা, এই ধরণের রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার আলোচনা করিবার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কোন মহলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ নির্দোষ বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন"।

উপরোক্ত প্রতিবেদন বিবেচনান্তে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ করিয়াছেন এবং উক্ত তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না এবং কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া প্রদঃ 'ধ' দাখিল করিয়াছেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন আইনতঃ গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। প্রদর্শনী 'ধ' এর প্রেক্ষিতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে কোন

তদন্ত ব্যতিরেকে দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত বরখাস্তকারী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন এবং স্বাভাবিক ন্যায়নীতির নিয়মাবলী প্রতিপালন করা হয় নাই। অতএব প্রতিপক্ষ ১৫-৬-৯৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা অন্যায় এবং অবৈধ হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলী পেশ করেন যে, দরখাস্তকারী অত্যন্ত গরীব লোক এবং তিনি চাকুরীচ্যুত থাকায় তাহার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এবং তাহাদের ভরণ-পোষণ করানো অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং মানবিক দিক বিবেচনা করিয়া আমি মনে করি যে, দরখাস্তকারী চাকুরীতে পুনর্বহালের যোগ্য। মামলাটির সার্বিক দিক ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী কিছু বকেয়া মজুরীও পাইতে হকদার। ফলশ্রুতিতে মামলাটি মঞ্জুর যোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হইল। প্রতিপক্ষের ১৫-৬-৯৩ ইং তারিখের ৯৯৪/এল, বি/১৩(ক) নং বরখাস্ত আদেশ বেআইনী ঘোষণা করতঃ উহা রদ ও রহিত করা হইল। দরখাস্তকারী আবদুল মান্নানকে প্রতিপক্ষের মিল নং-৩ এবং 'ক' পালার ২১০ আর, এস, তাঁতের ৬ নং লাইনে স্থায়ী রিলিভার পদে ১০% বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল এবং অত্র আদেশ অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেওয়া হইল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যান ঃ মিঃ এ, কে, বিশ্বাস,

সদস্য ঃ ১। জনাব সৈয়দ আবুল বরকত
২। জনাব হাফিজুর রহমান

মোকদ্দমা নং সি-৪৩/৯৩

বাদী ঃ নজির উদ্দিন অহমদ, পিতা মৃত আবদুস ছামাদ মিয়া, সাং ডাংগীপাড়া, পোঃ দুধসর, থানা শৈলকুপা, জেলা ঝিনাইদহ।

বনাম

বিবাদী : নির্বাহী প্রকৌশলী, ঝিনাইদহ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঝিনাইদহ, সাং ও পোঃ জেলা ঝিনাইদহ এবং অন্য একজন।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব শেখ আবু মহসিন,
বিবাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব জি, রওশন আলী,

শুনানীর তারিখ : ২৩-৮-৯৪ ইং

রায়ের তারিখ : ২৭-৮-৯৪ ইং

রায়

বাদী নজিরুদ্দিন আহমেদ ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে মোকদ্দমা আনয়ন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তদানীন্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন ও এন্ড এম বিভাগে পাটোয়ারী পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কর্মরত থাকেন। বাদীর পাটোয়ারী পদসহ অন্যান্য পাটোয়ারী পদসমূহ নিয়মিত ও স্থায়ী থাকে। বাদী তাহার পদে নিয়মিত ও স্থায়ী পাটোয়ারী হিসাবে কর্মরত থাকেন। কিন্তু নিয়োগকারী কর্মকর্তা বাদীর নিয়োগপত্র মধ্যে বাদীকে অনিয়মিত ও ওয়ার্ক চার্জড হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করেন। উহা সম্পূর্ণ বেআইনী। ইহার পর দীর্ঘ ২১ বৎসর পরে বিবাদী পক্ষ বাদীকে ১২-৫-৮৫ তারিখের পত্র দ্বারা বাদীকে নিয়মিত করেন। উক্ত প্রকার নিয়মিতকরণ বেআইনী, বেদাড়া। কারণ বাদী চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে নিয়মিত ও স্থায়ী হিসাবে কর্মরত আছেন।

নিয়োগের পর হইতে বাদী বিরতিহীনভাবে চাকুরী করিয়া আসিতে থাকেন। বিবাদীর অধীনে চাকুরী করা কালে বাদী নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। বাদীকে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট হারে ইনক্রিমেন্ট প্রদান করেন। জাতীয় বেতন স্কেলে, নূতন বেতন স্কেলে, মডিফাইড জাতীয় বেতন স্কেলে বাদীর বেতন নির্ধারণ এবং পুনঃ নির্ধারণ করেন এবং আইন মোতাবেক বাদী যাবতীয় ছুটি নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে ভোগ করেন। বাদী চাকুরীতে পাটোয়ারী পদে নিয়োগের পর হইতে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত ঐ একই পাটোয়ারী পদে চাকুরী করিয়া আসিতে থাকেন। উক্ত পদের কোন উচ্চতর পদ না থাকায় পদোন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ হওয়ায় বাদী টাইম স্কেল পাইতে অধিকারী এবং টাইম স্কেল নির্ধারণপূর্বক বকেয়া বেতন পাইতে অধিকারী। বিবাদীর অধীনে প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীম চালু থাকায় বাদীর বেতন হইতে ১০% ভাগ অর্থ কাটিয়া রাখিয়া তাহার সহিত সম পরিমাণ অর্থ যোগ করতঃ কর্তৃপক্ষ ঐ অর্থ প্রভিডেন্ড ফান্ড স্কীমে বাদীর নামে জমা করিতে বাধ্য হইলেও বিবাদী পক্ষ ১৯৮৫ সালে বাদীকে আনুমানিকভাবে নিয়মিত করিবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ অর্থ কর্তনপূর্বক সম পরিমাণ অর্থ যোগ করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা করেন নাই। বাদীকে ১৯৮৫ সালে চাকুরীতে নিয়মিতকরণের পূর্ব পর্যন্ত বাদীকে মাস প্রতি প্রদত্ত বেতনের ১০% অর্থ কাটিয়া উহার সহিত সম পরিমাণ অর্থ যোগ করিয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা দান করিলে বিবাদী পক্ষকে যে পরিমাণ টাকা প্রদান করিতে হইত ঐ পরিমাণ অর্থ সুদসহ বাদী দাবী করেন। ঐ খাতে বাদীর দাবী ৩২,০০০·০০ টাকা। তিনি উহা পাইতে অধিকারী। বাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নের চাঁদা দাতা সদস্য ছিলেন।

বিবাদী পক্ষ ২৪-১১-৮৮ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা ২৮-১১-৮৯ ইং তারিখ হইতে বিবাদী পক্ষ অবসর গ্রহণের আদেশ প্রদান করেন। পরে ১ নং বিবাদী তাহার ইং ৩-১০-৯১ তারিখের

দপ্তরাদেশ (সংশোধিত) দ্বারা ১ নং বিবাদী বাদীকে ২০-১১-৬৪ তারিখ হইতে ১৫-১১-৮৫ তারিখ পর্যন্ত ২১ বৎসর এক মাস হিসাবে ১১ মাসের দ্বিগুণ হারে মূল বেতন ১৮৫০.০০ টাকা ধরিয়া গ্রাচুইটি বাবদ মঞ্জুরী প্রদান করেন। তথাকথিত নিয়মিতকরণের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে প্রতি দুই বৎসর চাকুরীর জন্য এক মাসের মূল বেতনের দ্বিগুণ হারে গ্রাচুইটি প্রদান ও ইং ২৮-৫-৮৯ তারিখ হইতে ২৭-১১-৮৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রতি মাসে অর্ধ মাসের বেতন প্রদানের আদেশ বেআইনী, ভাস্ত, পণ্ড ও বাতিল হইতেছে। বাদী তথাকথিত নিয়মিতকরণের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে প্রতি এক বৎসর চাকুরীর জন্য এক মাসের বেতনের দ্বিগুণ হারে গ্রাচুইটি পাইতে অধিকারী এবং ২৮-৫-৮৯ হইতে ২৭-১১-৮৯ পর্যন্ত বাদী প্রতি মাসের জন্য পূর্ণ বেতন পাইতে অধিকারী এবং বাদী উহা দাবী করেন। বাদীর মূল বেতন প্রতি মাসে ১৮৫০.০০ টাকা নির্ধারণ বেআইনী হইতেছে কারণ আইনের বিধান অনুসারে উপরে বর্ণিত মতে বাদীর টাইম স্কেল প্রদানপূর্বক বেতন নির্ধারণ করিতে বিবাদী পক্ষ বাধ্য বটে। সেজন্য বাদী টাইম স্কেল নির্ধারণের দাবী করেন এবং টাইম স্কেল নির্ধারণের পর মাস প্রতি বেতনের দ্বিগুন হারে গ্রাচুইটি দাবী করেন। টাইম স্কেল নির্ধারিত হইয়া প্রতি মাসে বেতন বৃদ্ধি হইলে বাদীর বকেয়া পাওনা ২৫০০০/০০ টাকা ও গ্রাচুইটি বাবদ ৯০,০০০/০০ টাকা পাওনা হয়। ৩-১০-৯১ ইং তারিখের দপ্তরাদেশ প্রাপ্তির পর প্রতি দুই বৎসর চাকুরীর জন্য এক মাসের বেতনের দ্বিগুণ হিসাবে গ্রাচুইটি নির্ধারণের বিরুদ্ধে ১/২ নং বিবাদীর নিকট আপত্তি উৎথাপন করিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে পরে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন এবং দপ্তরাদেশ নির্ধারিত টাকা তুলিয়া লইতে বলেন। ইহার পর বিবাদী পক্ষের নিকট বাদী বহুবার আবেদন নিবেদন করিলেও বিবাদী পক্ষ কোন প্রকার আশ্বাস না দিলে বাদী বাধ্য হইয়া ১২-৯-৯৩ ইং তারিখে প্রাপ্তিস্বীকার পত্রসহ বকেয়া পাওনা দাবী করিয়া বিবাদীর বরাবরে দরখাস্ত প্রদান করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ কোন উত্তর না দেওয়ায় ২৬-৯-৯৩ তারিখে রেঃ ডাকযোগে গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত দেন। কিন্তু বাদীর গ্রিভ্যান্স নিরসন না করায় বাদী বাধ্য হইয়া এই মামলা করিয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি ও টাইম স্কেল নির্ধারণপূর্বক বকেয়া বেতন দাবী করেন।

অপর দিকে ১নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, বাদীর এই মামলা করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই। বাদী এই মামলায় কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন না। বাদীর মোকদ্দমা অত্রাকারে অচল। বাদীর মোকদ্দমা প্রিন্সিপ্যাল অব ওয়েভার, ইসটোপেল এণ্ড একুইসেন্স দ্বারা বারিত। এবং তামাদি দোষে দুষ্ট।

উত্তরদায়ক বিবাদী বাদীর আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করতঃ উল্লেখ করেন যে, বাদী পাটোয়ারী হিসাবে প্রশিক্ষণকালে ৬৫ টাকা মাসিক নির্দিষ্ট বেতনে ইং ৮-১-৬৪ তারিখের নিয়োগপত্রের বুনিয়াদে ইং ২০-১-৬৪ তারিখে কাজে যোগদান করেন। ইং ১৯-৮-৬৪ তারিখের আদেশের বুনিয়াদে বাদীকে ইং ১৫-৬-৬৪ তারিখ হইতে ৭০—২৪০ টাকা বেতন স্কেলে মাসিক বেতন স্কেল মঞ্জুর করেন। পরবর্তীতে ইং ২৯-৭-৬৪ তারিখের আদেশবলে বাদীর মাসিক বেতন ইং ১৫-৬-৬৪ তারিখ হইতে ১১০—২৪০ টাকা বেতন স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। ইং ১২-৫-৮৫ তারিখ হইতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাদীকে পাটোয়ারী পদে নিয়োগ করেন।

বিবাদী পক্ষ ইং ২৪-১১-৮৮ তারিখের দপ্তরাদেশ দ্বারা বাদীকে আইনানুগভাবে বাদীর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ২৮-১১-৮৯ ইং তারিখে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশ বৈধ আদেশ হইতেছে এবং উক্ত আদেশ বলে বাদী তাহার পাওনাদি বিবাদীর নিকট হইতে বুঝিয়া লইয়াছেন। এই বিবাদীর নিকট বাদীর আর কোন পাওনা নাই। বাদী ২৪-১১-৮৮ তারিখে আদেশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে কোন গ্রিভ্যান্স পিটিশন না দেওয়ায় বাদীর মোকদ্দমা অচল। এমতাবস্থায়, বিবাদী পক্ষ এই মামলা মায় খরচাসহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয়ঃ

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে ;

২। অত্র মোকদ্দমা কি তামাদি বারিত ;

৩। স্বীকৃতি সম্মতি ও উপেক্ষা হেতু অত্র মোকদ্দমা কি বারিত ;

৪। বাদী কি এই মামলায় প্রতিকার পাইবেন ;

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১-৪নং বিচার্য্য বিষয়গুলি বিচারের সুবিধার্থে আলোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হইল। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী তাহার সওয়াল জবাবে বলেন যে, বাদী নজিরুদ্দিন ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার হিসাবে পাটোয়ারী পদে যোগদান করেন। তিনি ৮-১-৬৪ ইং তারিখে মাসিক বেতন ৬৫·০০ টাকায় চাকুরীতে যোগদান করেন। ইহার পর ১৯-৮-৬৪ তারিখে পে-স্কেল ৭০—২৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। উহা ১৫-৬-৬৪ তারিখ হইতে কার্যকরী হয়। বাদীর বেতন ১১০ টাকা হিসাবে ১৫-৬-৬৮ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হয়। উক্ত বেতন স্কেল অনুসারে বাদীর পে স্কেল ১১০—২৪০ টাকা হয়। ১২-৫-৮৫ ইং তারিখ হইতে বাদীর চাকরী পাটোয়ারী হিসাবে নিয়মিত করা হয়। বাদীর ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ২৪-১১-৮৮ ইং তারিখের আদেশে ২৮-১১-৮৯ ইং তারিখ হইতে অবসর গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হইলে বাদী তাহার সমস্ত পাওনা তুলিয়া লয়েন। বাদীর এই মামলা এস, ও, এ্যাক্টের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক চলিতে পারে না। কারণ বাদী ২৫-১১-৮৮ ইং তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে গ্রিভ্যান্স পিটিশন দেন নাই। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী এই বলিয়া তাহার বক্তব্য শেষ করেন এবং মামলাটি ব্যয় খরচা খারিজের প্রার্থনা করেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বাদী রিটায়ারমেন্ট এ্যাক্টের আওতায় রিটায়ার করেন নাই। বাদী "দি ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ইমপ্লইজ) সার্ভিস রুল ১৯৮২ এর ১৪৯(১) রুলের বিধান মতে রিটায়ারমেন্ট আদেশপ্রাপ্ত হন। ১৯৭২ সালের ৫৯ নং প্রেসিডেন্ট আদেশের ৩৩ নং আর্টিকেল অধীনে" দি বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ইমপ্লইজ) সার্ভিস রুলস, ১৯৮২ সালে প্রণীত হইয়াছে। মূল প্রেসিডেন্ট আদেশ বা উহার অধীনে প্রণীত "বিধি" মতে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন বিধান, সংস্থান উক্ত আইনসমূহে না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারী বাংলাদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন এর ২৫ ধারা অনুসারে মামলা করিতে আইনতঃ অধিকারী এবং সেই অধিকারে বাদী এই মামলা আনয়ন করিয়াছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী ৪৪ ডি. এল. আর. ৫৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পুবালী ব্যাংক লিঃ বনাম মনসুর আলী মামলার উদ্ধৃতি দেন। সেখানে মাননীয় বিচারপতিগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'Termination of Bank Employees Civil Court Jurisdiction-There is no specific provision either to the president order in the Bank (Employees) Service Regulation against termination of employement or imposition of penalty before any Court. There is, therefore, no question of in consistency of any provision of the Regulation with section 25 of the Standing Orderes Act as to forum of Judicial redress. This section must be read to have applicable in respect of any liability created under the service regulation".

উপরোক্ত রুলিং অনুসারে বাদীর মামলা করিবার অধিকার আছে। বাদী ১৯৬৪ সালের ৮ই জানুয়ারী মাস হইতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া পাটোয়ারী হিসাবে কর্মরত থাকেন। তিনি চাকরীতে যোগদান করিয়া রিটায়ারমেন্ট আদেশ পাওয়া পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চাকুরী করিতে থাকেন।

চাকুরীতে যোগদানের সময়ে বাদীর মাসিক বেতন ছিল ৬৫'০০ টাকা। ১৫-৬-৬৪ ইং তারিখ হইতে ৭০—২৪০ টাকার বেতন নির্ধারিত হয়। ইহার পর বাদীর বেতন স্কেল ১১০—৫—১৬০—ইবি—৮—২৪০ টাকা হয়। ১৯৮২ সালের সার্ভিস রুলের ৪(২) রুলের বিধান মোতাবেক নির্দ্দিষ্ট টাইম স্কেলে নিয়োগ লাভ করেন এবং এক নাগাড়ে বিরতিহীনভাবে প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট টাইম স্কেলে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট লাভ করিয়া জাতীয় বেতন স্কেলসমূহে নির্ধারিত বেতনপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব প্রকার ছুটি ইত্যাদি ভোগ করিয়া ৮-১-৬৪ ইং তারিখ হইতে ২৮-১১-৮৯ ইং তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। সেজন্য নিয়োগের সময়ে অনিয়মিত অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ মর্ম্মে অভিহিত করিলেও এক নাগাড়ে দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল চাকুরী করায় উক্ত পদের বাদীর নিয়োগ স্থায়ী হয়। বিজ্ঞ কৌশলী সে মর্মে ১৯ ডি, এল, আর, এর ৭৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রুলিং এর উদ্ধৃতি দেন। উক্ত রুলিং মোঃ সিরাজ অ্যাপীল্যান্ট বনাম পাকিস্তান এন্ড আদারস রেসপনডেন্ট-এ মাননীয় বিচারপতিদ্বয় বলিয়াছেন যে, "An employee holding an appointment of indefinite duration though described as temporary was entitled to the same protection under section 240(3) of Government of India Act, 1935 as was available to permanent Government servent".

বাদীকে ১২-৫-৮৫ ইং তারিখের পত্রের দ্বারা চাকুরীতে নিয়মিত করা হয়। সার্ভিস বুকে ঐ মর্মে নোট আছে। উপরোক্ত রুলিং এই মামলার বাদীর বেলায় প্রযোজ্য। বাদীকে ১৮-১১-৮৯ ইং তারিখ হইতে রিটায়ারমেন্টের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাদী ১২-৯-৯৩ ইং তারিখে গ্রাচুইটিসহ অবসর গ্রহণকালে সার্ভিস বেনিফিট দাবী করিয়া রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে দরখাস্ত দেন। উহাতে ২৫-৯-৯৩ ইং তারিখের মধ্যে সমস্ত পাওনা দাবী করেন। উক্ত তারিখের মধ্যে সমস্ত পাওনা না দিলে উক্ত সার্ভিস বেনিফিট দিতে অস্বীকার করিয়াছেন মর্মে ধরিয়া লইতে হইবে। বিবাদী পক্ষ উহার কোন উত্তর দেন নাই। বিবাদী পক্ষ বাদীর দরখাস্তের কোন উত্তর না দেওয়ায় ২৫-৯-৯৩ ইং তারিখে বিবাদী উহা প্রত্যাখান করিয়াছেন মর্মে ধরিয়া লইয়া ২৬-৯-৯৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে গ্রিভান্স পিটিশন দেন। সেজন্য বাদীর মোকদ্দমা তামাদি বারিত নহে। বিজ্ঞ কৌশলী ৩০ ডি, এল, আর, এর ২৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রুলিং এর উদ্ধৃতি দেন। সেখানে মাননীয় বিচারপতিগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, Employee who has ceased to be in the employment is also a worker within the meaning of section 25 of S.O. Act.

২১ পি, এল, ডি, এর ৪১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রুলিং মোতাবেক শ্রম আদালতকে আর্থিক সুবিধা প্রদানসহ এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারায় ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সেজন্যে বাদী বিবাদী পক্ষের অধীনে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ লাভ করিয়া স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে কর্মরত থাকিয়া ২৮-১১-৮৯ ইং তারিখ হইতে রিটায়ার করেন। চাকরীতে না থাকিলেও পাওনা প্রাপ্তি সংক্রান্তে এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারার আওতায় Individual worker হিসাবে এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারার বিধান মতে বাদী এই দরখাস্ত করিয়াছেন। শ্রম আদালতের উপরোক্ত রুলিং মোতাবেক এবং এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারা মতে সমস্ত পাওনা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে, বাধাকান্ত অধিকারী আই, আর, ও ৫৪/৮৯ নং মামলা করিয়া রায় পাইয়া সমস্ত পাওনা বিবাদীর নিকট হইতে লইয়াছেন। উক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে কোন রীট বা আপীল হয় নাই। সেই রকম গোলাম আকবর ৭/৯২, আবদুল বারিক ৭/৯৩ নং মামলা করিয়া তাহাদের অনুকূলে রায় পাইয়া তাহাদের সমস্ত বকেয়া পাওনা লইয়াছেন। পরিশেষে বলেন যে, এই বাদীকে নিয়োগের তারিখ হইতে নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারী গণ্যে অবসর গ্রহণ আদেশ প্রদান কাল পর্যন্ত ১৯৮২ সালের "দি বাংলাদেশ ওয়াটার

ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ইমপ্লইজ) সার্ভিস রুলস, ১৯৮২" প্রদত্ত গ্রাচুইটিসহ সমস্ত আর্থিক সুবিধা পাইতে অধিকারী বলিয়া ঘোষণার আদেশ বাদী পক্ষের স্বার্থে অনুকূলে দেওয়ার প্রার্থনা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে দেখা যায় যে, বাদী প্রথমে অনিয়মিত অস্থায়ী হিসাবে কাজে যোগদান করিলেও গত ১২-৫-৮৫ ইং তারিখের আদেশে তাহাকে চাকুরীতে নিয়মিত করা হয় এবং সেজন্য টাইম স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিলে বেতন খাতে ১০,০০০·০০ টাকা পাইতে অধিকারী এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডে ৩২,০০০·০০ টাকা পাইতে অধিকারী। বাদীর এই মোকদ্দমা করিবার অধিকার আছে। ইহা তামাদি বারিত নহে এবং স্বীকৃতি, সম্মতি ও উপেক্ষাহেতু মামলা বারিত নহে। বাদী এই মামলায় প্রতিকার পাইতে হকদার। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ করিলাম।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। আইন মোতাবেক বাদীর চাকুরী স্থায়ী ও নিয়মিত হওয়ায় তিনি তাহার অবসর গ্রহণের ব্যাপারে যাবতীয় বকেয়া পাওনা অর্থাৎ প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ ৩২,০০০·০০ টাকা, গ্রাচুইটি বাবদ ৯০,০০০·০০ টাকা ও বকেয়া বেতন বাবদ ২৫,০০০·০০ টাকা বিবাদী পক্ষকে অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা গেল।

এ, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান : মিঃ এ, কে, বিশ্বাস,

সদস্য : ১। জনাব দেলোয়ার হোসেন।
২। জনাব নূরুল ইসলাম।

মোকদ্দমা নং-লি-১৭/৯২

বাদী : মতিয়ার রহমান, পিতা মৃত মনছুর মিয়া,
সাং খাগড়াবাড়িয়া, থানা কাশিয়ানী,
জেলা গোপালগঞ্জ।

বনাম

বিবাদী : দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ,
পক্ষে—মহা-ব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর,
খুলনা।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম ঃ জনাব ম, রহমান,

বিবাদী পক্ষের কৌশলীর নাম ঃ জনাব সৈয়দ সহিদুল আলম

শুনানীর তারিখ ঃ ৩-১-৯৪ ইং

রায়ের তারিখ ঃ ৭-২-৯৪ ইং

রায়

বাদী মতিয়ার রহমান ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা ও ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা অনুসারে এই মোকদ্দমা আনয়ন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ১-৮-৬৩ ইং তারিখে বিবাদী মিলে ব্যাগ চেকার শ্রমিক হিসাবে সমাপন বিভাগ মিল নং ২ (দুই) এ স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বাদীর টোকেন নং ৬৩, সমাপন 'খ' মিল নং ২, পরবর্তীকালে বাদীর কাজকর্মে সন্তুষ্ট হইয়া ১ নং বিবাদী ১৯৭৮ সালে তাহাকে ওভার হেড লাইন সর্দার হিসাবে পদোন্নতি প্রদান করেন। সেই অবধি বাদী অত্যন্ত দক্ষতা, সুনামের সহিত ওভার-হেড বিভাগীয় লাইন সরদারের দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। বিবাদী মিলে বিভিন্ন সময়ে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে ঘোষিত উৎপাদন সপ্তাহ, উৎপাদন পক্ষ এবং উৎপাদন মাসসমূহে অধিকতর উৎপাদন দিয়া বাদী অত্যন্ত কর্ম দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছেন যাহার জন্য বিবাদী পক্ষ আর্থিকভাবে অধিক লাভবান হইয়া তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ একটি ছাতা উপহার দিয়াছেন। বাদীর সুদীর্ঘ চাকুরী জীবনের রেকর্ড অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হইতেছে।

বাদী চাকুরী জীবনের শুরু হইতেই বিবাদী মিলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। বাদী বিবাদী মিলে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন ক্রিসেন্ট জুট মিলস ওয়াকার্স ইউনিয়ন যাহার রেজি নং ৭০৯ এর নিয়মিত চাঁদা দাতা সদস্য হইতেছেন। সদাচরণ, মিষ্ট ভাষিতা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে বাদী শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে থাকেন। যাহার জন্য তিনি বেশ কয়েকবার শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। বাদী সর্ব প্রথম ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং কার্য নির্বাহী পরিষদ সদস্য (ডেলিগেট মেম্বার) নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৭৮ সালে একই পদে নির্বাচন করিয়া পরাজিত হন। ১৯৮১ সালে অনর্ণুষ্ঠিত ইউনিয়ন নির্বাচনে তিনি সহ সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নির্বাচনী সমঝোতার জন্য নির্বাচন হইতে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেন। ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনে বাদী সহ সভাপতি পদে নির্বাচন করেন এবং পরাজয় বরণ করেন। ইহার পর ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন নির্বাচনে বাদী পুনরায় সহ সভাপতি পদে নির্বাচন করিয়া পরাজিত হন। সর্বশেষ ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত ওয়াকার্স ইউনিয়নের নির্বাচনে বাদী কাউন্সিলার পদে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যপক্ষের সন্ত্রাসী চাপের মুখে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়াও প্রচার কার্য চালাইতে ব্যর্থ হন। বাদী প্রকৃতপক্ষে একজন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট হইতেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য এবং বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য বর্তমান ক্ষমতাসীন ইউনিয়নের নেতাদের সহিত বাদীর যথেষ্ট শত্রুতা হয় এবং সেজন্য বাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সহিত সক্রিয় ভূমিকা থাকাতে মালিক পক্ষে কোন কোন অসহনশীল কর্মকর্তা তাহার বিরাগভাজন হন।

বাদীকে ইতিপূর্বেও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। ১৯৯০ সালে একটি মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বাদীকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দিলে বাদী উহার লিখিত জবাব প্রদান করিলে বিবাদী পক্ষ তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া উক্ত অভিযোগের দায় হইতে নিঃশর্তে বাদীকে অব্যাহতি দেন।

বাদী অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত তাহার দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন ঐ সময়ে হঠাৎ গত ২-৪-৯২ ইং তারিখে পত্র সূত্র নং ৮১৮/এলবি/১৩(ক) দ্বারা বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। বিভাগে কর্মরত অবস্থায় উক্ত টার্মিনেশন পত্র প্রাপ্তির পর বাদী হতাশ হইয়া পড়েন। বাদীকে কি কারণে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে তাহা বাদী ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। বাদীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করা হয় নাই। বিনা কারণে বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করার আদেশ বেআইনী বাতিল ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ভিকটিমাইজেশন আদেশ হইতেছে। বাদী ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট না হইলে এবং তাহার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষ ও উহার হ্যাঁ সমর্থক দর কষাকষির বর্তমান ক্ষমতাসীন ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বাদীর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন না হইলে বাদী কখনই টার্মিনেশন আদেশ পাইতেন না।

বিবাদী মিলে বাদীর আর চাকুরীর প্রয়োজনীয়তা নাই মর্মে টার্মিনেশন আদেশপত্রে বর্ণিত ঘটনা সঠিক নহে কারণ বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করিয়া বাদীর কর্মস্থল অদক্ষ বদলী সরদার নিয়োগ করিয়া বাদীর শূন্য স্থান পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিবাদী মিলের 'ক' পালায় বাদীর সমমর্যাদা সম্পন্ন ওভারহেড লাইন সরদার কর্মরত রহিয়াছেন। সরকার অনুমোদিত সেট-আপ ও প্রস্তাবিত সেটআপেও বাদীর পদ বিলুপ্ত করা হয় নাই।

বাদী গত ২-৪--৯২ তারিখে টার্মিনেশন আদেশ পত্র প্রাপ্ত হন এবং উক্ত আদেশ দ্বারা মনক্ষুণ্ন হইয়া ১৯৬৫ সালের শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র সহ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে গ্রিভ্যান্স পিটিশন দিলে বিবাদী পক্ষ উহা প্রাপ্তির পর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবীতে এই মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন।

১ নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাদীর অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই। বাদীর অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে চলিতে পারে না এবং বাদী প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। স্বীকৃতি, সম্মতি ও উপেক্ষাহেতু বাদীর অত্র মোকদ্দমা অচল। বাদীর মোকদ্দমা পক্ষাভাব দোষে দুষ্ট ও তামাদি বারিত।

উত্তর দায়ক বিবাদী বাদী পক্ষের আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া উল্লেখ করেন যে, বাদী বিবাদী প্রতিষ্ঠানের ২ নং মিলের ফিনিশিং বিভাগের একজন ওভার হেড লাইন সরদার ছিলেন। বাংলাদেশ শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক বৈধভাবে বাদীকে চাকুরী হইতে ২-৪-৯২ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা টার্মিনেট করা হইয়াছে। উক্ত আদেশ সম্পূর্ণ বৈধ ও আইন সংগত। উক্ত টার্মিনেশন আদেশ দ্বারা বাদীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উথাপন করা হয় নাই এবং বাদীর বিরুদ্ধে কোন দোষারোপ করা হয় নাই। স্থায়ী আদেশ আইনের ১৯ ধারা অনুসারে যে কোন শ্রমিককে চাকুরী হইতে স্বেচ্ছায় ইস্তফা প্রদানের এবং মিল কর্তৃপক্ষ বা নিয়োগ কর্তা কর্তৃক টার্মিনেশন বেনিফিট প্রদান করিয়া কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন শ্রমিককে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করিবার আইন সংগত অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মিল চালু থাকিলে বা মিলে কাজ থাকিলে কোন স্থায়ী শ্রমিককে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয় না মর্মে বাদীর উথাপিত বক্তব্য সত্য নহে এবং আইন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণনার প্রতিফলন। দরখাস্তকারীকে স্থায়ী আদেশ আইনের ১২/১৩ ধারা মোতাবেক রিট্রেন্স বা ছাঁটাই প্রদান করা হয় নাই। তাহাকে ১৯ ধারা মোতাবেক টার্মিনেট করা হইয়াছে। বিবাদী পক্ষ ২-৪-৯২ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা বাদীর ক্ষেত্রে আইন সংগত ও বৈধ অধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন মাত্র। বাদীকে প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশটি একটি নির্দোষ সাধারণ টার্মিনেশন আদেশ। বাদীকে তাহার কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয় নাই। বাদীর উথাপিত অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাদীর

ন্যায় একজন সাধারণ ওভারহেড লাইন সরদার অথবা সি, বি, এ, এর একজন প্রাক্তন ডেলিগেট মেম্বরকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিয়া মিলের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা বাধাগ্রস্ত করা অকল্পনীয়। মিলের শ্রমিকদের বৈধ ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করা অথবা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত করা বা বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয় নাই। মিলের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত করিতে হইলে কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নের অর্থাৎ সি, বি, এ, বর্তমান প্রাক্তন সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্মকর্তাগণের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিতে পারিতেন। বাদীর চাকুরী থাকা বা না থাকার কারণে মিলের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থ, অধিকার, কার্যকলাপ আদৌ প্রভাবান্বিত হয় না। বাদী এই মোকদ্দমায় নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করিবার অপচেষ্টা করিতেছেন। বাদীর কথিত কোন ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের দরুণ বিবাদী মিলের কর্মকর্তাগণ ক্ষুব্ধ ছিলেন না। বাদীকে তাহার কোন ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয় নাই। বাদী উক্ত টার্মিনেশন আদেশের বিরুদ্ধে কোন গ্রিভ্যান্স দেন নাই। উক্ত টার্মিনেশন আদেশ বৈধ এবং নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায় বিচারের পরিপূরক। মিলের কয়েক সহস্র শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের স্বাভাবিক কর্ম উপযোগী পরিবেশ সমুন্নত রাখিবার জন্য মিলের বৃহত্তর স্বার্থে বাদীকে ২-৪-৯৪ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে। বাদী স্থায়ী শূন্য পদে বদলী শ্রমিক দিয়া কাজ করানো হইতেছে। বাদীর মোকদ্দমা মায় খরচা খারিজ হইবে।

বিচার্য বিষয়ঃ

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে ?

২। বাদীর কি অত্র মোকদ্দমা করিবার অধিকার আছে ?

৩। অত্র মোকদ্দমা কি তামাদি বারিত ?

৪। অত্র টার্মিনেশন আদেশ কি সরল টার্মিনেশন না ভিকটিমাইজ করিবার জন্য টার্মিনেট করা হইয়াছে ?

৫। বাদী কি অত্র মোকদ্দমায় প্রতিকার পাইতে পারেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

১—৫ নং বিচার্য্য বিষয়গুলি বিচারের সুবিধার্থে আলোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হইল। এই মোকদ্দমায় বাদী মতিয়ার রহমানকে ২-৪-৯২ ইং তারিখের পত্র সূত্র নং ৮১৮/এলবি/১৩(ক) দ্বারা চাকুরী হইতে টার্মিনেট করায় উক্ত টার্মিনেশন আদেশ চ্যালেঞ্জ করিয়া উহা রদ ও রহিতক্রমে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা করিয়াছেন। কোন শ্রমিকের বরখাস্ত, কর্মচ্যুত, ছাঁটাই, লেইড-অফ বা অন্যভাবে চাকুরী হইতে অপসারিত হইলে এই আইন অনুসারে কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিযোগ করা থাকিলে এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারার ১ উপ-ধারার ক ও খ ধারার নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে। সেখানে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নাই কিন্তু এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারা অনুসারে টার্মিনেশন হইলে সেখানে প্রতিবন্ধকতা আছে। যদি কোন অভিযোগ না আনিয়া সরাসরি চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয় এবং টার্মিনেশন বেনিফিট না দেওয়া হয় তবে মোকদ্দমা চলিতে পারে না। বাদীর মোকদ্দমা চলিবার যোগ্য কি না তাহাই প্রথমে দেখিতে হইবে। মোকদ্দমা রক্ষণীয় হইলেও টার্মিনেশনের বেলায় মোকদ্দমা চলিবে না। তবে চাকুরীর বেনিফিট না দিলে মোকদ্দমা চলিবে। এই মোকদ্দমায় এমন কোন অভিযোগ নাই যে বাদীকে টার্মিনেশন বেনিফিট দেওয়া হয় নাই। বাদীর বিবাদী মিলে কোন প্রকার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ছিল কি না ? যদি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড থাকে তবে

টার্মিনেট করা যায় না। আমরা যদি এই মামলায় বাদীর আরজীর পর্যালোচনা করি তবে দেখিতে পাই যে, বাদীর কোন প্রকার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ছিল না কারণ বিবাদী মিলে বাদী ট্রেড ইউনিয়নের কোন পোষ্ট হোলড্ Post hold করিতেন না। প্রকৃত পক্ষে বাদী একজন চাঁদা দাতা সদস্য ছিলেন এবং একজন ভোটার ছিলেন। বাদীর ভোট দানের ক্ষমতা ও মিটিংয়ে যোগদানের ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা ছিল না। বাদী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৯৭৩ সালে তিনি নির্বাচনে জয় লাভ করেন ও পরবর্তী নির্বাচনসমূহে পরাজিত হন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড বলিতে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ মালিক পক্ষের সহিত আলোচনায় বসিবেন এবং সেখানে মালিক ও শ্রমিকের উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আলোচনা হইবে। বাদীর যদি চাকুরী না থাকে তাহাতে মিলের কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারে না এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ও অ্যাফেকটেড হইতে পারে না। এমতাবস্থায় টার্মিনেশন আদেশ রদ হইতে পারে না। সরকারী চাকুরী বিধিতে টার্মিনেশন নাই। ইহা এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারায় আছে। উক্ত এস, ও, এ্যাক্টের ১৯(১) ধারা অনুসারে মালিককে টার্মিনেশন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বাদী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, টার্মিনেশন আদেশে তাহার কোন দোষ আরোপ করা হয় নাই এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন দোষ আরোপ করা হয় নাই। অভিযুক্ত শ্রমিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহাকে কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়া তাহার জবাব লইয়া তদন্ত করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত বলিয়া চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহাকে চাকুরীতে বরখাস্ত করা হয়। বাদী জেরাতে আরও বলেন যে, তাহার টার্মিনেশন-এর পরে উক্ত মিলে ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ড বন্ধ হয় নাই।উহা চালু অবস্থায় আছে। বাদী আরও বলেন ট্রেড ইউনিয়নের সহিত ওয়ালিয়ার, তালেব হানিফ, মোসলেম জড়িত আছে এবং তাহারা এখনও চাকুরী করেন। উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের সহিত যাহারা আছে তাহাদের উপর মালিক পক্ষের রাগ হইতে পারে। বাদীকে প্রকল্প প্রধান টার্মিনেশন আদেশ দিয়াছেন। বাদীর সহিত কোন প্রকল্প প্রধানের মনোমালিন্য ছিল না এবং বাদীর মত সাধারণ শ্রমিকের প্রকল্প প্রধানের সহিত যোগাযোগ কম থাকায় তাহাদের সহিত বাদীর মনোমালিন্যের প্রশ্ন আসে না। কোন শ্রমিক কাজ করিতে না চাহিলে চাকুরী হইতে ইস্তফা দিতে পারেন। বাদীর টার্মিনেশন আদেশ সরল টার্মিনেশন। সুতরাং সরল টার্মিনেশনের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চলিতে পারে না। ইহা মায় খরচা খারিজ হইবে।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, এই বাদী বিবাদী মিলে ১-৮-৬৩ ইং তারিখে চাকুরী পান। বাদীর কার্যের দক্ষতা দেখিয়া বিবাদী কর্তৃপক্ষ বাদীকে ওভারহেড লাইন সরদার হিসাবে দায়িত্ব দেয়। বাদীর কাজে সন্তুষ্ট হইয়া বিবাদী কর্তৃপক্ষ বাদীকে একবার পুরস্কৃত করেন। বাদী মিলে কাজ করিবার সময়ে অন্যান্য শ্রমিকদের সহিত তাহার সখ্যতা হয় এবং সেই কারণে তিনি মিলের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়াইয়া পড়েন এবং শ্রমিকদের সহিত ভাল সম্পর্ক হওয়ায় ১৯৭৩ সনের ডেলিগেট মেম্বার হিসাবে নির্বাচিত হন। ইহার পর বাদী ১৯৮১, ১৯৮৪, ১৯৮৭, ১৯৯০ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। ইহার পর সর্বশেষ নির্বাচন ১৯৯৩ সালে তিনি জয়লাভ করিয়াছেন। উক্ত ঘটনা মামলার পরে হওয়ায় আরজীতে উহা উল্লেখ করা হয় নাই। বাদীর ক্ষমতাসীন দলের সহিত বিরোধ হওয়ায় তাহাদের সহিত মনোমালিন্য হয়। ক্ষমতাসীন শ্রমিকদের সহিত বিবাদী মালিক পক্ষের কিছু কিছু কর্মচারীদের সহিত মনোমালিন্য থাকায় ১৯৯০ সালে বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং বাদীকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং উক্ত অভিযোগ মিথ্যা অভিযোগ ছিল। বিগত ২-৪-৯২ ইং তারিখের আদেশে বাদীকে বিনা কারণে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। কিন্তু বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিলেও বাদীর ওভার হেড লাইন সরদারের পদ বিলুপ্ত হয় নাই এবং সেই পদে একজন অদক্ষ লোককে নিয়োগ করা হইয়াছে। বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিবার পর বাদী ১২-৪-৯২ ইং তারিখে বিবাদী অনুকূলে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে গ্রিভ্যান্স পিটিশন দেন কিন্তু বিবাদী পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রিভ্যান্সের কোন উত্তর না দেওয়ায় বা উহার উপর কোন সিদ্ধান্ত না লওয়ায় বাদী উক্ত টার্মিনেশন আদেশ রদ ও রহিতক্রমে বকেয়া মজুরীসহ

চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করেন। এস, ও, এ্যাক্টের বিধান অনুসারে মালিক শ্রমিকের চাকুরী নষ্ট করিতে পারেন। শ্রমিককে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিতে পারেন এবং শ্রমিকও প্রয়োজনে চাকুরী হইতে ইস্তফা দিতে পারেন। কিন্তু মালিক যদি শ্রমিককে তাহার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের জন্য চাকুরী হইতে টার্মিনেট করে তবে শ্রমিক এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারার বিধান অনুসারে টার্মিনেশন আদেশ চ্যালেঞ্জ করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন। বাদীর জবানবন্দী অনুসারে ও আরজীর বক্তব্য অনুসারে দেখা যায় যে, বাদী ১৯৭৩ সালের বিবাদী মিলের ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং মাঝে মাঝে নির্বাচনে পরাজিত হন। বিবাদী পক্ষে ১ নং সাক্ষী বলিয়াছেন যে, জনৈক শ্রমিক হাতেম আলীর চাকুরী নাই। তাহা হইলে দেখা যায় যে, বাদীসহ আরও অনেককে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিয়াছেন। এমতাবস্থায় বাদীকে চাকুরী হইতে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য টার্মিনেট করা হইয়াছে প্রতীয়মান হওয়ায় বাদীর অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে চলিতে পারে বা চলিবার যোগ্য। বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিবার পর বাদী টার্মিনেশন বেনিফিট লইয়াছেন তাহা বিবাদী পক্ষ জবাবে উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সওয়াল জবাবে ঐ সমস্ত বক্তব্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। বাদীকে চিঠি দ্বারা বলা হইয়াছে যে তাহার চাকুরীর প্রয়োজন নাই। অথচ বাদীর ওভার হেড লাইন সরদারের স্থলে অন্য লোক কাজ করিতেছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। বাদী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত থাকায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সহিত সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় বাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য তাহাকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় বাদী এই মামলায় প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে আইনতঃ অধিকারী।

উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে দেখা যায় যে বাদীকে ২-৪-৯২ ইং তারিখে যে টার্মিনেশন আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা সরল টার্মিনেশন আদেশ নহে। কারণ বাদী একজন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট হওয়ায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকায় বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কখনও জয়লাভ করিয়াছেন আবার কখনও পরাজিত হইয়াছেন। কাজেই বর্তমান ক্ষমতাসীন সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দ বাদীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মিল কর্তৃপক্ষের সহিত যোগ-সাজসে বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিয়া বাদীর স্থলে অদক্ষ শ্রমিক দিয়া কাজ করানোর জন্য এবং বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। ইহা সরল টার্মিনেশন আদেশ না হওয়ায় এই মামলায় বাদী প্রতিকার পাইবেন। বিচার্য্য বিষয়গুলি বাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা গেল। বাদী ২০% বকেয়া মজুরী পাইবেন।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা স্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। গত১-৪-৯২ ইং তারিখের টার্মিনেশন আদেশ সরল টার্মিনেশন আদেশ না হওয়ায় বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করায় উক্ত টার্মিনেশন আদেশ রদ ও রহিত করতঃ ২০% বকেয়া মজুরীসহ অদ্য হইতে ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিবার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

এ, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান : মিঃ এ, কে, বিশ্বাস,

সদস্য : ১। জনাব আঃ রাজ্জাক
২। জনাব মতিয়ার রহমান ফারাজি

মোকদ্দমা নং-সি-২১/৯২

বাদী : মোঃ মোখলেছুর রহমান, পিতা মৃত শেখ মফিজউদ্দিন,
গ্রাম—নলীন, পোঃ হ্যামনগর, জেলা—টাংগাইল।

বনাম

বিবাদী : মহা ব্যবস্থাপক, সোনালী জুট মিলস লিঃ,
মিরের ডাংগা, খুলনা।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব কামরুল হক সিদ্দিকী,

বিবাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব সৈয়দ সহিদুল আলম,

শুনানীর তারিখ : ২৯-৬-৯৪ ইং
রায়ের তারিখ : ১৬-৭-৯৪ ইং

রায়

বাদী মোঃ মোখলেছুর রহমান ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে এই মামলা আনয়ন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ১৯-১-৭০ তারিখে বিবাদী মিলের তাঁত বিভাগে তাঁতী পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। চাকুরীতে নিয়োগের পর হইতে বাদী অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সহিত তাহার দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। বাদীর কাজে খুশী হইয়া বিবাদী পক্ষ বাদীকে ১৩-৬-৭২ ইং তারিখে রিলিভিং উইভার পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। ইহার পর ইং ১-৭-৭৪ তারিখ হইতে বিবাদী পক্ষ বাদীকে নিয়া লাইন সর্দার হিসাবে কাজ করাইতে থাকেন এবং ৪-১১-৭৭ ইং তারিখে বাদীকে লাইন সর্দার পদে স্থায়ী করেন। বাদীর চাকুরীর রেকর্ড পরিচ্ছন্ন।

চাকুরীর সূচনা লগ্ন হইতে বাদী সক্রিয়ভাবে ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত। ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার কারণে বিবাদী মিলের কর্মকর্তাগণ বাদীর উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং অতীতে বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা বিভিন্ন-ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। এখানে প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে অতীতে বিবাদী পক্ষ ইং ১৫-৬-৮২ তারিখের এম, জে, এম/এল, এ, বি,/৬২১/৮২ নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে বাদীকে বেআইনীভাবে চাকুরী হইতে ছাঁটাই করেন। বাদী উক্ত বেআইনী ছাঁটাই আদেশের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে সি-৯৭/৮২ নং মামলা দায়ের করেন এবং উহা দ্বিপক্ষ বিচারে ৮-১-৮৫ ইং তারিখে বাদী পক্ষের অনুকূলে রায় হয়। উক্ত রায় অনুসারে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকার কারণে বাদী দুই দুইবার সি, বি, এ, ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তা হিসাবে নির্বাচিত হন।

১৯৮১ সালে প্রথম বার সহ-সভাপতি হিসাবে এবং ১৯৮৯ সালে ২য় বার সহকারী সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে ডিসেম্বর মাসে সি, বি, এ, ইউনিয়নের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বাদী উক্ত নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কিন্তু পরাজিত হন। সি, বি, এ, ইউনিয়নের কর্মকর্তা থাকাকালীন বাদীকে বিবাদী মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধা ও দাবী-দাওয়া লইয়া বিবাদী পক্ষের সহিত বিভিন্ন সময়ে দরকষাকষি করিতে হইয়াছে এবং স্বেচ্ছার হইতে হইয়াছে। বিবাদী মিলের কর্মকর্তাগণ তাহার জন্য বাদীর উপর ক্ষুব্ধ হন। ১৯৯১ সালের সি, বি, এ, নির্বাচনে পরাজিত হইবার পর বিবাদী মিলের উক্ত কর্মকর্তাগণ বাদীকে জব্দ, হয়রাণী ও ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। বাদী নির্বাচনে পরাজিত হইলেও বাদীর ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম কখনও বন্ধ থাকে নাই। বাদী গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা কমিটির সদস্য এবং ফ্যাক্টরী কমিটির সভাপতি। যাহার ফলে বাদীকে সর্বদা শ্রমিকদের সুবিধা-অসুবিধায় তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে হইয়াছে।

ইদানিং বিবাদী মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে অসন্তোষ দেখা দেয় ও আন্দোলন সংঘটিত হয়। উক্ত আন্দোলনে বাদী মুখ্য ভূমিকা রাখেন যেমন (ক) বিবাদী মিলের পার্শ্ববর্তী মিল এ্যাজাক্স জুট মিলের শ্রমিকরা চাকুরীতে থাকাকালীন প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলিয়া লইয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্যপদ ত্যাগ করিবার অধিকার অর্জন করেন। ফলে বিবাদী মিলের শ্রমিকেরা একই দাবীতে অর্থাৎ অধিকার অর্জনের জন্য দাবী তোলেন। বিবাদী মিলের শ্রমিকদের এই দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন, (খ) শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সহিত সরকারের চুক্তি মোতাবেক আগামী ১-৬-৯২ ইং তারিখ সরকার নূতন মজুরী কাঠামো কার্যকরী করাকে সামনে রাখিয়া সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত মিলের শ্রমিকদের ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত মোট ১৫০০·০০ টাকা অগ্রিম প্রদানের নির্দেশ দেন এবং শর্ত থাকে যে উক্ত অগ্রিম প্রদত্ত টাকা নূতন মজুরী কাঠামোর অধীনে শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণের পর সমন্বয় করিয়া লওয়া হইবে। সরকারের উক্ত নির্দেশ মোতাবেক বিবাদী মিলের প্রতিটি শ্রমিককে জানুয়ারী মাসে ৫০০·০০, ফেব্রুয়ারী মাসে ২০০·০০ ও মার্চ মাসে ২০০·০০ টাকা প্রদান করা হয়। গত ৪-৫-৯২ তারিখের ঈদুল ফিতরের পূর্বে শ্রমিকেরা অগ্রিম ২০০·০০ টাকা প্রদানের জন্য বিবাদী পক্ষের নিকট দাবী উত্থাপন করে। প্রথম পর্যায়ে বিবাদী পক্ষ শ্রমিকদের উক্ত টাকা প্রদানে স্বীকৃত হন। কিন্তু ইং ১-৪-৯২ তারিখে জানা যায় বিবাদী পক্ষ উক্ত টাকা দিবেন না। ঐ সংবাদ জানার পর ইং ১-৪-৯২ তারিখে রাত ১০ টায় ও ২-৪-৯২ ইং তারিখে ভোর ৬টায় ঈদের পূর্বে অগ্রিম ২০০·০০ টাকার দাবিতে শ্রমিকেরা মিছিল করে এবং বাদী উভয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

বাদীর উক্ত ভূমিকার কারণে বিবাদী পক্ষ বাদী এবং উক্ত আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের উপর ক্ষুব্ধ হন এবং আক্রোশবশতঃ ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে গত ২-৪-৯২ ইং তারিখে বাদীকে ও আরও ৬ জন শ্রমিককে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করেন যাহা অন্যায়, অবৈধ ও সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনের পরিপন্থী। বাদী যে পদে ও যে বিভাগে চাকুরী করেন তাহা একটি অত্যাবশ্যকীয় পদ ও বিভাগ। বিবাদী মিলের তাঁত বিভাগ চালু থাকিলে লাইন সর্দার পদে লোক অবশ্যই দরকার। বিবাদী মিল ও তাঁত বিভাগ পুরাদমে চালু আছে। এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই যাহার জন্য লাইন সর্দার পদ অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতে পারে এবং তাহার জন্য বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করার প্রয়োজন হইতে পারে। বিবাদী পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশ আদৌও সরল টার্মিনেশন নয়। ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমের কারণে বাদীকে জব্দ ও হয়রানী ও ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে বিবাদী ইং ২-৪-৯২ তারিখে বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে।

উক্ত টার্মিনেশন আদেশ প্রাপ্তির পর বাদী সকল বকেয়া মজুরী ভাতাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবী জানাইয়া বিবাদী পক্ষের নিকট ইং ১৬-৪-৯২ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে

এ/ডি সহ গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত পাঠান। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল না করায় এবং কোন সিদ্ধান্ত না জানানোর জন্য বাদী এই মামলা দায়ের করিয়া ২-৪-৯২ ইং তারিখের টার্মিনেশন আদেশ বাতিল করতঃ সকল বকেয়া ভাতা ও মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, বাদীর অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিবার কোন অধিকার বা কারণ নাই। অত্রাকারে ও প্রকারে বাদীর মোকদ্দমা অচল। স্বীকৃতি, সম্মতি, উপেক্ষা ও তামাদি দোষে অত্র মোকদ্দমা বারিত। বাদী এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। বিবাদী পক্ষ বাদীর আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করতঃ উল্লেখ করেন যে, বাদী বিবাদী মিলের তাঁত বিভাগের একজন লাইন সর্দার ছিলেন। বাংলাদেশ শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক বৈধভাবে বাদীকে ২-৪-৯২ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। উক্ত আদেশ সম্পূর্ণরূপে বৈধ ও আইন সংগত। উক্ত টার্মিনেশন আদেশ দ্বারা বাদীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা হয় নাই এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন দোষারোপ করা হয় নাই। স্থায়ী আদেশ আইনের ১৯ ধারা অনুসারে যে কোন শ্রমিককে চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদানের এবং মিল কর্তৃপক্ষ বা নিয়োগকর্তা কর্তৃক টার্মিনেশন বেনিফিট প্রদান করিয়া কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন শ্রমিককে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিবার আইন সংগত অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মিল চালু থাকিলে বা মিল চালু থাকিলে কোন স্থায়ী শ্রমিককে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা যায় না মর্মে বাদীর উত্থাপিত বক্তব্য অসত্য এবং আইন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার প্রতিফলন। বাদীকে স্থায়ী আদেশ আইনের ১২/১৩ ধারা অনুযায়ী রিট্রেন্স বা ছাঁটাই করা হয় নাই তাহাকে ১৯ ধারা মতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। বিবাদী পক্ষ ২-৪-৯২ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা বাদীর ক্ষেত্রে আইনসংগত ও বৈধ অধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন মাত্র। বাদীকে প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশ একটি নির্দোষ সরল টার্মিনেশন আদেশ মাত্র। বাদীকে তাহার কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয় নাই। এই সংগে বাদীর উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাদীর ন্যায় একজন সাধারণ লাইন সর্দার অথবা সি, বি, এ, এর একজন প্রাক্তন কর্মকর্তাকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিয়া মিলের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত করা বা বাধাগ্রস্ত করা অকল্পনীয়। মিলের শ্রমিকদের বৈধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করা বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত করা বা বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয় নাই। মিলের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত করিতে হইলে কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নের অর্থাৎ সি, বি, এ, এর বর্তমান সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্মকর্তাগণের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিতে পারিতেন। বাদীর চাকুরী থাকা বা না থাকার কারণে মিলের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থ, অধিকার এবং কার্যকলাপ আদৌ প্রভাবান্বিত হয় নাই। বাদী এই মোকদ্দমা নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করিবার অপচেষ্টা করিতেছেন। বাদীর কথিত কোন ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের দরুণ বিবাদী মিলের কর্মকর্তাগণ ক্ষুব্ধ ছিলেন না। বাদীকে তাহার কোন ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয় নাই। বাদী ২-৪-৯২ ইং তারিখের টার্মিনেশন আদেশের বিরুদ্ধে গ্রিভ্যান্স পিটিশন দেন নাই। ২-৪-৯২ ইং তারিখে বাদীকে প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশ বৈধ, নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায় বিচারের পরিপূরক। মিলের কয়েক সহস্র শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের স্বাভাবিক ও কর্ম উপযোগী পরিবেশ সমুন্নত রাখিবার জন্য এবং মিলের বৃহত্তর স্বার্থে বাদীকে ২-৪-৯২ ইং তারিখে আদেশ দ্বারা চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে।

বাদীর চাকুরীর রেকর্ড পরিচ্ছন্ন এই মর্মে আরজীতে বাদী যে দাবী করিয়াছেন তাহা আদৌ সত্য নহে। বাদীর ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অবৈধ অনুপস্থিতির জন্য পত্র নং সোনালী/লেবার/৫৮৮/৭৬, তারিখ ১০-১২-৭৬ মাধ্যমে কারণ দর্শানো হয়। বাদী

লিখিতভাবে অংগীকার করায় ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় ২৪-১২-৯২ ইং তারিখের পত্র মাধ্যমে সতর্ক করা হয়। আউট পাশ চুরি করিয়া ডিউটিতে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে বাদীকে সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। পরে বাদী ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাহাকে সতর্ক পত্র দেওয়া হয়। কর্তব্যে অবহেলা বন্ধ তাঁত চালুর ব্যবস্থা না করিয়া অধিক সময় বাহিরে থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বাদীকে ইং ১৬-৬-৯১ ইং তারিখের পত্র দ্বারা সতর্কীকরণ করা হয়। বিভাগীয় কাজ ঠিকমত না করিয়া বিভাগীয় তিনজন তাঁতীকে সংগে লইয়া বাহিরে অবস্থান করার অভিযোগে বাদীকে সতর্ক পত্র দেওয়া হয়। কর্তব্যকালীন সময়ে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন না করিয়া বিনা অনুমতিতে বিভাগ ত্যাগ ও অধিক সময় বাহিরে থাকার কারণে ২৪-৭-৯১ ইং তারিখের পত্র দ্বারা বাদীকে সাময়িক কর্মচ্যুতসহ অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ডিউটিকালে কাজ ফেলিয়া অধিক সময়ে বাহিরে থাকা ও রিলিভারকে মারধর, ছুরি দিয়া আঘাত করা ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিবার জন্য বাদীকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুতসহ ৭-৮-৯১ ইং তারিখে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। তদন্তে বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক ইউনিয়ন ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে বাদীকে কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। বাদীর টার্মিনেশন আদেশ বৈধ হওয়ায় বাদী এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। এই মামলা মায় খরচা খারিজ হইবে।

বিচার্য্য বিষয়ঃ

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে ?

২। অত্র মোকদ্দমা কি তামাদি বারিত ?

৩। স্বীকৃতি, সম্মতি ও উপেক্ষাহেতু কি অত্র মোকদ্দমা অচল ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

১—৩ নং বিচার্য্য বিষয় বিচারের সুবিধার্থে আলোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হইল। বাদীকে ২-৪-৯২ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। উক্ত টার্মিনেশন আদেশ এক্সিবিট-২। বাদীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ আনা হয় নাই। তাহার বিরুদ্ধে কোন ষ্টিগমা (stigma) নাই। যেহেতু বাদীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা ষ্টিগমা নাই, সেইহেতু পরবর্তীতে বাদীর চাকুরী পাইতে কোন অন্তরায় নাই। বাদীর বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য না থাকায় এই টার্মিনেশন আদেশ একটি সরল টার্মিনেশন। বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য টার্মিনেশন করা হয় নাই। বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, যদি কোন শ্রমিক তাহার কাজে ১০ দিনের বেশী অনুপস্থিত থাকে তবে তাহার চাকুরী "লস অব লিয়েন" হইবে। মালিক পক্ষ কোন শ্রমিককে রিট্রেন্স করিতে গেলে "লাষ্ট কাম ফাষ্ট আউট" পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন। যদি কোন শ্রমিক মানসিকভাবে বা শারীরিকভাবে কাজ করিতে অক্ষম হয় তবে তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসচার্জ করা হয়। কোন শ্রমিকের বিরুদ্ধে অসদাচরণ প্রমাণিত হইলে তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হয় আর টার্মিনেশন এর বেলায় মালিক কোন কারণ ব্যতিরেকেই যে কোন শ্রমিককে যে কোন সময়ে চাকুরী হইত টার্মিনেট করিতে পারেন। বাদীর বিরুদ্ধে টার্মিনেশন আদেশ আইনানুসারে হইয়াছে। বাদী তাহার আরজীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি একজন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট এবং তাহাকে ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। বাদী তাহার আরজীর শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "গত ইং ৪-৫-৯২ তারিখের ঈদুল ফিতরের পূর্বে শ্রমিকরা অগ্রিম ২০০.০০ টাকা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষের নিকট দাবী তোলে। প্রথম পর্যায়ে প্রতিপক্ষ শ্রমিকদের উক্ত টাকা প্রদানে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কিন্তু ইং ১-৪-৯২ তারিখে জানা যায় প্রতিপক্ষ উক্ত টাকা দেবেন না। ঐ সংবাদ জানার পর ইং ১-৪-৯২ তারিখ রাত ১০ টায় ও ইং ২-৪-৯২ তারিখ ভোর ৬ টায় ঈদের

পূর্বে অগ্রিম ২০০.০০ টাকার দাবীতে শ্রমিকরা মিছিল করে এবং দরখাস্তকারী উক্তরূপ মিছিলে নেতৃত্ব দেন"। ইহার ফলে বাদীসহ সর্বমোট ৬ জনকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। বাদী সোনালী জুট মিলের সি, বি, এ, সদস্য নহেন। বাদীর অভিযোগ যে তাহাকে তাহার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের জন্য চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করা হইয়াছে ইহা সত্য নহে। সি, বি, এ, এর কাহাকেও চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয় নাই। বাদী এই মিথ্যা কাল্পনিক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। বাদীসহ অপর এক ব্যক্তি বাদীর পক্ষের সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন। বাদী পক্ষের ২ নং সাক্ষী মোঃ কবীর আহমেদ বর্তমানে সোনালী জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। তাহার এই মামলায় সাক্ষী দেওয়ার ব্যাপারে স্বার্থ জড়িত আছে। বাদীকে পূর্বে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইলে বাদী অত্র আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং রায় তাহার অনুকূলে যায়। উক্ত রায়ের আলোকে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। কিন্তু উক্ত রায়ের সহিত এই মামলার কোন সম্পর্ক নাই কারণ ইহা একটি নতুন মামলা। গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশন বলিয়া কোন ইউনিয়ন নাই। বাদী পক্ষ উক্ত বক্তব্যের আলোকে কোন কাগজ পত্র দাখিল করে নাই। লাইন সর্দারের পদ অপরিহার্য। মিল চালাইতে গেলে লাইন সর্দারের পদ অপরিহার্য। বাদীকে এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারা অনুসারে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। উক্ত আদেশ আইন সংগত হইয়াছে না বে-আইনী হইয়াছে তাহাই দেখিতে হইবে। টার্মিনেশনের বেলায় পূর্বের চাকুরীর রেকর্ড দেখার প্রয়োজনীয়তা নাই। বাদী পক্ষে ২ নং সাক্ষীর জবানবন্দী এই মামলায় গ্রহণযোগ্য নহে এবং বিবেচনার যোগ্য নহে। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী টার্মিনেশন বাদে বাদীর অন্যান্য বিষয় স্বীকার করেন। তিনি জেরাতে বলিয়াছেন যে, ১৯৯২ সালে ঈদুল ফিতরের আগে অগ্রিম দেওয়ার কথা ছিল না। বিবাদী পক্ষ বাদীর অভিযোগ স্বীকার করেন না। টার্মিনেশনের বেলায় মালিকের একমাত্র ক্ষমতা। যে ৭ (সাত) জনকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করা হইয়াছে তাহাদেরকে পুনরায় মালিক পক্ষ চাকুরী দিয়াছেন। বাদীকে প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও বাদী চাকুরী গ্রহণ করেন নাই বিধায় বাদীর মোকদ্দমা মায় খরচা খারিজের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বাদীকে চাকুরী হইতে ২-৪-৯২ ইং তারিখের আদেশের চাকুরী হইতে টার্মিনেট করায় শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে। ১৯-১-৭০ ইং তারিখে বাদীকে তাঁতী হিসাবে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয় এবং সর্বশেষ তাহাকে লাইন সরদার করা হয় ১-৭-৭৪ ইং তারিখে। উক্ত পদে বাদীর চাকুরী ৪-১১-৭৭ তারিখের আদেশ দ্বারা স্থায়ী করা হয়। বাদীর অতীত চাকুরী পরিচ্ছন্ন। বাদী চাকুরীতে যোগদানের পর হইতে বাদী ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত থাকায় গত ১৫-৬-৮২ ইং তারিখের পত্রাদেশ দ্বারা বাদীকে চাকুরী হইতে রিট্রেন্স করা হয়। তখন বাদী অত্রাদালতে সি-৯৭/৮২ নং মামলা দায়ের করিয়া জয়লাভ করিলে তিনি চাকুরীতে পুনর্বহাল হন। ১৯৮১ সালে বাদী সি, বি, এ, ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সালে বাদী পুনরায় সি, বি, এ, ইউনিয়নের সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে শেষ সি, বি, এ, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে বাদী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে পদ প্রার্থী হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। যেহেতু বাদী ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন সেইহেতু বাদী বিভিন্ন সময়ে মালিকের সাথে শ্রমিকদের স্বার্থ লইয়া দরকষাকষি করিতেন সেজন্য মালিক পক্ষ বাদীর উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় মালিক পক্ষ বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। বাদী গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশন এর জেলা কমিটির সদস্য এবং উক্ত সংগঠনের ফ্যাক্টরী কমিটির সদস্য। ১৯৯১ সালের শেষের দিকেও ১৯৯২ সালের প্রথম দিকে মিলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। পার্শ্ববর্তী এ্যাজাক্স জুট মিলের শ্রমিকগণ প্রভিডেন্ট ফান্ড হইতে পদত্যাগ করেন ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলিয়া লন। উক্ত কারণে বিবাদী মিলের শ্রমিকগণ ও উক্ত দাবী উত্থাপন করেন ও বাদী শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেন। ইহাছাড়া সরকার নতুন জাতীয় মজুরী কাঠামো জাতীয়করণকৃত মিলসমূহে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইহার ফলে জাতীয়করণকৃত মিলসমূহের শ্রমিকগণ ১৫০০·০০ টাকা অগ্রিম পায়। ইহার ফলে সোনালী জুট মিলের শ্রমিকগণ ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে দাবী করিলে বিবাদী মিল জানুয়ারী মাসের জন্য ৫০০·০০ টাকা প্রতি শ্রমিককে অগ্রিম হিসাবে ফেব্রুয়ারী মাসে ২০০·০০ ও মার্চ মাসে ২০০·০০ টাকা করিয়া প্রদান করেন। শ্রমিকগণ এপ্রিল মাসের ঈদুল ফিতরের জন্য দুইশত টাকা করিয়া দাবী করিলে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ প্রথমে উক্ত দাবী মানিয়া লইবে বলিয়া অংগীকার করেন পরে ১-৪-৯২ ইং তারিখে উক্ত দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। ফলে ১-৪-৯২ ইং তারিখের রাত্র ১০ টায় ও ২-৪-৯২ তারিখের ভোর ৬ টায় বিবাদী মিলে শ্রমিকগণ মিছিল বাহির করিয়া স্লোগান দেয় ও উক্ত ২০০·০০ টাকা দাবী করে। উক্ত মিছিলের নেতৃত্ব বাদীসহ আরও ছয় জনে দেওয়ায় তাহাদের উপর মিল কর্তৃপক্ষ ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদের চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। লাইন সর্দারের পদ মিলে অপরিহার্য্য হওয়ায় "বাদীর চাকুরীর আর প্রয়োজন নাই" বলিয়া টার্মিনেশন আদেশ দেওয়া সত্য নহে। মিলে বাদীর চাকুরীর প্রয়োজন আছে। উক্ত টার্মিনেশন আদেশের পিছনে গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। বাদী যেহেতু মিলে শ্রমিকদের দাবী দাওয়া লইয়া সোচ্চার হইয়া শ্রমিকদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন সেজন্য বাদীসহ অন্যান্যদের ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিবার পরে বাদী গ্রিভ্যান্স পিটিশন দিলে বিবাদী মিল উহার কোন উত্তর না দেওয়ায় বাদী বাধ্য হইয়া এই মামলা আনয়ন করিয়াছেন এবং বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞকৌশলী বলেন যে বিবাদী পক্ষের শ্রমিকদের টার্মিনেট করিবার Power পাওয়ার আছে এবং এই টার্মিনেশন সরল টার্মিনেশন। এই মোকদ্দমায় বিবাদী মিলের বর্তমান সি, বি,এ, এর প্রেসিডেন্ট বাদীর পক্ষে সাক্ষী দিয়াছেন এবং বাদীর বক্তব্য পুর্নভাবে সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং বাদীর টার্মিনেশন সরল টার্মিনেশন নহে। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন যে অপর এক লাইন সর্দারকে দিয়া বাদীর খালি জায়গায় কাজ করানো হইতেছে। বাদীর সহিত অন্য যাহাদের চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করা হয় তাহাদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইয়াছে। শুধুমাত্র বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয় নাই। তাহাকে চাকুরী হইতে বিদায় দেওয়ার অসদুদ্দেশ্যে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। সেজন্য টার্মিনেশন আদেশ সরল টার্মিনেশন আদেশ নহে। বাদী এই মামলায় প্রতিকার পাইতে অধিকারী।

উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে দেখা যায় যে, বাদী বিবাদী মিলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকায় এবং শ্রমিকদের স্বার্থে বিভিন্ন মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ায় বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার অসদুদ্দেশ্যে চাকুরী হইতে ২-৪-৯২ ইং তারিখের আদেশে টার্মিনেট করা হইয়াছে। উক্ত আদেশ সরল টার্মিনেশন নহে। ইহাছাড়া বাদীর সহিত গোলাম রব্বানী, আবদুল হাশেম, মাজেদ, নূর আলম, সাহেব আলী, মতিউর রহমানদের চাকুরী হইতে টার্মিনেট করার পর তাহাদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইয়াছে বিধায় বাদীর চাকুরী পাইতে আইনগত বাধা থাকিতে পারে না। বাদী এই মামলায় ৪০% বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল হইবেন। বিচার্য্য বিষয়গুলি যথারীতি নিষ্পত্তি করা গেল। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা দ্বিপক্ষ বিচারে মঞ্জুর করতঃ ২-৪-৯২ ইং তারিখের টার্মিনেশন আদেশ বাতিল করতঃ ৪০% বকেয়া মজুরী ভাতাসহ অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিবার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

এ, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান : মিঃ এ, কে, বিশ্বাস,

সদস্য : ১। জনাব সৈয়দ আবুল বরকত,

২। জনাব দীন মহম্মদ,

মোকদ্দমা নং সি-২২/৯২

বাদী : ফরিদুল হক, পিতা মৃত বাহাজউদ্দিন,
গ্রাম নান্দিনা মধু, পোঃ বৈদ্যজামতেল,
থানা কামারখন্দা, জেলা সিরাজগঞ্জ।

বনাম

বিবাদী : ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ,
পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক,
আটরা শিল্প এলাকা, খুলনা।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব কামরুল হক সিদ্দিকী,

বিবাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব সৈয়দ সহিদুল আলম,

শুনানীর তারিখ : ১৬-৮-৯৪ ইং

রায়ের তারিখ : ২৫-৮-৯৪ ইং

রায়

বাদী ফরিদুল হক ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে এই মামলা আনয়ন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ২৫-২-১৯৮১ ইং তারিখে বিবাদী মিলের প্রশাসন বিভাগে এম, এল, এস, এস, হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। চাকুরীতে নিয়োগের পর হইতে বাদী অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত তাহার দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। চাকুরীর সূচনা লগ্ন হইতেই বাদী বিবাদী মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের একমাত্র সি, বি, এ, ইউনিয়ন ইষ্টার্ণ জুট মিলস মজদুর ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ৩৩)-এর একজন সদস্য। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাদী তাহার সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ ও ভূমিকার কারণে বিবাদী মিলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিকট একজন প্রগতিশীল ও আন্তরিক ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাদীর বলিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বিবাদী মিলের কোন কোন কর্মকর্তা বাদীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও আক্রোশ পোষণ করিতেন এবং বাদীকে হয়রাণী করিবার উদ্দেশ্যে সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। সেই সূত্রে ইতিপূর্বে বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করেন। বাদীর টার্মিনেশনকে কেন্দ্র করিয়া শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় বিবাদী পক্ষ টার্মিনেশন আদেশ প্রত্যাহার করতঃ বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিতে বাধ্য হন। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম এর সহিত সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ বাদী ইং ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত সি, বি, এ, ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে কার্যকরী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। ট্রেড ইউনিয়ন জগতে বাদীর এই সাফল্যকে বিবাদী পক্ষ ভাল চোখে দেখেন নাই বরং যে করিয়াই হউক বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার চেষ্টায় সচেষ্ট ছিলেন।

হঠাৎ করিয়াই বিবাদী পক্ষ বাদীর বিরুদ্ধে ২৪-২-১৯৯২ ইং তারিখে অভিযোগ পত্র ইস্যু করেন। উক্ত অভিযোগ পত্রে বিবাদী পক্ষ বাদীর বিরুদ্ধে ২৪-২-১৯৯২ ইং তারিখে অভিযোগ পত্র ইস্যু করেন। উক্ত অভিযোগ পত্রে বিবাদী পক্ষ বাদীর বিরুদ্ধে ২৩-২-১৯৯২ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৯-৩০ মিনিটের সময়ে বিবাদী মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভাঃ ক্রয়) জনাব মোশারেফ হোসেনকে নির্দয়ভাবে মারধর করার এবং মিলের শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত করিবার লক্ষ্যে অন্যান্য শ্রমিকদের প্ররোচিত করিবার অভিযোগ আনেন। বিবাদী পক্ষ কর্তৃক বাদীর বিরুদ্ধে আনীত উক্ত অভিযোগ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, উদ্দেশ্যমূলক, ষড়যন্ত্রমূলক এবং বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার হীন উদ্দেশ্যে প্রসূত। বাদী ২৭-২-১৯৯২ ইং তারিখে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া এবং প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিত জবাব দাখিল করেন। বাদীর লিখিত জবাব পাইয়া বিবাদী পক্ষ ৩-৩-১৯৯২ ইং তারিখে পত্রের মাধ্যমে তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং ৮-৩-১৯৯২ ইং তারিখে বাদীকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ দেন। ইহার পর বাদী নির্ধারিত দিনে সাক্ষীসহ তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হন। তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না। তদন্ত কমিটি বাদীর লওয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই। তদন্তকালে কোন সাক্ষী বাদীর উপস্থিতিতে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই এবং কাহাকেও জেরা করিবার সুযোগ পান নাই। তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই। এবং তদন্ত কমিটি সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা আদৌ করেন নাই। বাদীর লিখিত জবাব তদন্ত কমিটি বিবেচনায় আনেন নাই এবং বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেন নাই। তদন্ত কমিটি বাদীকে কিছু উদ্দেশ্য-মূলক প্রশ্ন করিয়াছেন এবং বাদীকে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করিয়াছেন। তদন্ত কমিটি বাদীর বক্তব্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই। জবানবন্দীতে সাক্ষ্য লওয়ার অজুহাতে মিথ্যা আশ্বাস ও ভয়-ভীতি দেখাইয়া এবং পড়িতে না দিয়া তদন্ত কমিটি বাদীকে বেশ কিছু লিখিত কাগজে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছেন। তদন্ত কমিটির আচরণে ন্যায় বিচারের নীতিমালা পদ-দলিত হইয়াছে। বাদীকে দোষী সাব্যস্ত করিবার মত সাক্ষী প্রমাণ তদন্ত কমিটির সম্মুখে আসে নাই। ইহার পর ২-৪-১৯৯২ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উক্ত আদেশ অন্যায়, অবৈধ, বেআইনী, উদ্দেশ্যমূলক, ষড়যন্ত্রমূলক এবং সংশ্লিষ্ট শ্রম আইন ও ন্যায় বিচারের নীতিমালার পরিপন্থী। উক্ত বরখাস্তের আদেশ পাইয়া বাদী ১৫-৪-১৯৯২ ইং তারিখে এক কপি হাতে হাতে ও এক কপি রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকে (এ/ডি) যোগে বিবাদী পক্ষের নিকট গ্রিভ্যান্স নোটিশ প্রদান করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীকে কিছু না বলিয়া ও চাকুরীতে বহাল না করায় বাদী বাধ্য হইয়া এই মামলা করিয়াছেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, বাদীর অত্র মোকদ্দমা দাখিল করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই। এই মামলা অত্রাকারে চলিতে পারে না। বাদী এই মামলায় আদৌ কোন প্রতিকার পাইবেন না। স্বীকৃতি, সম্মতি ও উপেক্ষাহেতু অত্র মোকদ্দমা অচল। বাদীর মোকদ্দমা তামাদি দোষে দুষ্ট।

উত্তরদায়ক বিবাদী বাদীর আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করতঃ উল্লেখ করেন যে, বাদী একজন দাংগাবাজ শ্রমিক। বাদী বিভিন্ন অজুহাতে অন্যান্য শ্রমিকদের সহিত প্রায়ই মারপিট করিয়া থাকেন। বাদীর ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদী ইতিপূর্বে মিলের বিভিন্ন কর্মকর্তাকে মারধর ও অপমান করিয়াছে। বাদীর অতীত চাকুরী জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত খারাপ। বাদী মজদুর ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই বেআইনী ও অন্যায়ভাবে মারপিট করিয়া বেড়ানো তাহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। বাদীকে ১১-১-১৯৯২ ইং তারিখে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিবার পর ১২-১-১৯৯২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সি. বি. এ. সহিত দ্বি-পাক্ষিকতার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায় যে, তিনি গত ২৩-২-১৯৯২ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৯-৩০ মিনিটের সময়ে অন্যান্য কতিপয় শ্রমিকের সহিত এক জোট হইয়া বিবাদী মিলের উপ-ব্যবস্থাপক (ভাঃ ক্রয়) জনাব মোশারফ হোসেনকে নির্দয়ভাবে মারধর করেন এবং মিলের শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত

করেন। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কেন বাদীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য বাদীকে ২৪-২-১৯৯২ ইং তারিখে লিখিত অভিযোগ পত্র প্রদান করেন। বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুরুতর হওয়ায় বাদীকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে চাকুরীচ্যুত করা হয়। বাদী লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর লিখিত জবাব দাখিল করেন। কিন্তু উক্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তদন্তের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ ৩-৩-১৯৯২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং বাদীকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। বাদী তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হন। তদন্ত কমিটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। বাদী তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোন দিন কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। তদন্তে বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়। বাদীর সম্মুখে তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন নাই বা তদন্ত কমিটি মিথ্যা আশ্বাস ও ভয়-ভীতি দেখাইয়া বাদীর নিকট হইতে বেশ কিছু লিখিত ও অলিখিত কাগজে স্বাক্ষর লইয়াছেন অথবা লিখিত কাগজে কি লেখা ছিল দাবী জানানো সত্তেও বাদীকে তাহা পড়িয়া শোনানো হয় নাই বলিয়া বাদীর কথিত বক্তব্য মিথ্যা। তদন্তের সময়ে বাদী নিজে ছাড়া তাহার পক্ষে একজনকে দিয়া সাক্ষ্য প্রদান করান। তদন্ত কমিটি বিশ্বস্ততা ও নিরপেক্ষতার সহিত বাদী ও অন্যান্য সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ন্যায় বিচারের নীতিমালা অনুসরণ করিয়া সমুদয় কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করেন এবং বাদী উহা পড়িয়া শুনিয়া এবং উহার মর্ম অনুধাবন করিয়া স্বীয় উপস্থিতির নমুনা স্বরূপ তদন্ত কার্যক্রমে স্বেচ্ছায় নিজ স্বাক্ষর প্রদান করেন। তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তদন্ত কমিটি মিথ্যা আশ্বাস ও ভয়-ভীতি দেখাইয়া বেশ কিছু লিখিত ও অলিখিত কাগজে সহি গ্রহণ করেন নাই। তদন্ত কমিটি আন্তরিকতার সহিত তদন্ত করেন এবং সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচারের নীতিমালা কড়াকড়িভাবে পালন করেন। তদন্ত কমিটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া ন্যায় বিচারের নীতিমালা পালন পূর্বক তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেন। তদন্তে বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত কমিটি ২২-৩-১৯৯২ ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেন। বিবাদী পক্ষের প্রকল্প প্রধান অভিযোগ পত্র, জবাব, তদন্ত কার্যক্রম ও তদন্ত প্রতিবেদন পরীক্ষা করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে দেখিতে পান। বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাদীর অতীত চাকুরী জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় বাদীকে কোন প্রকার লঘু দন্ড প্রদানের অবকাশ না থাকায় তাহার শাস্তি স্বরূপ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেজন্য তাহাকে ২-৪-১৯৯২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। এখানে প্রসংগত উল্লেখ্য যে, একই ঘটনার সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে আরও বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দিয়া তদন্ত করা হইয়াছিল। তবে তদন্ত শেষে বাদীসহ মোট ৪ জনকে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং অন্যান্য শ্রমিকদের চাকুরীতে বহাল করা হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের দায়ে বাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় নাই। বাদীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। উক্ত বরখাস্ত আদেশ বৈধ, নিয়মতান্ত্রিক ও আইন সম্মত এবং ন্যায় বিচারের পরিপূরক। ট্রেড ইউনিয়ন করার অজুহাতে আইন নিজের হাতে তুলিয়া মিলের কর্মকর্তাদের মারপিট ও অপমান করিবার অধিকার বাদীর ছিল না। বাদী এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। ইহা মাস খরচা খারিজ হইবে।'

বিচার্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে?

২। অত্র মোকদ্দমা কি তামাদি বারিত?

৩। স্বীকৃতি, সম্মতি ও উপেক্ষা হেতু অত্র মোকদ্দমা কি বারিত?

৪। বাদী কি এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১—৪ নং বিচার্য বিষয়—বিচারের সুবিধার্থে আলোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হইল। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বাদীসহ আরও ৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং তদন্তে তাহাদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। ইহার মধ্যে ২ জনের জন্য বি, এম, সি-তে অনুরোধ করিলে বি, জে, এম, সি-এর আদেশে তাহাদের চাকুরীতে পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। বাদী যদি বি, জে, এম, সি-এর নির্দেশ মতে পুনর্নিয়োগ হইতে রাজী থাকেন তবে বিবাদী পক্ষ এই মামলা পরিচালনা করিবে না। আর তাহা না হইলে বিবাদী পক্ষ মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যাইবে। বাদী এম, এল, এস, এস, হিসাবে ২৫-২-১৯৮১ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথারীতি পালন করিতে থাকেন। বাদীর অতীত চাকুরীর রেকর্ড খুবই পরিচ্ছন্ন বলিয়া বাদী দাবী করেন। বাদী ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং তিনি সি, বি, এ-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের জন্য মিলের কতিপয় কর্মকর্তা বাদীর উপর আক্রোশ পোষণ করিতে থাকেন এবং সেজন্য বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকেন বলিয়া বাদী আরজীতে উল্লেখ করেন। বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইলে মিলে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং মিল কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার বিকল্প ব্যবস্থা না পাইয়া বাদীকে পুনরায় চাকুরীতে নিয়োগ করেন। বাদী তাহার আরজীতে আরও বলেন যে, ১৯৯০ সালের নির্বাচনে তিনি ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন।

বাদীর বিরুদ্ধে মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মিঃ মোশারেফ হোসেনকে মারধর করার অপরাধে অভিযোগ গঠন করা হয়। বাদী বলেন যে, উক্ত অভিযোগ মিথ্যা। বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য ২৪-২-১৯৯২ ইং তারিখে অভিযোগ আনা হয়। বাদী ২৭-২-১৯৯২ ইং তারিখে উক্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে লিখিত জবাব দাখিল করেন। মিল কর্তৃপক্ষ বাদীর লিখিত আপত্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ৩-৩-১৯৯২ ইং তারিখে তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং ৮-৩-১৯৯২ ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তদন্তের জন্য নির্ধারিত দিনে বাদী তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হন এবং তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না। তদন্ত কমিটি বাদীর সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই এবং তদন্ত কমিটি বাদীর সম্মুখে সাক্ষীদের জবানবন্দী না লওয়ায় বাদী তাহাদের জেরা করিবার সুযোগ পান নাই। তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই এবং তদন্ত কমিটি সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন নাই এবং অভিযোগের জবাব তদন্তের সময়ে বিবেচনা করেন নাই। বাদীকে মিথ্যা আশ্বাস ও ভয় দেখাইয়া কিছু সাদা ও লেখা কাগজে বাদীর দস্তখত নেন। বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং প্রিন্সিপ্যাল অব ন্যাচারাল জাস্টিজ অনুসরণ না করিয়া বাদীকে বেআইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ইহার পর বাদী গ্রিভ্যান্স পিটিশন দেন এবং উহা বিবেচিত না হওয়ায় বাদী বরখাস্তের আদেশ বাতিল পূর্বক চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়াছেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বক্তব্য যে বাদী একজন দাংগাবাজ লোক। তিনি বিভিন্ন অজুহাতে মিলের অভ্যন্তরে গণ্ডগোল করিতেন। বাদী মিলের অফিসারকে মারধর করিত বলিয়া তাহার দুর্নাম আছে। তাহার অতীত চাকুরীর রেকর্ড ভাল নহে। বাদীকে ১১-১-১৯৯২ ইং তারিখে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। ইহার পর সি, বি, এ-এর অনুরোধে ১২-১-১৯৯২ ইং তারিখে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের পরে গত ২৩-২-১৯৯২ ইং তারিখে সকাল ৯টার সময়ে বাদী ও অন্যান্য কয়েকজনসহ মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মিঃ মোশারেফ হোসেনকে মারধর করেন এবং তাহার জন্য বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় এবং তদন্ত অন্তে ন্যায় বিচারের নীতিমালা পালন পূর্বক বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বাদীর

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের জন্য বরখাস্ত করা হয় নাই। বাদী হাংগামা প্রিয় লোক বিধায় তাহার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনিয়া তাহাকে আইনানুগভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বরখাস্তের ২-৯-১৯৯২ ইং তারিখের আদেশ আইন সংগত। বাদী এই মামলায় ১ নং সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দী দিয়াছেন। বাদী জবানবন্দীতে বলেন যে, তাহার অতীত চাকুরীর রেকর্ড ভাল কিন্তু জেরাতে তিনি একজিবিট 'ক', ক(১) তারিখ ২৭-২-৮২। ক(২) তাং ১৭-১-৮১, ক(৩) পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদীকে সতর্কীকরণ চিঠি দেওয়া হইয়াছে। একজিবিট ক(৫) তাং ১৭-২-৮৮ অনুসারে অভিযোগ গঠন করা হয়। বাদী মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেন। ইহার পর বাদী ২২-২-৮৮ ইং তারিখে লিখিত আপত্তি দিলে ১-৩-৮৮ ইং তারিখে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়। সুতরাং বাদীর অতীত চাকুরীর রেকর্ড মোটেই ভাল নয়। ১১-১-৯২ ইং তারিখে বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। ইহার পর ১২-১-৯২ ইং তারিখের চুক্তিপত্র অনুসারে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। উক্ত চুক্তিপত্র একজিবিট 'জ'। ইহার পর ২৩-২-৯২ ইং তারিখে বাদী অন্যান্যদের সহযোগিতায় মোশারেফ হোসেন সাহেবকে মারধর করেন। ইহার পর বাদীর বিরুদ্ধে ২৪-২-৯২ ইং তারিখে অভিযোগ আনা হয়। উহা একজিবিট 'ক'। বাদী ২৭-২-৯২ ইং তারিখে লিখিত আপত্তি দাখিল করেন। অতঃপর ৩-৩-৯২ ইং তারিখে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্ত কার্যক্রম একজিবিট 'ঙ'। উহাতে বাদীর ৬টি দস্তখত একজিবিট ঙ(১) হইতে একজিবিট ঙ(৬)। বাদী জেরাতে স্বীকার করিয়াছেন তিনি তদন্ত কমিটির সম্মুখে সাক্ষী দেন এবং তদন্ত কমিটি একজন সাক্ষী ছাড়া সাক্ষী লন নাই এবং অন্যান্য সাক্ষীদের তিনি জেরা করেন। বাদী তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা চ্যালেঞ্জ করিয়া কোন দরখাস্ত প্রকল্প প্রধানের নিকট দেন নাই। তদন্ত কার্যক্রমের স্বাক্ষর বাদী স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত দস্তখত মিথ্যা আশ্বাস বা ভয় ভীতি দেখাইয়া লওয়া হয় নাই। তদন্তের সময়ে হাফিজার রহমান, সাক্ষী দেন। বাদী তাহাকে জেরা করেন। সুতরাং বাদীকে যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হয়। তদন্ত প্রতিবেদন একজিবিট ছ। তদন্ত প্রতিবেদনের পরে প্রকল্প প্রধান বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্তের আদেশ আইনানুগ হইয়াছে। বিজ্ঞ কৌশলী ৩৪ ডি, এল, আর, ১ নং পৃষ্ঠা, ৪২ ডি, এল, আর, (এ, ডি)-৫১, ৩৫ ডি, এল, আর, ২২৪ পৃষ্ঠা, ২৯ ডি, এল, আর, (এস, সি)-২৮০ পৃষ্ঠা, ২২-ডি, এল, আর,-৫২৭, ৩বি, সি, আর (হাইকোর্ট)-২৪৬, ৪৪ ডি, এল, আর, ২১৩, ৩৪৪, ৪৫-ডি, এল, আর ২৬৭ পৃষ্ঠা, ৪২ ডি, এল, আর, ২৭৪, ২৩৭ পৃষ্ঠা ও ৩২ ডি, এল, আর, ২৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রুলিংসমূহ উল্লেখ করেন। উপরোক্ত রুলিংসমূহ পর্যালোচনা অন্তে বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বাদীর বিরুদ্ধে যে ডোমেস্টিক ট্রায়াল (Domestic Trial) আনা হইয়াছে উহা সঠিকভাবে হইয়াছে নিরপেক্ষভাবে হইয়াছে। উক্ত ডোমেস্টিক ট্রায়ালের বিরুদ্ধে এই আদালতে মামলা চলে না। কারণ এই আদালত ডোমেস্টিক ট্রায়ালের আপীল শোনেন না বাদীর অনুপস্থিতিতে কোন তদন্ত অনুষ্ঠান হয় নাই এবং বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়ায় বাদী এই মামলায় কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন না। অত্র মোকদ্দমা মায় খরচা খারিজ হইবে।

অপরদিকে বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, একজন এম, এল, এস, এস হইয়া বি, জে, এম, সি এর আদেশের বিরুদ্ধে বাদী কেন এই মামলা করিলেন ? বিবাদী পক্ষের এই ধরণের উক্তি বা মনোভাব পোষণ করাই প্রমাণ করে যে বিবাদী পক্ষ বাদীর বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। বাদীর অতীত চাকুরী ইতিহাস বাদ দিলে বাদীর বিরুদ্ধে শুধু মাত্র অভিযোগটিই থাকে। বি, জে, এম, সি, এর নির্দেশ মতে যাহারা চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন তাহাদের moral courage নাই। কিন্তু বাদী সত্য উদঘাটনের জন্য অর্থাৎ প্রকৃত তথ্য বাহির করিবার জন্য আদালতে আসিয়াছেন। বাদীর কোন দোষ পাওয়া যায় না। বি, জে, এম, সি, বাদীকে শাস্তি দেওয়ার মত কোন উপাদান না পাইয়া বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়াছেন। বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে, বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। বাদী লিখিত আপত্তি দেন এবং তদন্ত হয়। তদন্ত অন্তে প্রতিবেদন দাখিল করিলে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। সেজন্য বাদী গ্রিভ্যান্স পিটিশন দিয়া যথা সময়ে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই

মামলা করিয়াছেন। বাদীর মামলা করিবার অধিকার আছে এবং বাদীর এই মামলা তামাদি বারিত নহে। ২৯ ডি, এল, আর, ২৮০ পৃষ্ঠা (সুপ্রীম কোর্ট) এই রুলিং পুংখানুপুংখরূপে বলা হইয়াছে এবং উক্ত রুলিং এই মামলায় প্রযোজ্য। তখন প্রশ্ন হইতেছে তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল কি না ? বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে তদন্ত কর্মকর্তা খুবই উৎসাহী ছিলেন। তিনি এই মামলায় সওয়াল জবাবের সময়ে প্রতিদিন আদালতে উপস্থিত থাকিতেন। এই মামলায় কথিত ভিক্‌টিম মোশারেফ হোসেন সাহেব সাক্ষী দিতে আসেন নাই। বিবাদী পক্ষের কন্ডাক্ট আন ফেয়ার। যদি তিনি আদালতে আসিতেন। তবে অনেক ঘটনা উদঘাটিত হইত। সেজন্য বিবাদী পক্ষ তাহাকে আদালতে সাক্ষী দেওয়ার জন্য উপস্থিত করেন নাই। বাদী মোশারেফ হোসেন কর্তৃক দাখিলী ২৫-২-৯২ ইং তারিখের এজাহার দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোশারেফ হোসেন সাহেব একটি ভাইটাল সাক্ষী। উক্ত মোশারেফ হোসেন সাহেবকে কেন সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হইল না তাহার কোন ব্যাখ্যা বিবাদী পক্ষ এই মামলায় দেন নাই। তদন্ত কমিটির প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের সৎ সাহস নাই। বাদীপক্ষকে তদন্ত কমিটি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেন নাই। বাদী সি, বি, এ, ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচিত সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। বিবাদী পক্ষে ১ নং সাক্ষী জেরাতে বলেন যে, পুরানো টায়ার খরিদের ব্যাপারে ও সেজন্য গণ্ডগোল হওয়ার বিষয়ে তদন্তের সময়ে তিনি অনুসন্ধান বা তদন্ত করেন নাই এবং মোশারেফ হোসেনকে মারধর করায় বিষয়ও তদন্ত করেন নাই। চার্জশীটে বাদীর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনা হইয়াছে যে তিনি মোশারেফ হোসেন সাহেবকে মারধর করিবার জন্য অন্যান্যদের প্ররোচিত করেন। তদন্ত কমিটি পুরানো টায়ার খরিদ এর ব্যাপারে ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণ নির্ণয় না করিয়া একতরফাভাবে তদন্ত কার্য সমাধা করিয়াছেন। বাদীকে ৬-১-৮৮ ইং তারিখে একজিবিট ক(২) মাধ্যমে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার জন্য চার্জশীট করে। বাদীর উহার বিরুদ্ধে লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বলেন যে, তাহার বাড়ীতে চুরি হওয়ায় তিনি যথা সময়ে কাজে যোগদান করিতে পারেন নাই। বাদীর লিখিত জবাব বিবেচনা করিয়া বাদীকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয় এবং বাদীকে ১০ দিনের জন্য বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ইহা তদন্ত ছাড়াই বাদীকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত কারণে ইহাই প্রমাণিত হয় না যে বাদীর অতীত চাকুরী রেকর্ড খারাপ। ৭-২-৮৮ ইং তারিখে বাদী অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় অসদাচরণের অভিযোগ আনা হইলে বাদী উহার লিখিত আপত্তি দিলে বিবাদী পক্ষ ১-৩-৮৮ ইং তারিখে বাদীকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়। বিবাদী কর্তৃপক্ষ ওয়ার্নিং দেওয়ার ব্যাপারে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কারণ ৬-২-৮৮ ইং তারিখে বাদী যখন মিলে কর্মরত ছিলেন তখন হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মৌখিক ছুটি লইয়া মিল ত্যাগ করেন। বাদী উক্ত অসুস্থতার ব্যাপারে দৌলতপুরের জনৈক ডাক্তারের সার্টিফিকেট নেন। উক্ত সার্টিফিকেট এর মার্জিনে মিলের ডাক্তারের দেওয়া নোট আছে। উহাতে বলা আছে যে, কাজে যোগদান করিলে উত্থাপন করুন। বিবাদী পক্ষ এমন কোন কাগজ দেখাইতে পারেন নাই যে বাদীকে সাজা দেওয়া যায়। উপরোক্ত কারণসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাদীকে সতর্কীকরণ চিঠি দেওয়া হইয়াছে। বাদীর বিরুদ্ধে দেওয়া সতর্কীকরণ চিঠি আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। মালিক পক্ষ প্রায়ই শ্রমিক কর্মচারীদের উপর অবিচার করিয়া থাকেন দেখা যায়। সুতরাং বিবাদী পক্ষের বক্তব্য অনুসারে বাদী যে ডাংগাবাজ তাহা প্রমাণিত হয় না। গত ১১-১-৯১ ইং তারিখে বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। ইহার পর ১২-১-৯২ ইং তারিখের এগ্রিমেন্ট অনুসারে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। ইহার পর ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাদীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় সেই অভিযোগ অনুসারে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বাদীর বিরুদ্ধে বিবাদী পক্ষ অসদুদ্দেশ্যে এই অভিযোগ আনেন। বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া উক্ত মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে বরখাস্তের আদেশ বি, জে, এম, সি, অবিশ্বাস করিয়া উক্ত বরখাস্তের আদেশ বাতিল করেন। জনাব মোশারেফ হোসেন এই মামলায় সাক্ষী না দেওয়ায় সমস্ত তদন্ত কার্যক্রম vitiate হইয়াছে। বিজ্ঞ কৌশলী তাহার বক্তব্যের স্বপক্ষে ১১ পি, এল, সি, এর ২৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রুলিং এর উদ্ধৃতি দেন। বাদীর অতীত চাকুরী রেকর্ড খারাপ প্রমাণের জন্য বাদীর পারসোনাল ফাইল হইতে কিছু কাগজ দাখিল করিয়াছেন যাহা একজিবিট ক সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

বাদীকে একটি চিঠি বিলি করিবার জন্য বলা হইলে বাদী ভ্রমণ ভাতা ও মহার্ঘ ভাতা দাবী করেন। ইহার জন্য বাদীর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ আনা যায় না বা ওয়ার্নিং দেওয়া যায় না। বাদীর বিরুদ্ধে সেই কারণে শোকজ বেআইনী এবং ওয়ার্নিংও বেআইনী। বাদীর সহিত যাহাদের চাকুরী যায় তাহাদের সকলকে চাকুরীতে পুনর্নিয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু বাদী পুনর্নিয়োগ লইতে চান না। সেজন্য বাদী এই মামলা করিয়াছেন। মোশারেফ হোসেন সম্পর্কে বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, মিল কর্তৃপক্ষ এর সহিত পরামর্শক্রমে তিনি এই মামলা দায়ের করিয়াছেন। তিনি খুলনা ২৫০ বেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কথিত ঘটনা ২৩-২-৯২, মিলের অভিযোগ ২৪-২-৯২ ইং তারিখ আর এজাহার ২৫-২-৯২। তদন্ত কার্যক্রমে মোশারেফ হোসেন সাহেবের মিলের সহিত লিখিত আলাপ আলোচনার কথা নাই। তদন্ত কমিটি মোশারেফ হোসেন সাহেবকে পরীক্ষা করেন নাই। অন্যদের পরীক্ষা করা হয়। এজাহার ও অভিযোগ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদীকে চাকুরীচ্যুত করিতে হইবে ইহাই ছিল তদন্ত কমিটির একমাত্র উদ্দেশ্য কারণ বাদীর অতীত চাকুরী রেকর্ড খারাপ দেখানোর প্রমাণ নাই। তবে কর্তৃপক্ষের ভিত্তিহীন সতর্কীকরণ চিঠি দেওয়ার অভ্যাস আছে। ম্যানেজমেন্টের মিথ্যা বলার এবং মিথ্যাভাবে রেকর্ড বানানোর অভ্যাস আছে। বাদীসহ অন্যান্য যাহাদের চাকুরী গিয়াছে বি, জে, এম, সি, উক্ত বরখাস্তের আদেশ বাতিল করিয়া মিলে পুনর্নিয়োগের আদেশ দেন। কিন্তু বাদী পুনঃ নিয়োগ চান না পুনর্বহাল চান। তাই বাদী এই মামলায় উপরোক্ত কারণে পুনর্বহাল হইবেন বলিয়া বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী তাহার বক্তব্য শেষ করেন।

উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে দেখা যায় যে, বাদী ফরিদুল হক একজন দাংগাবাজ শ্রমিক হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিবাদী কর্তৃপক্ষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাকে সতর্কীকরণ পত্র দেওয়া সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। বাদী বিগত ২৩-২-৯২ ইং তারিখে মিলের পুরানো টায়ার খরিদকে কেন্দ্র করিয়া গণ্ডগোলের সূত্রপাত করেন এবং বাদীসহ আরও তিন জনের বিরুদ্ধে উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভাঃ ও ক্রয়) জনাব মোশারেফ হোসেন সাহেবকে মারধর করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করিয়া তদন্তে বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পুর্নসুযোগ দেওয়া হয় এবং স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের নীতিমালা তদন্তের সময়ে তদন্ত কমিটি প্রতিপালন করেন। বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বাদীকে আইনানুসারে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু বি, জে, এম, সি, এর নিকট প্রার্থনা করিলে বিজেএমসি মানবিক কারণে তাহাদের প্রার্থনা বিবেচনা করিয়া পুনঃনিয়োগের আদেশ দেন। বাদী পুনঃনিয়োগ আদেশ অনুসারে কাজে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক। সেজন্য তিনি এই মামলা করিয়াছেন। বাদী এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইবেন না তবে বিজেএমসি এর পুনঃনিয়োগের আদেশ মোতাবেক বাদীকে মিলে যোগদানের আদেশ দেওয়া যাইতে পারে। বিচার্য বিষয়গুলি যথারীতি নিষ্পত্তি করা গেল। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা আংশিক মঞ্জুর করা গেল। বিজেএমসি এর পুনঃনিয়োগের আদেশ অনুসারে বিবাদীপক্ষ বাদীকে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দিতে পারেন। বাদী কোন বকেয়া মজুরী পাইবেন না। এই মামলার কোর খরচার আদেশ হইল না।

এ, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

HEADING OF JUDGEMENT

In the Labour Court of Khulna & Barisal

Division, Khulna

Chairman : Mr. Md. Amir Hossain,

Members : (1) Mr. Abdus Sabur,
(2) Mr. Din Mohammad,

Case No. C-41/92

1st party : Habibur Rahman,
S/o Mokshed Ali Mollah,
Vill Noapara, P. S. Avoynagar,
Dist. Jessore.

2nd party : The Deputy General Manager,
Bengal Textile Mills No. 2,
Noapara, Jessore.

Advocate for 1st party : Mr. A. Z. M. Delwar Hossain,

Advocate for 2nd party : Mr. Kamrul Hoque Siddique,

Date of Hearing : 8-9-94.

Date of Judgement : 22-9-94

Judgement

This case has arisen out of an application u/s 25(1)(b) of the Bangladesh Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

The petitioner's case, in brief, is as follows.

The first party petitioner, Habibur Rahman, got an appointment to the post of Tenter in the Blow Room under the opposite party No. 1, Bengal Textile Mills, Jessore. While the petitioner had been discharging his duty very sincerely and honestly since 4-6-89, he was promoted to the post of Jabar on 1-9-92. The service record of the petitioner was clean and he did not suffer any punishment in service life. In the beginning of his service life, he became an active member of the Bengal Textile Mills Employees Union (Regn. No. 951) and he used to take part in the Trade Union activities. The opposite party being dissatisfied with the petitioner, made an attempt to victimise him. After election in 1989, the office bearers of the C. B. A. started a movement against the corruption and the opposite party divided the labour movement and hired "Mastan Bahini" who

attacked the petitioner and other trade union leaders on 27-3-92 and caused injury to 50/60 persons. Even the Mastan Bahini attacked the residential areas of the Labourers. The petitioner was attacked by the Mastan Bahini at the gate of the Mill while he went to resume his duty on 28-3-92 and he was severely injured and the passersby rescued him and he was treated by Dr. Benazir Hossain on 29-4-92. The petitioner submitted a petition for leave with a medical certificate to the opposite party and on receipt of the petition, the opposite party asked the petitioner to appear before the Deputy Chief Medical Officer within four days. But he could not attend before the said Doctor because of posting the Mastan Bahini at the gate of the Mill and for fear of his life. On account of absence of the petitioner, the opposite party issued a letter containing allegations on 30-4-1992/4-5-1992 to the petitioner. The opposite party dismissed the petitioner from service on 23-5-1992 and such order of dismissal is unjust, illegal, illmotived and without jurisdiction. After receipt of this dismissal letter on 26-5-1992, the petitioner sent a grievance petition dated 6-6-1992 praying for reinstating him in service which was received by the opposite party on 10-6-1992. But without carring for this grievance petition, the opposite party by a letter on 22-6-1992 asked the petitioner to appear for a personal hearing on 4-7-1992 in the Mill. Subsequently, the opposite party by a another letter dated 1-7-1992 asked the petitioner to appear in the Mill on 7-7-1992 at 3 p.m. In accordance with such letter, the petitioner appeared at the Mill gate on 7-7-1992 at 2.30 p.m. But the Mastan Bahini of the opposite party attacked him and he was compelled to flee away for saving his life. The petitioner submitted a petition containing such occurrence to the opposite party by Regd. post for the personal hearing before the Joint Director of Labour, Khulna Division, Khulna. But the opposite party did not respond to the petitioner's petition nor was the personal hearing arranged by the opposite party. Hence the petitioner has been compelled to file this case. He prays for directing the opposite party to reinstate him in service with full back wages and allowances etc. after setting aside the order of dismissal.

The 2nd party O. P. No. 1 contested the case by filing a written statement wherein he denied the material allegation and statements made in the petition. His case in a nutshell is as follows.

The petitioner was appointed on 4-6-1989 and he remained absent from duty without leave from 6-11-1989. So he was charged. Again on 19-6-1990, he wanted to go out of the Mill without gate pass but in fact he went out of the Mill inspite of obstruction put by the Security Guard and as such he was charged by letter dated 28-6-1990. The petitioner was warned by letter dated 8-8-1990 and again he went out of the Mill on 8-10-1990 without gate pass and he was charged by letter dated 15-10-1990 and he was warned by letter dated 25-11-1990. He was further warned by letter dated 28-5-1991. The petitioner without any leave started remaining absent on the ground of the

alleged illness. He was asked to appear before the Mill Doctor by letter dated 14-4-1992. But he did not appear there. As such, the petitioner was charged by letter dated 4-5-1992 and no reply was given. An enquiry committee was set up and the petitioner was directed to appear by letter dated 12-5-1992 but he did not appear. The enquiry was held exparty and he was found guilty and dismissed from service. He was directed to appear for a personal hearing but he did not turn up. The petitioner was never sick nor was he treated by any Doctor. Therefore, the case is liable to be dismissed.

Point for determination is as follows :

1. Whether the petitioner can be reinstated in service with back wages ?

Decision with reason

Heard the Ld. Advocate on behalf of the opposite party—2nd party. But the Ld. Advocate on behalf of the petitioner being present in the Court has not advanced any argument.

The petitioner has examined himself and exibited a number of documents. Similarly, one witness has been examined on behalf of the opposite party. Some papers and documents have been marked as exibits on the side of the opposite party also.

There is no denying the facts that the petitioner, Habibur Rahman, was a Tenter in Blow Room under the opposite party No. 1, Bengal Textile Mill, Jessore and that he was dismissed from service by the O. P. No. 1 vide the letter dated 23-5-1992 Ext. No. 7 and Ext. ক.

The petitioner has alleged that in the beginning of his service life, he became an active member of the Bengal Textile Mills Employees Union and because of taking part in the Trade Union activities, the O. P. No. 1 was dissatisfied with him and after election in 1989, the C. B. A. leaders started a movement against corruption and the opposite party hired the Mastan Bahini and the Mastan Bahini attacked the petitioner and other trade union leaders on 27-3-1992 and injured 50/60 persons and the Mastan Bahini attacked him at the gate of the Mill while he went to resume his duty on 28-3-1992 and he was severely injured and the passersby rescued him and he was treated by Dr. Benazir Hossain on 29-4-1992. On the other hand, the contesting O. P. No. 1 has denied all the above allegations made by the petitioner. Supporting such allegations, the petitioner has given evidence in his examination in chief. But his evidence has not been corborated by any independent and disinterested witness. The petitioner has not produced the prescription granted by the so called Dr. Benazir Hossain in Court. Even the petitioner has utterly failed to examine the said doctor in support of his injury alleged to have been caused by the Mastan Bahini engaged by the O. P. No. 1. So the contentions of the petitioner appears to be disproved.

It appears from the Ext. 3 that the petitioner had been absent with effect from 29-3-1992 and the petitioner was asked to appear before the Deupty Chief Medical Officer of the Mill within four days, but the petitioner failed to comply with the order of the opposite party No. 1. The O .P. No. 1 has produced papers to show that the petitioner was absent from duty without leave from 6-11-1989 and he was charged and again on 19-6-1990 the petitioner wanted to go out of the Mill without gate pass, but in fact, he went cut of the Mill despite obstruction put by the Security Guard and he was also charged vide letter dated 28-6-1990 and he was warned by letter dated 8-8-1990 and again he went out of the Mill on 8-10-1990 without gate pass and he was charged by letter dated 15-10-1990 and subsequently by letter dated 28-5-1991. Since the petitioner did not appear before the Mill Doctor, he was charged by letter dated 4-5-1992 issued by the opposite party No. 1 but no reply was given by the petitioner. It appears that the opposite party No. 1 constituted one enquiry committee and the petitioner was directed to appear before the Enquiry Committee by letter dated 12-5-1992 Ext. চ, but he did not appear. The petitioner has contended that in accordance with the letter of the oppisite party No. 1, the petitioenr appeared at the Mill gate on 7-7-1992 at 2.30 p.m. but the Mastan Bahini of the opposite party attacked him and he was compelled to run away for saving his life. But the petitioner has failed to prove such allegation. The enquiry report Ext. "ঞ" shows that the enquiry was held exparty and the Enquiry Committee found him guilty of the charges brought against him and ultimately the opposite party dismissed him from service. I find no irregularity and illegality in the enquiry report submitted by the Enquiry Committee duly constituted by the opposite party.

In the context of the aforesaid discussions, the petitioner fails to succeed on merit. In the result, he is not entitled to be reinstated in service with back wages.

The Ld. Members have been consulted.
Hence,

ORDERED

that the case be dismissed on contest against the opposite party without costs.

Md. Amir Hossain
Chairman
Labour Court, Khulna.

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান : মিঃ এ, কে, বিশ্বাস,

সদস্য : ১। জনাব রফিকুল ইসলাম
২। জনাব মোজাম্মেল হক

মোকদ্দমা নং সি-৪২/৯২

বাদী : মোঃ বাচ্চু মিয়া, পিতা মোঃ আঃ শুকুর,
গ্রাম নারানদিয়া, পোঃ নোহাটা,
থানা মোহাম্মদপুর, জেলা মাগুরা।

বনাম

বিবাদী : মাগুরা টেক্সটাইল মিলস,
পক্ষে উপ মহা-ব্যবস্থাপক,
মাগুরা।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর নাম : জনাব শামীম হাসান,
বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর নাম : জনাব এ, জেড, এম, দেলোয়ার হোসেন,

শুনানীর তারিখ : ১৭-৪-৯৪ ইং
রায়ের তারিখ : ২৬-৫-৯৪ ইং

রায়

বাদী মোঃ বাচ্চু মিয়া ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে চাকুরীতে টার্মিনেশন আদেশ বাতিল করতঃ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশের প্রার্থনা করেন।

বাদী তাহার আরজীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইং ২২-১০-৮৮ তারিখে বিবাদী মিলের রিং বিভাগের 'খ' পালায় ডবল সাইডার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েন। চাকুরীতে যোগদানের পর হইতে বাদী অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, ও আন্তরিকতার সহিত তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতে থাকেন। বাদীর চাকরীর রেকর্ড পরিচ্ছন্ন। বাদী তাহার আরজীতে উল্লেখ করেন যে, তিনি চাকুরীর শুরু হইতেই একজন সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং বিবাদী মিলের শ্রমিকদের একমাত্র সি, বি, এ, ইউনিয়ন মাগুরা টেক্সটাইল মিলস এমপ্লইজ ও ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ৬৫৩) এর একজন সদস্য। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে উক্ত ইউনিয়ন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বাদী উদ্যোগী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডে বাদীর উদ্যোগী ও সক্রিয় ভূমিকা পালনের কারণে বিবাদী মিলের কোন কোন কর্মকর্তা বাদীর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং আক্রোশ পোষণ করিতেন। তাঁহারা বাদীকে জব্দ ও হয়রানী করিবার উদ্দেশ্যে সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। সি, বি, এ, ইউনিয়নে বিগত নির্বাচনে প্রার্থীগণ একাধিক প্যানেলে বিভক্ত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ইহার মধ্যে ফারুক-তাপস প্যানেল

মোস্তফা-মান্নান প্যানেল ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। বাদীর সমর্থিত মোস্তফা-মান্নান প্যানেল বিবাদী পক্ষের ইন্দ্রনপুষ্ট ফারুক-তাপস প্যানেল এর নিকট পরাজিত হয়। নির্বাচনে বাদীর সমর্থিত প্যানেল পরাজিত হওয়ার পর হইতে বাদীর উপর আক্রোশ পোষণকারী কর্মকর্তাগণ বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। কিন্তু বাদীর কর্তব্য কাজে কোন ধর্তব্য অপরাধ না পাওয়ায় বিবাদী ষড়যন্ত্রের পথ বাছিয়া লয়েন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মোস্তফা-মান্নান প্যানেলের বহু নেতা ও কর্মীকে বিবাদী পক্ষের আক্রোশের শিকার হইয়া চাকুরী হারাইতে হইয়াছে এবং তাহাদের কেহ কেহ চাকুরী ফিরিয়া পাইবার প্রত্যাশায় অত্র আদালতে মামলা করিয়াছেন।

১৯-৫-৯২ ইং তারিখ হইতে ২১-৫-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৩ দিনের ছুটি লইয়া বাদী তাহার গ্রামের বাড়ীতে যান। ইং ২২-৫-৯২ তারিখে বাদীর কাজে যোগদান করিবার কথা। কিন্তু ঐ দিন হইতে বাদী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় কাজে যোগদান করিতে পারেন নাই। অসুস্থ হইয়া বাদী প্রথমে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ খাইয়া একটু সুস্থ হইয়াই ইং ২৬-৫-৯২ তারিখে ভাল চিকিৎসার আশায় মিলের ডাক্তারের নিকট যান। মিলের চিকিৎসক বাদীকে চিকিৎসা করেন এবং বিশ্রামের জন্য ২৬-৫-৯২ ইং তারিখে ৭ দিনের ছুটি অনুমোদন করেন ও ইং ৩০-৫-৯২ তারিখে পুনরায় ৬ দিনের জন্য ছুটি বর্ধিত করেন। মিলের ডাক্তারের অনুমোদিত সর্বমোট ১৩ দিন ছুটিতে থাকার পর ইং ৫-৬-৯২ তারিখে বাদীর কাজে যোগদানের কথা ছিল। ইং ৫-৬-৯২ তারিখে বাদী সুস্থ হইয়া কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে মিলে গেলে বাদীকে কাজে যোগদান করিতে না দিয়া বিবাদী ৩-৬-৯২ ইং/৪-৬-৯২ তারিখের টার্মিনেশন আদেশ প্রদান করেন। বিবাদী পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ৩-৬-৯২ ইং/৪-৬-৯২ তারিখের উক্ত টার্মিনেশন আদেশ অন্যায়, অবৈধ, বেআইনী, উদ্দেশ্যমূলক, ষড়যন্ত্রমূলক, ন্যায় বিচারের নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনের পরিপন্থী। বিবাদী পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত উক্ত টার্মিনেশন আদেশ আদৌ সরল টার্মিনেশন নহে। বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের কারণে আক্রোশবশতঃ ভিকটিমাইজ করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে বিবাদী পক্ষ বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করিয়াছেন। বিবাদী মিল চালু আছে। মিল চালু থাকিলে রিং বিভাগ ও ডাবল সাইডার পদ একটি আবশ্যকীয় বিভাগ ও পদ। এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই যাহার কারণে বিবাদী মিলে বাদীর চাকুরী অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতে পারে।

বাদী উক্ত টার্মিনেশন আদেশ পাওয়ার পর ইং ৭-৬-৯২ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের টার্মিনেশন আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবীতে প্রিভ্যান্স দরখাস্ত পাঠান। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল না করায় বা কোন সিদ্ধান্ত না লওয়ায় উক্ত টার্মিনেশন আদেশ বাতিল করতঃ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, বাদীর অত্র মোকদ্দমা করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই। বাদীর মোকদ্দমা তামাদি ওয়েভার, ইসটোপেল ও একুইসেন্স দ্বারা বারিত। বাদী এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না ও পাইবেন না। এই উত্তরদায়ক বিবাদী বাদীর আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকারকরতঃ বলেন যে, বাদীর চাকুরীর বিবাদী মিলে প্রয়োজন না থাকায় ৩-৬-৯২ ইং/৪-৬-৯২ তারিখের পত্রে তাহাকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করা হইয়াছে এবং তাহার টার্মিনেশন বেনিফিট অফার করা হয়। উক্ত টার্মিনেশন আদেশ সরল টার্মিনেশন হইতেছে। উহা কোন প্রকার আক্রোশমূলক নয় বাদ বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য প্রদান করা হয় নাই। বাদী কখনও ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন না বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সহিত আদৌ জড়িত ছিলেন না। বিবাদী মিলের কোন কর্মকর্তা বাদীর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন না বা তাহাকে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই। বাদী মোকদ্দমা করিবার জন্য মিথ্যা উক্তির অবতারণা করিয়াছেন। সেজন্য বাদীর মোকদ্দমা মায় খরচা খারিজ হইবে।

বিচার্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা কি অগ্রাকারে চলিতে পারে?
২। বাদীর কি এই মোকদ্দমা করিবার অধিকার আছে?
৩। অত্র মোকদ্দমা কি ওয়েভার, ইসটোপেল ও একুইসেন্স দ্বারা বারিত?
৪। বাদী কি এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১—৪ নং বিচার্য বিষয়গুলি বিচারের সুবিধার্থে আলোচনা করিবার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হইল। বাদীকে ৩-৬-৯২ ইং/৪-৬-৯২ তারিখে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। উক্ত টার্মিনেশন চ্যালেঞ্জ করিয়া বাদী এই মামলা আনয়ন করিয়াছেন। বাদী তাহার আরজীতে বলিয়াছেন যে টার্মিনেশন আদেশ সরল টার্মিনেশন নহে। বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে। বাদী আরজীতে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাদী একজন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট এবং সক্রিয়ভাবে বিবাদী মিলের ট্রেড ইউনিয়নের সংগে জড়িত ছিলেন। সেজন্য বিবাদী মিল আক্রোশ-বশে বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিয়াছে। মিলে ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচনে দুইটি প্যানেল হয়। উক্ত দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের প্যানেল এক গ্রুপ মান্নান-মোস্তফা প্যানেল অপর গ্রুপ ফারুক-তাপস প্যানেল। বাদী বলেন যে ফারুক-তাপস প্যানেলকে ম্যানেজমেন্ট সমর্থন দিত। কিন্তু বাদী পক্ষে ২ নং সাক্ষী মান্নান যিনি মান্নান-মোস্তফা প্যানেলে ছিলেন তিনি তাহা সমর্থন করেন না। উক্ত মান্নান, মান্নান-মোস্তফা প্যানেলে ছিলেন। বাদী পরবর্তীকালে এই ভিত্তিহীন গল্পের অবতারনা করিয়াছেন। একজিবিট 'ক' পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদীকে ভিকটিমাইজ করা হয় নাই। বাদী ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাহা বলেন নাই। এখন সাক্ষী দিতে আসিয়া বাদী বলেন যে, তিনি একজন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট হিসাবে ফ্রন্ট লাইনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড এর সহিত সক্রিয় ভূমিকা পালনের কথা প্রমাণ হয় না। টার্মিনেশন চিঠি প্রমাণ করে যে, বাদীকে সরল টার্মিনেশন করা হইয়াছে। তাহাকে ভিকটিমাইজ করিবার জন্য টার্মিনেশন করা হয় নাই। টার্মিনেশন আদেশে কোন স্টিগমা stigma নাই। টার্মিনেশন আদেশে স্টিগমা stigma না থাকিলে বাদী অন্যত্র চাকুরী পাইতে পারেন। বাদী বলিয়াছেন যে, তাহার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য মিলের কর্মকর্তাগণ তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ। মিলে কোন্ কোন্ কর্মকর্তা বাদীর উপর ক্ষুব্ধ তাহা বাদী পরিষ্কারভাবে বলেন নাই। বাদীকে উহা স্পষ্টভাবে বলিতে হইবে। সুতরাং বাদী এই মামলা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। বাদী এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। এই মামলা মায় খরচা খারিজ হইবে।

অপরদিকে বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বিবাদী পক্ষে ১ নং সাক্ষী সহকারী লেবার অফিসার বলেন যে, লেবার অফিসারের নির্দেশ অনুসারে টাইপিষ্ট টার্মিনেশন আদেশ টাইপ করেন এবং পরে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে হাজির করেন। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী বলিয়াছেন যে লেবার অফিসার কাহাকেও নিয়োগ পত্র দেন না। এখানে দেখা যায় যে, লেবার অফিসার বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করিবার সিদ্ধান্ত নেন। বিবাদী পক্ষে ১ নং সাক্ষী বলিতে পারেন না যে বাদীর টার্মিনেশন আদেশ টাইপ করিবার সময় বা টাইপিষ্টকে নির্দেশ দেওয়ার সময় লেবার অফিসারের মনে কি function করেছিল। সুতরাং একটি incompetant Authority বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিবার সিদ্ধান্ত নেন। বিবাদী পক্ষে ১ নং সাক্ষী এবং একমাত্র সাক্ষী বললেন যে, মিলের নির্বাহী কর্মকর্তা টার্মিনেশনের সময়ে কোন ফাইল দেখেন না। নির্বাহী কর্মকর্তাকে Persue করা হয়। বিবাদী পক্ষ স্বীকার করেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচনে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী

প্যানেল ছিল এবং মোস্তফা-মান্নান ও ফারুক-তাপস দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল ছিল। মোস্তফা-মান্নান প্যানেল ৪ বৎসর উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচনের কার্যকরী পরিষদে ছিল। বাদী উহার একজন সক্রিয়কর্মী ছিলেন। বাদী পক্ষে ২ নং সাক্ষী বলেন যে, তিনি ৪ বৎসর উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং বাদী তাহার সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বাদীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করিবার পর মিলে হৈ চৈ শুরু হয়। ইহাতে মনিরকে চাকরী হইতে টার্মিনেট করা হয় এবং অত্র আদালতে মামলা করিয়া তিনি চাকুরী পাইয়াছেন। পরাজিত পক্ষের শ্রমিক-গণকে ভিকটিমাইজ করা হয়। এখানে বাদী পরাজিত পক্ষের লোক তাহাকে ভিকটিমাইজ করা হইয়াছে। ইহা সরল টার্মিনেশন নহে। তাহাকে ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। আরজীর দুই দফায় বাদীকে কেন টার্মিনেট করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে জড়িত থাকার দরুণ নির্বাচনে পরাজয়ের পর ভিকটিমাইজ করা হইয়াছে। বাদী ও তাহার সাক্ষী বাদীর ট্রেড ইউনিয়নে জড়িত থাকার কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। বাদী তাহার মোকদ্দমা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করিতে সমর্থ হওয়ায় বাদীর টার্মিনেশন আদেশ বাতিল হইবে এবং বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল হইবে।

উপরোক্ত আলোচনা মতে দেখা যায় যে, বাদী বিবাদী মিলের মোস্তফা-মান্নান গ্রুপের একজন সক্রিয় কর্মী। মান্নান বাদী পক্ষে ২ নং সাক্ষী জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে তিনি ৪ বৎসর উক্ত ইউনিয়নে প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং বাদী তাহার সক্রিয় কর্মী ছিল। মোস্তফা-মান্নান প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ ফারুক-তাপস গ্রুপের নিকট পরাজিত হইলে লেবার অফিসারের নির্দেশে টাইপিষ্ট টার্মিনেশন আদেশ টাইপ করেন। লেবার অফিসার নিয়োগ কর্তা না হওয়ায় টার্মিনেশন এর আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা তাহার নাই বা সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা তাহার নাই। নির্বাচনে পরাজয়ের পর বাদীকে ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে চাকরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। ইহা সরল টার্মিনেশন নহে। সুতরাং বাদী এই মামলায় প্রতিকার পাইবেন ও ৩০% বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল হইবেন। বিচার্য বিষয়গুলি যথারীতি নিষ্পত্তি করা গেল। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করা গেল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা স্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। বিগত ইং ৩-৬-৯২ ইং ৪-৬-৯২ তারিখের টার্মিনেশনের আদেশ বাতিল করতঃ ৩০% বকেয়া মজুরী প্রদানে বাদীকে অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

এ, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা

চেয়ারম্যান : জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন,

সদস্য : ১। জনাব সৈয়দ আবুল বরকত.
২।

মোকদ্দমা নং সি-৬২/৯২

প্রার্থী : মোঃ মোজাম্মেল হক, পিতা মোঃ জামাত আলী সেখ,
গ্রাম শেখ হাটি, পোঃ শেখ হাটি, জেলা নড়াইল।

বনাম

প্রতিপক্ষ : ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ও অন্য একজন, নওয়াপাড়া,
যশোর।

প্রার্থী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব কামরুল হক সিদ্দিকী,

প্রতিপক্ষ পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব এ, জেড, এম, দেলোয়ার হোসেন,

শুনানীর তারিখ : ১৫-১-৯৫ ইং
রায়ের তারিখ : ১৮-১-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক এই দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে।

প্রার্থীর মামলা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

প্রার্থী মোঃ মোজাম্মেল হক ইং ১-২-৮০ তারিখে প্রতিপক্ষের রাজ টেক্সটাইল লিমিটেডের রিং বিভাগে রবিন ক্যারিয়া পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে ডফার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তাহার চাকুরীর রেকর্ড ভাল। তিনি প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের ইং ২৪-১০-৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

প্রতিপক্ষ মিলের ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দুইটি উপ-দল যথা ছোলেমান গ্রুপ এবং মতিয়ার গ্রুপ সৃষ্টি করেন এবং মতিয়ার গ্রুপ প্রতিপক্ষের সমর্থনপুষ্ট। প্রার্থী ছোলেমান গ্রুপের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচনে সম্ভাব্য সাধারণ সম্পাদক পদ প্রার্থী ছিলেন। প্রতিপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে ইং ৩০-৫-৯২ তারিখে অভিযোগপত্র ইস্যু করেন। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যথা ইং ৩০-৫-৯২ তারিখ সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী) ও ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) এর সাথে মোঃ মোতালেব কার্ড নং ৩৫৭ এর বিরুদ্ধে ইস্যুকৃত অভিযোগপত্র

প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ আলোচনাকালে প্রার্থী কর্তৃক হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া, টেবিলের উপর জোরে থাপ্পর দেয়া, জোরপূর্বক অভিযোগপত্র প্রত্যাহারের জন্য সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী) ও ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) কে ঘুষি মারিতে যাওয়া, নূর মোহাম্মদ, সহ-সম্পাদক, রবিউল, প্রচার সম্পাদক, আবুল হাসান, ক্যাশিয়ার ও ওমর ফারুক, সদস্য কর্তৃক প্রার্থীর ঘুষি থামিয়ে দেওয়া এবং ঐ সময়ে প্রধান হিসাব কর্মকর্তা জনাব আবদুল হাই ও হিসাব কর্মকর্তা জনাব আজিজুর রহমান উপস্থিত থাকা, প্রার্থী কর্তৃক সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী) সাহেবের মাথা লক্ষ্য করে চেয়ার দিয়ে বারি মারিতে যাওয়া এবং উপস্থিত লোকজন তাহা থামাইয়া দেওয়া এবং প্রার্থীর উল্লেখিত আক্রমণে সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী) এর নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকা ইত্যাদি যাহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারা মোতাবেক অসদাচরণমূলক কাজ। প্রার্থী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, জনৈক শ্রমিক মোঃ মতলেব, কার্ড নং ৩৫৭ রিং বিভাগ এর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অভিযোগপত্র ইস্যু করায় উক্ত বিভাগের শ্রমিকদের মধ্যে শ্রম অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রার্থী মিলের উৎপাদনের স্বার্থে একজন সি, বি, এ, নেতা হিসাবে সহকারী সম্পাদক নূর মোহাম্মদকে সাথে নিয়ে বিষয়টি আলোচনার জন্য প্রতিপক্ষের অফিসে যান এবং সেখানে সি, বি, এ, এর সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান উপস্থিত ছিলেন। মতলেবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহারের নিমিত্তে প্রার্থী জোর দাবী জানান এবং সেখানে টেবিলের উপর থাপ্পর মারেন নাই ও সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী), ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) কে ঘুষি মারিতে আগাইয়া যান নাই বা তাঁহাকে চেয়ার দিয়া বারি মাড়িতে যান নাই।

প্রার্থী ৩০-৫-৯২ তারিখের অভিযোগপত্রের মাধ্যমে আনীত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করতঃ ইং ৩-৬-৯২ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন। অতঃপর উপরোক্ত কর্মকর্তাদ্বয় প্রার্থীকে ৪-৬-৯২ ইং তারিখের তদন্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত তদন্ত কমিটি তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী) ও ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) এর অধীনস্থ কর্মচারী এবং তাহারা নিরপেক্ষ ছিলেন না। তদন্ত কমিটি প্রার্থীর নিয়ে আওয়া কোন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন নাই এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তিদের দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ানো হয় তাহারা সকলেই প্রার্থীর সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। তদন্তে প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয় নাই ও তদন্ত কমিটির আচরণে ন্যায় বিচারের নীতিমালা পদদলিত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ ইং ২৪-৬-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশ অন্যায়, অবৈধ, উদ্দেশ্যমূলক, ষড়যন্ত্রমূলক এবং ন্যায় বিচারের নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনের পরিপন্থী এবং অকার্যকরী।

প্রার্থী ৮-৭-৯২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রি এ, ডি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন যাহা প্রতিপক্ষ ইং ১০-৭-৯২ তারিখে প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত গ্রিভান্স পিটিশনের প্রেক্ষিতে প্রার্থীর আবেদন বিবেচনা না করায় অত্র মামলা দাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ রাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ অত্র মামলায় লিখিত জবাব দখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন এবং প্রার্থীর আরজীতে লিখিত সকল অভিযোগসমূহ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রতিপক্ষ বলেন যে, প্রার্থীর অত্র মোকদ্দমা করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই এবং তাহার মামলাটি তামাদি হেতু অচল। প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের মামলা নিম্নরূপ :

বাদী/প্রার্থী চাকুরীতে যোগদানের পর হইতে কাজে অমনোযোগী থাকেন এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কাজে অনুপস্থিত থাকেন। প্রার্থী বিভিন্ন সময়ে অসদাচরণের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন। বিগত ২৭-২-৮১ ইং তারিখে প্রার্থী কর্মরত অবস্থায় বিনা অনুমতিতে তাহার কর্মস্থল ত্যাগ করায় ইং ৩-৩-৮১ তারিখের পত্রে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং তাহার ক্ষমা প্রার্থনার প্রেক্ষিতে ৯-৩-৮১ ইং তারিখে তাহাকে সতর্কপত্র প্রদান করা হয়। ইং ১৩-৮-৮১ তারিখে প্রার্থীর অসদাচরণের জন্য এবং কাজে অবহেলার কারণে ২২-৮-৮১ ইং তারিখের পত্রে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। তাহার ক্ষমা প্রার্থনা এবং অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার অংগীকার করায় ৪-৫-৮১ তারিখে তাহাকে চূড়ান্ত সতর্কপত্র প্রদান করা হয়। গত ইং ১৭-১১-৮২ তারিখে প্রার্থী তাহার ডিউটিতে থাকা অবস্থায় ঘুমাইবার কারণে ইং ৬-১২-৮২ তারিখের পত্র সাময়িক বরখাস্তসহ চার্জশীট প্রদান করা হয় এবং বিষয়টি তদন্ত অন্তে ইং ৫-২-৮৩ তারিখের পত্রে তাহাকে সাময়িক বরখাস্তের দিনগুলি অবৈতনিক গণ্য ও চূড়ান্ত সতর্ক পত্রসহ কাজে যোগদানের আদেশ প্রদান করা হয়। ইং ৯-৬-৮৩ তারিখে প্রার্থীর অসদাচরণের জন্য ১১-৬-৮৩ তারিখের পত্রে তাহাকে সাময়িক বরখাস্তসহ চার্জশীট ইস্যু করা হয় এবং বিষয়টি তদন্ত করিয়া প্রার্থী দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে হালকা শাস্তি দেওয়া হয়। বিগত ১৭-১১-৮৫ তারিখে প্রার্থীর অসদাচরণের জন্য ১৭-১১-৮৫ ইং তারিখের পত্রে তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং বিষয়টি তদন্তে প্রার্থী দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে শাস্তি প্রদানসহ শেষ বারের মত সতর্কপত্র প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া ইং ৫-৯-৮৮ তারিখে প্রার্থী তাহার উপরস্থ কর্মকর্তার সহিত অসদাচরণ করিলে তাহাকে ৬-৯-৮৮ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাহাকে অনুরূপ কার্য হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়া কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। সর্বশেষ ৩০-৫-৯২ ইং তারিখে প্রার্থী মিলের সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী) ও ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) এর সহিত অসদাচরণজনিত আচরণ করিলে তাহাকে ঐ দিনই চার্জশীটসহ চাকরী হইতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। অতঃপর তদন্ত কমিটি বিষয়টি তদন্ত করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং চাকরী হইতে বরখাস্তের সুপারিশ করিলে প্রকল্প প্রধান তাহা অনুমোদন করেন ও তাহাকে ২৭-৬-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বরখাস্ত করা হয়। প্রার্থীর বিরুদ্ধে উক্ত বরখাস্ত আদেশ সঠিক এবং বৈধ হইয়াছে। প্রার্থী কখনও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত ছিলেন না এবং তাহার প্রতি কোন কর্মকর্তার আক্রোশ ছিল না এবং তদন্ত কমিটি তদন্তে তাহাকে পূর্ণ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পূর্ণ সুযোগ প্রদান করেন। এমতাবস্থায়, প্রার্থী কর্তৃক আনীত মামলাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

১। প্রার্থী কি প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

যুক্তিতর্ক শ্রবণকালে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী পেশ করেন যে, প্রার্থীকে চাকুরী হইতে ২৪-৬-৯২ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ অন্যায়, অবৈধ ও ষড়যন্ত্রমূলক। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তি পেশ করেন যে, উক্ত বরখাস্ত আদেশ সঠিক, ন্যায্য এবং বৈধ হইয়াছে। ইহা স্বীকৃত যে, প্রার্থী মোঃ মোজাম্মেল হক ইং ১-২-৮০ তারিখে প্রতিপক্ষের মিলের রিং বিভাগে রবিন ক্যারিয়ার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে ডফার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ৩০-৫-৯২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের মিলের সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরী) ও ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) এর সহিত প্রার্থীর অসদাচরণজনিত কার্যকলাপের জন্য তাহার বিরুদ্ধে চার্জশীট ইস্যু করা হয় এবং চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং বিষয়টি তদন্তের পর তদন্ত কমিটি প্রার্থীকে দোষী সাব্যস্ত করে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিবার সুপারিশ করেন যাহা প্রকল্প প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ২৪-৬-৯২ ইং তারিখের পত্রে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা হয়। প্রার্থী প্রতিপক্ষ কর্তৃক আনীত অভিযোগসমূহ প্রত্যাখান করেন এবং বলেন যে, তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না এবং সত্য ঘটনা উদঘাটনের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। তাহা ছাড়া প্রার্থী কর্তৃক নিয়ে যাওয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে নাই এবং কোন সাক্ষী প্রার্থীর সামনে তাহার বিরুদ্ধে জবানবন্দী প্রদান করে নাই এবং মিলের কতিপয় কর্মকর্তা প্রতিপক্ষের সমর্থনপুষ্ট। মতিয়ার গ্রুপের কতিপয় ব্যক্তিদেরকে সাজাইয়া প্রার্থীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ানো হইয়াছে। প্রার্থীকে তদন্তে আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয় নাই।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ মিলের বাণিজ্যিক কর্মকর্তা মোঃ ফশিয়ার রহমানকে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং মিলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোশারেফ হোসেনকে তদন্ত কমিটি সদস্য-সচিব নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকালে তাহারা অভিযোগকারী গোলাম সরোয়ার, সহ-ব্যবস্থাপক (কারিগরী) ও ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত), অভিযুক্ত মোঃ মোজাম্মেল হক বর্তমান প্রার্থীসহ মোট ৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিবেচনান্তে অভিযুক্ত প্রার্থীকে অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

ইহা স্পষ্ট যে, তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্য-সচিব নিরপেক্ষ ছিলেন এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন এবং অভিযুক্ত প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। অভিযুক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তে কোন অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আমি প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রার্থীর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রার্থীর উত্থাপিত অভিযোগের কোন সারমর্ম দেখিতে পাই না।

প্রার্থী তাহার চাকুরীর রেকর্ড ভাল বলিয়া দাবী করেন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তি পেশ করেন যে, প্রার্থীর চাকুরীর রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ। প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ইং ৪-৫-৮১ তারিখের পত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রার্থী তাহার কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মিল কর্তৃপক্ষ তাহাকে চূড়ান্ত সতর্কপত্র প্রদান করেন।

ইহা ছাড়া প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ৬-১২-৮২ ইং তারিখের পত্রে দেখা যায় যে, প্রার্থীকে সাময়িক বরখাস্তসহ চার্জশীট প্রদান করা হয়। প্রতিপক্ষের জবাবে উল্লেখ আছে যে উক্ত বিষয়টি তদন্ত অন্তে ৫-২-৮৩ ইং তারিখে তাহার সাময়িক বরখাস্তের দিনগুলি বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করিয়া সতর্ক পত্রসহ চাকরীতে যোগদানের আদেশ দেওয়া হয়। প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজের মধ্যে ২৪-৪-৮১, ৩-৩-৮১ ও ৯-৩-৮১ ইং তারিখে প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগপত্রসমূহ দৃষ্ট হয়। কাজেই এই আলোচনার প্রেক্ষিতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রার্থীর চাকুরীর রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ।

উপরোল্লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে এবং মামলার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া আমি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে প্রতিপক্ষ ইং ২৪-৬-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া যে আদেশ প্রদান করেন তাহা অন্যায়, অবৈধ,

উদ্দেশ্যমূলক বা ষড়যন্ত্রমূলক নহে। সুতরাং প্রার্থী ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক চাকুরীতে পুনর্বহালসহ কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি দোতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ,
খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান : মিঃ এ, কে, বিশ্বাস,

সদস্য : ১। জনাব এ, এম, এস, আঃ সবুর,
২। জনাব ফ, ম, সিরাজুল হক।

মোকদ্দমা নং সি-৬৭/৯২

বাদী : ভুটুয়ানাল রাউথ, পিতা মৃত সুন্দর লাল রাউথ,
উত্তর আলেকান্দা, সুইপার কলোনী, বরিশাল শহর,
পোঃ ও জেলা বরিশাল।

বনাম

বিবাদী : বরিশাল টেক্সটাইল মিলস্ পক্ষে—
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কাউনিয়া, বরিশাল শহর,
বরিশাল।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব আবু মহসিন।
বিবাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব এ, জেড, এম, দেলোয়ার হোসেন।

শুনানীর তারিখ : ১০-৭-৯৪ ইং
রায়ের তারিখ : ২০-৭-৯৪ ইং

রায়

বাদী ভুটুয়ানাল রাউথ ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে এই মামলা আনয়ন করিয়া উল্লেখ করেন যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বিবাদী পক্ষের অধীনে সুনামের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। বাদীর চাকুরীর রেকর্ড ভাল।

বিবাদী পক্ষ ১৬-৬-৯১ ইং তারিখে বিবাদী পক্ষের অধীনে কর্মরত সুইপারদের ডিউটি রোষ্টার প্রকাশ ও ইস্যু করেন। ঐ ডিউটি রোষ্টার ইস্যুর তারিখ হইতে এখন পর্যন্ত উহা চালু আছে। ঐ ডিউটি রোষ্টার-এ বাদীসহ সকল ঝাড়ুদারদের ডিউটি প্রতিদিন সকাল ৭টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হয়। ঐ ডিউটি রোষ্টারে বাদীর উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় বাদী উহা যথাযথভাবে পালন করেন। বাদী প্রতিটি কার্য দিবসে বরাবর যথাযথ সময়ে কাজে আসিতেন এবং রোষ্টারে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করিতেন। সুইপার জমাদার হিসাবে বাদীর দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতেন। বাদীর সময়ে মিল অভ্যন্তরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। তথায় দূষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি হইত না। মিল অভ্যন্তরের মেইন ড্রেনসহ আবাসিক ভবন সংলগ্ন ড্রেনগুলি ময়লা ও আবর্জনামুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন। বাদী তাহার নিজ কাজ ও দায়িত্বে অত্যন্ত মনোযোগী থাকেন। কারখানার অভ্যন্তরে সংরক্ষিত পিকদানী পিলারের গোড়া এবং পায়খানাসমূহ বাদী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। মোট কথা বাদী তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সদা সর্বদা পালন করিতেন। তিনি কোন দিন কোন কাজে অবহেলা করেন নাই।

বিবাদী পক্ষের উপ-মহাব্যবস্থাপকের পক্ষে বিবাদী পক্ষের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইং ২৭-৬-৯২ তারিখের অভিযোগপত্র দ্বারা বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনয়ন করেন। ঐ অভিযোগ-সমূহ বেআইনী, ভাস্ত, পন্ড ও বাতিল থাকে। বিবাদী পক্ষ ঐ অভিযোগপত্র মাধ্যমে বাদীর বিরুদ্ধে প্রায়ই বিলম্বে অফিসে আসা, নিজ দায়িত্ব পালন না করা মিলসমূহের অভ্যন্তরের ড্রেনসমূহ পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা না করা, আবাসিক এলাকার ড্রেন পায়খানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা না করা ইত্যাদি মর্মে অভিযোগ আনয়ন করেন। আনীত অভিযোগসমূহ অস্পষ্ট ও অবোধগম্য। ঐ অভিযোগসমূহ অসদাচরণের আওতায় পড়ে না। বাদী যথাসময়ে অভিযোগ-সমূহের লিখিত জবাব প্রদান করেন।

বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব পাইবার পর গত ১১-৭-৯২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা তিন সদস্য বিশিষ্ট এক তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ঐ তারিখের এক পত্র দ্বারা বাদীকে ১৬-৭-৯২ ইং তারিখে তদন্ত কমিটির নিকট তদন্তের জন্য উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন ইং ১৬-৭-৯২ তারিখে বাদী নির্দিষ্ট স্থানে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হন, কিন্তু কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় না। ইহার পর পুনরায় ১৯-৭-৯২ ইং তারিখে বাদীকে তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দিষ্ট তারিখে বাদী তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হইলে তদন্ত কমিটি বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বাদীকে তদন্ত কমিটি কতিপয় প্রশ্ন করেন এবং সেই প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য করেন। বাদীকে তাহার নিজস্ব পন্থায় তদন্ত কমিটির প্রশ্নের উত্তর দিতে দেওয়া হয় না। বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য বিবাদী পক্ষের কোন সাক্ষী তদন্ত কমিটি জবানবন্দী বাদীর উপস্থিতিতে গ্রহণ করেন না। বিবাদী পক্ষের কোন সাক্ষীকে বাদী জেরা করিবার সুযোগ পান নাই। তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন নাই। তদন্ত কমিটি সত্য ঘটনা বাহির করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের বাদী জেরা করিবার সুযোগ পাইলে সত্য ঘটনা উদঘাটিত হইতে পারিত। বাদী তদন্তে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পান নাই। তদন্ত কমিটি ব্যক্তিগত রাগ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তদন্ত পরিচালনা ও রিপোর্ট পেশ করেন।

ইহার পর বিবাদী পক্ষ তাহার ইং ৪-৮-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। ইহার পর বাদী ৫-৮-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে বিবাদীর নিকট গ্রিভ্যান্স পিটিশন দেন। বিবাদী পক্ষ উক্ত বরখাস্তের আদেশ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করিলে বাদী উহা ১১-৮-৯২ ইং তারিখে প্রাপ্ত হন। ৫-৮-৯২ ইং তারিখের বাদীর প্রেরিত গ্রিভ্যান্স পিটিশন পাইয়া ১০-৮-৯২ ইং তারিখের নোটিশ দ্বারা বাদীকে শুনানীর জন্য ১৬-৮-৯২ ইং তারিখে বিবাদী পক্ষের নিকট হাজির হইতে বলিলে বাদী যথাসময়ে উপস্থিত হন এবং বাদীকে

চাকুরী দেওয়া হইবে মর্মে আশ্বাস দিয়া বাদীর নিকট হইতে কয়েকটি লিখিত কাগজে স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। ইহার পর বিবাদী পক্ষ উক্ত বরখাস্তের আদেশ সঠিক হইয়াছে মর্মে বাদীকে অবহিত করিলে বাদী বাধ্য হইয়া এই মামলা আনয়ন করেন। উক্ত ৪-৮-৯২ ইং তারিখে বরখাস্তের আদেশ বাতিল ও বেআইনী গণ্যে বকেয়া বেতনসহ বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রার্থনা করেন।

অপর দিকে বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, বাদীর এই মোকদ্দমা দায়ের করিবার কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই। সেজন্য বাদী এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে চলিবার যোগ্য নহে। অত্র মোকদ্দমা সম্মতি, স্বীকৃতি ও উপেক্ষাহেতু বারিত ও তামাদি দোষে বারিত।

উত্তর দায়ক বিবাদী বাদীর আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করতঃ উল্লেখ করেন যে, বাদীর অতীত চাকুরীর রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ। তিনি অনেক অপরাধ করা সত্ত্বেও তাহাকে ভবিষ্যতে ভাল হইবে অনুমান করিয়া গুরুতর দন্ড প্রদান করা হয় নাই। বাদী সব সময় তাহার ডিউটিতে দেরীতে আসিত এবং তিনি তাহার সুপারভাইজারী কাজ নিয়মিতভাবে করিতেন না। যাহার ফলে মিল এলাকায় অসুবিধা হইত। গত ২৭-৬-৯২ ইং তারিখে বাদীর সকাল ৬ টার সময় কাজে যোগদানের কথা থাকিলেও তিনি ৮-২০ মিঃ তাহার কাজে যোগদান করেন। ইহা ছাড়া মিল এলাকার মেইন ড্রেন যাহা মিল এলাকা ও আবাসিক এলাকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত তাহার জন্য অন্যান্য সুইপারদের কাজ কর্ম সুপারভাইজ করার দায়িত্ব বাদীর। উক্ত দায়িত্বে অবহেলার দরুন উক্ত মেইন ড্রেন পরিষ্কার না হওয়ায় আবাসিক এলাকার লোকদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। বাদী তাহার কর্তব্যকর্মে খুবই অমনোযোগী। বিভাগীয় প্রধান বাদীকে পিকদানী ও পিলার কর্নারগুলির ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ দিলেও বাদী সে মর্মে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। সে কারনে বাদীকে ২৭-৬-৯২ ইং তারিখে অভিযুক্ত করা হয় এবং উহার প্রেক্ষিতে বাদী লিখিত জবাব দেন কিন্তু উহা সন্তোষজনক না হওয়ায় বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্ত করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। যাহার ফলে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশ সম্পূর্ণ বৈধ। সুতরাং বাদীর মোকদ্দমা মায় খরচা খারিজ হইবে।

বিচার্য্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে?
২। স্বীকৃতি, সম্মতি ও উপেক্ষাহেতু অত্র মোকদ্দমা কি বারিত?
৩। অত্র মোকদ্দমা কি তামাদি দোষে বারিত?
৪। বাদী কি এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১—৪নং বিচার্য্য বিষয়ঃ আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য বিষয়গুলি একত্রে লওয়া গেল। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বাদী সুইপারদের জমাদার ছিলেন এবং তিনি বিবাদী মিলে চাকুরী করিতেন। বাদী বলেন যে, তাহার অতীত চাকুরী জীবনের ইতিহাস খারাপ ছিল না। কিন্তু বিবাদী পক্ষ একজিবিট ঞ, ট, ড, ঢ, ন, ত, থ, দ, ধ, ণ, দাখিল করিয়াছেন। ঐ সমস্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদীর অতীত চাকুরী জীবনের ইতিহাস আদৌ ভাল ছিল না। বাদীর বিরুদ্ধে ২৭-৬-৯২ ইং তারিখে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাদী ২-৭-৯২ ইং তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন। বাদীর ডিউটি রোস্টার

হিসাবে সকাল ৬টা হইতে তাহার ডিউটি ছিল। কিন্তু বাদী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ৮-২০ মিনিটে কাজে যোগদান করেন। বাদী মিল এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে এক সপ্তাহ যাবত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। যাহার ফলে আবাসিক এলাকায় হৈ চৈ শুরু হয় এবং তাহারা কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ আনিতে বাধ্য হন। মিল লে-অফ হইয়া গিয়াছে। উক্ত অভিযোগের পর বাদী লিখিত জবাব দিলে উহাতে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না হইয়া তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং বাদীকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ১৬-৭-৯২ ইং তারিখে নির্ধারিত দিনে বাদী তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হন এবং বাদী জবানবন্দী দেন। তদন্ত কমিটির সম্মুখে দেওয়া জবানবন্দী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সুইপার কাজেম আলী, জগদীশদের জবানবন্দী তদন্ত কমিটি গ্রহণ করেন। বাদী অন্যান্য জবানবন্দীর উপর দস্তখত দেন নাই। বাদী ১৯-৭-৯২ ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হন। ইহার পর তদন্ত কমিটি বাদীর বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবেদন দিলে উক্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করিয়া বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বিগত ৪-৮-৯২ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা বাদীকে বরখাস্ত করা হয়। ইহার পর বাদী ৫-৮-৯২ ইং তারিখে লিখিত গ্রিভ্যান্স দিলে বাদীকে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দিলে ১৬-৮-৯২ ইং তারিখে বাদী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হাজির হন। কিন্তু বাদীর আবেদন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন নাই যদিও বাদী তাহার সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়াছেন।

অপর দিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বাদীর ডিউটি সকাল ৭টা হইতে আরম্ভ হয়। সকাল ৬টা হইতে নহে। বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাহাকে সকাল ৬টার সময়ে ডিউটিতে হাজির হইতে বলা সত্ত্বেও বা নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহা পালন না করিয়া কর্তব্যে অবহেলা করেন। বিবাদী মিলে সুইপারদের সংখ্যা কম। মাত্র ৬ জন সুইপার থাকায় তাহারা সমস্ত মিল এলাকায় সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারেন না। মিল এলাকায় যে প্রধান ড্রেন আছে। উহা বৎসরে একবার অন্য লোকের সহযোগিতায় পরিষ্কার করা হয় বাদীর সহযোগিতায় নহে। সুইপার এর সংখ্যা কম থাকায় সমস্ত মিল এলাকা স্বল্প সংখ্যক সুইপার কর্তৃক পরিষ্কার করা সম্ভব নহে। সুতরাং বিবাদী কর্তৃক বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভেগ (Vague)। বিবাদী পক্ষে বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এর ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি বাদীর ডিউটি রোস্টার তদন্তের সময়ে বিবেচনা করেন নাই। বাদীর বিরতিহীনভাবে সকাল ৬টা হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কাজের বিষয় আদৌ বিবেচনা করেন নাই। বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি যে সমস্ত লোকদের জবানবন্দী লইয়াছেন তাহা বাদীর সম্মুখে লয়েন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী ৪২ ডি. এল, আর, এর ২০৭ ও ২২৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রুলিং এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, বাদীর অনুপস্থিতিতে যে তদন্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আইনের দৃষ্টিতে কোন তদন্ত নহে। বাদীর অতীত চাকুরী ইতিহাস খারাপ বলিয়া যে বক্তব্য আনয়ন করা হইয়াছে তাহা তদন্ত কমিটি তদন্ত করিতে পারেন না। বর্তমানে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তদন্ত কমিটি তাহারই তদন্ত করিবেন। বাদীর অতীত চাকুরী ইতিহাস খারাপ কি ভাল তাহা দেখার অবকাশ তদন্ত কমিটির নাই। তদন্ত কমিটি যে অভিযোগ বাদীর বিরুদ্ধে আনা হইয়াছে তাহাই তদন্ত করিবার জন্য গঠন করা হইয়াছে। কাজেই তদন্ত কমিটি কেবলমাত্র সেই তদন্তের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকিবেন। বাদীর অতীত চাকুরী জীবনের ইতিহাস ভাল মন্দ দেখার স্কোপ (Scope) এই তদন্ত কমিটির থাকিতে পারে না। তদন্ত কমিটি বাদীর কোন দোষ না পাইয়াও বাদীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। বাদী একজন সুইপার। চাকুরী হারাইবার পর হইতে মানবেতর জীবন যাপন করিতেছেন। বাদীর দায়িত্ব অন্যান্য সুইপারদের কাজ সুপারভাইজ করা। বাদীর চাকুরী যাওয়াতে বাদী গ্রিভ্যান্স পিটিশন দিয়াছেন ইহা সত্য। উক্ত গ্রিভ্যান্সে কোন ত্রুটি এই মামলায় দেখার স্কোপ (Scope) নাই। বাদীকে বেআইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। মিল লে-অফ হইয়াছে যা

বিক্রয় হইয়া হস্তান্তরিত হইতেছে সে সম্পর্কে কোন কাগজপত্র আদালতে নাই। সুতরাং মামলা দাখিলের সময়ে মিলের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইবে। এমতাবস্থায় বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা কালে মিল চালু ছিল এবং মোকদ্দমা দাখিলের সময়েও মিল চালু ছিল। কাজেই বাদী চাকুরী ফিরিয়া পাইলে হস্তান্তরিত হওয়ার পর যিনি পরবর্তী মালিক তিনি এই মামলার ফলাফল মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। বাদী এই মামলায় প্রতিকার পাইবেন।

উপরোক্ত আলোচনা মতে দেখা যায় যে, বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই এবং বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় নাই। যাহার ফলে তদন্ত কমিটি ন্যায় বিচারের নীতিমালা বাদীর বেলায় অনুসরণ করেন নাই। বাদী একজন গরীব সুইপার বিধায় পূর্ণ বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল হইবেন। বিচার্য্য বিষয়গুলি যথারীতি নিষ্পত্তি করা গেল। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা স্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। বিগত ৮-২-৯২ ইং তারিখের বরখাস্তের আদেশ বাতিল করতঃ পূর্ণ বকেয়া মজুরীসহ অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিবার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

এ, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যান : মিঃ এ, কে, বিশ্বাস,

সদস্য : ১। জনাব সৈয়দ আবুল বরকত

২। জনাব ফ, ম, সিরাজুল হক।

মোকদ্দমা নং আই, আর, ও ৪৬/৯২

বাদী : হাকিম আলি, পিতা মৃত আছমত আলি খান, সাং ও পোঃ চৌদ্দ-বাড়িয়া, জেলা ঝালকাঠি।

বনাম

বিবাদী : বেস ওয়ার্কসপ, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা, পক্ষে বেস ইঞ্জিনিয়ারিং, ২নং কাস্টম ঘাট, খুলনা টাউন, পোঃ ও জেলা খুলনা।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব শেখ আবু মহসিন।

বিবাদী পক্ষের কৌশলীর নাম : জনাব এস, এম, শামসুল হক।

শুনানীর তারিখ : ৯-৫-৯৪ ইং

রায়ের তারিখ : ২৯-৫-৯৪ ইং

রায়

বাদী হাকিম আলী খান শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা অনুসারে এই মামলা আনয়ন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তৎকালীন রিভার সার্ভিস লিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকাধীনে বেস ওয়ার্কসপ, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা নামীয় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটি প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিবাদী প্রতিষ্ঠানে তৎকালীন পাকিস্তান রিভার সার্ভিস লিমিটেডের জাহাজ, ক্লাট বার্জ, ট্যাংকার ইত্যাদি মেরামত করা হইত। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে পাকিস্তান রিভার সার্ভিস নামীয় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ রিভার সার্ভিস লিঃ। ১নং বিবাদী প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তান রিভার সার্ভিস লিঃ বা বাংলাদেশ রিভার সার্ভিস লিঃ এর মালিকানাধীনে থাকাকালে ইহা সর্বতভাবে ইহার রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ম্যানেজমেন্ট, সুপারভিশন এবং কন্ট্রোলে থাকে এবং তিনি বিবাদী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

এমতাবস্থায়, ১ নং বিবাদীর রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার ২২-৫-৬৫ ইং তারিখের পত্রের দ্বারা বাদীকে ম্যাসন পদে নিয়োগ করেন। এবং বাদী উক্ত ম্যাসন পদে কর্মরত থাকেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠানসহ তদানীন্তন পাকিস্তান রিভার সার্ভিস লিঃ নামীয় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ২ নং বিবাদী অধিগ্রহণ করেন। তৎপর ১ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বেস ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সাবস্টিটিউটেড হন। এই মামলায় বাদী ২নং বিবাদীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার দাবী করেন না।

তৎকালীন পাকিস্তান রিভার সার্ভিস লিঃ এর অধীনে কর্মরত ওয়ার্কারগণের দি বেংগল মেরিনার্স ইউনিয়ন নামে একটি রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন থাকে। দি বেংগল মেরিনার্স ইউনিয়ন ১নং বিবাদীসহ পাকিস্তান রিভার সার্ভিস লিমিটেড নামীয় প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি থাকে। পাকিস্তান রিভার সার্ভিস লিঃ কর্তৃপক্ষ দি বেংগল মেরিনার্স লিঃ নামীয় ট্রেড ইউনিয়নকে নিজ প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি মর্মে স্বীকার করিত। সংশ্লিষ্ট সময়ে নারায়ণগঞ্জের সোনার চরে এবং খুলনায় একটি করিয়া দুইটি ফুল ফ্লেজড ইনডিপেনডেন্ট ওয়ার্কসপ থাকে। খুলনার উক্ত ওয়ার্কসপ এই মামলায় ১নং বিবাদী হইতেছে। দি বেংগল মেরিনার্স ইউনিয়ন তদানীন্তন পাকিস্তান রিভার্স সার্ভিস লিঃ এর সহিত ইং ২-৫-৬২ তারিখে এক চুক্তিনামা সম্পাদন করেন এবং চুক্তির কপি রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পাঠানো হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ও তৎকালীন রিভার সার্ভিস লিঃ ম্যাসন পদে নিয়োজিত সকল ওয়ার্কারকে ইং ১-১-৬২ তারিখ হইতে স্কিলড্ গ্রেডের ওয়ার্কার্স হিসাবে মানিয়া লন। উক্ত চুক্তি বলবৎ থাকা অবস্থায় চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাহার ২২-৫-৬৫ তারিখের নিয়োগপত্র দ্বারা বাদীকে সেমিস্কিলড্ গ্রেডে নিয়োগ করেন। পাকিস্তান রিভার সার্ভিস লিঃ এবং দি বেংগল মেরিনার্স ইউনিয়নের মধ্যে ইং ২-৫-৬২ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি ১নং বিবাদীর উপর বাধ্যকর থাকে। এতদব্যতীত ম্যাসন পদের কাজ বা ডিউটি স্কিলড্ কাজ বটে। উহা আনস্কিলড্ কাজ নহে।

বাংলাদেশ এর অভ্যুদয়ের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ন্যাশনাল পে-স্কেল ঘোষণা ও জারী করেন। উক্ত ঘোষণায় ম্যাসন পদের ওয়ার্কারদের তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখানো হয়। কিন্তু কি অবস্থায় কিসের ভিত্তিতে ঐ ভাগ করা হয় তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। তৎকালীন পাকিস্তান রিভার সার্ভিস লিঃ ও দি বেংগল মেরিনার্স ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তৎকালীন ১নং বিবাদী পক্ষ ম্যাসন পদের ওয়ার্কারদের স্কিলড্ গ্রেডের ওয়ার্কার হিসাবে মানিয়া লয়েন। ঐ চুক্তি বাদীর নিয়োগের সময়ও জীবন্ত ও চালু থাকে। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বরাবর বাদীকে আন-স্কিলড্ ওয়ার্কার হিসাবে গণ্য করতঃ আন-স্কিলড্ ওয়ার্কারের জন্য নির্ধারিত বেতন ভাতা প্রদান করেন এবং জাতীয় বেতনক্রম অনুযায়ী ইং ১-৭-৭৩ ও ইং ১-৭-৭৭ তারিখে তদানুযায়ী বেতন প্রদান করেন। এমতাবস্থায় বাদী তাহাকে নিয়োগের তারিখ হইতে স্কিলড্ ম্যাসন হিসাবে নিয়োজিত করিয়া নিয়োগের তারিখ হইতে স্কিলড্ ম্যাসন হিসাবে মজুরী প্রদান এবং ইং ১-৭-৭৩ এবং ১-৭-৭৭ ও পরবর্তী মজুরী নির্ধারণের দাবী জানাইয়া আসিতে থাকেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর প্রার্থনা মোতাবেক বাদীর মজুরী ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ করেন না। অবশেষে বাদী তাহাকে নিয়োগের তারিখ হইতে স্কিলড্ ম্যাসন হিসাবে মজুরী প্রদান এবং ইং ১-৭-৭৩ এবং ১-৭-৭৭ ও পরবর্তী মজুরী নির্ধারণের দাবী জানাইয়া আসিতে থাকেন কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর প্রার্থনা মোতাবেক মজুরী ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ করেন না।

অবশেষে বাদী তাহাকে নিয়োগের তারিখ হইতে স্কিলড্ ম্যাসন হিসাবে গণ্য করিবার জন্য এবং জাতীয় বেতন স্কেলে ১-৭-৭৩ তারিখ হইতে ৩০-৬-৭৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য এবং ১-৭-৭৭ হইতে ১-৭-৮৪ পর্যন্ত সময়ের জন্য সঠিক গ্রেডে এবং স্কেলে বেতন ভাতা নির্ধারণের দাবীতে অত্র আদালতে ২/৮৫ নং আই, আর, মোকদ্দমা দায়ের করেন। ঐ মোকদ্দমায় বাদী ১-৭-৭৩ তারিখে মাস প্রতি ৩৯৬.০০ টাকা ১-৭-৭৪ তারিখে মাস প্রতি ৪১৪.০০ টাকা ১-৭-৭৩ তারিখে মাস প্রতি ৪৩২.০০, ১-৭-৭৬ তারিখে মাস প্রতি ৪৬৮.০০, ১-৭-৭৮ তারিখে মাস প্রতি ৪৮৬.০০ টাকা, ১-৭-৭৯, তারিখে মাস প্রতি ৫০৪.০০ টাকা, ১-৭-৮০ তারিখে মাস প্রতি ৫২২.০০, ১-৭-৮১ তারিখে মাস প্রতি ৫৪০.০০ টাকা এবং পরবর্তিতে ৩২৫—১৫—৪৩০—ইবি—২০—৬১০ টাকার স্কেলে ১-৭-৮২ তারিখে মাস প্রতি ৫৭০.০০ টাকা, ১-৭-৮৩ তারিখে মাস প্রতি ৫৯০.০০ টাকা, ১-৭-৮৪ তারিখে মাস প্রতি ৬১০.০০ এবং তদানুপাতে ভাতাদি নির্ধারণ করিবার জন্য দাবী করেন।

বাদী আই. আর. ও. ২/৮৫ নং মামলায় জয়লাভ করেন এবং নিয়োগের তারিখ হইতে সিলেক্ট ম্যাসন হিসাবে গণ্য হইবার আদেশ লাভ করেন এবং ১-৭-৮৪ ইং তারিখে বাদীর বেতন/মজুরী ৬১০.০০ টাকা নির্ধারণের আদেশ দান করেন। আই. আর. ও ২/৮৫ মোকদ্দমায় ৩১-৩-৮৫ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে বিবাদী পক্ষ কোন রীট বা আপীল করেন নাই।

বিবাদী পক্ষ বাদীর বেতন ১-৭-৮৪ তারিখে মাস প্রতি ৬১০.০০ টাকা ধার্য্য করিয়া আই. আর. ও ২/৮৫ নং মোকদ্দমার রায় আংশিক পালন করিলেও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় যাহা বিবাদী পক্ষ কর্তৃক রায়ের মর্মার্থ অনুযায়ী পালন করিবার দায়িত্ব থাকে তাহা পালন করেন না। ১-৭-৮৪ তারিখে বাদীর বেতন নূতন জাতীয় বেতন স্কেলের ৩২৫—১৫—৪৩০—ইবি—২০—৬১০ টাকার স্কেলে ধার্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ স্কেলে ১-৭-৮৪ তারিখে বাদীর বেতন ৬১০ টাকা ধার্য্য হইলে ১-৭-৮৩ তারিখে ৫৯০.০০, ১-৭-৮২ তারিখে ৫৭০.০০, ১-৭-৮১ তারিখে ৫৫০.০০, ১-৭-৮০ তারিখে ৫৩০.০০, ১-৭-৭৯ তারিখে ৫১০.০০, ১-৭-৭৮ তারিখে ৪৯০.০০, ১-৭-৭৭ তারিখে ৪৭০.০০ টাকা নির্ধারিত হওয়া উচিত ছিল এবং সেই হিসাব মতে আইনানুযায়ী মেডিকাল ভাতা মাস প্রতি ১০০.০০ টাকা এবং মূল বেতনের ৩৫% হর ভাড়া নির্ধারিত হওয়া উচিত ছিল যাহা কর্তপক্ষ করেন নাই। বাদী ভুল পরামর্শে প্রভাবিত হইয়া বিবাদীর বিরুদ্ধে ২/৮৭ নং ফৌজদারী মামলা করেন। ঐ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খারিজ হয়।

অত্র আদালতের আই. আর. ও ২/৮৫ মোকদ্দমার রায়ের পরে ১-৭-৭৭ তারিখ হইতে ১-৭-৮৪ তারিখ পর্যন্ত বাদীর বেতন ভাতাদি নির্ধারণ করা হয় যাহার একটি কপি বাদী সংগ্রহ করেন। ঐ কপিতে দেখা যায় যে বিবাদী পক্ষ ১-৭-৭৭ তারিখ মাস প্রতি ৪৭০.০০ টাকা বেতন এবং আনুমানিক ২৭৫.০০ টাকা ভাতাদি স্থলে মাস প্রতি ৩৭২.০০ টাকা বেতন এবং ১৭০.২০ টাকা ভাতাদি স্থলে মাস প্রতি ৩৮৪.০০ টাকা বেতন ও ২৭৫.০০ টাকা ভাতাদি স্থলে মাস প্রতি ৩৮৪.০০ বেতন এবং ১৭৪.০০ টাকা ভাতাদি ইং ১-৭-৭৯ তারিখে মাস প্রতি ৫১০ বেতন ও আনুমানিক ২৮০.০০ টাকা ভাতাদি স্থলে মাস প্রতি ৩৯৬.০০ টাকা বেতন ও ১৮৮.৬০ টাকা ভাতাদি, ১-৭-৮০ তারিখে মাস প্রতি ৫৩০.০০ বেতন ও আনুমানিক ২৮০.০০ টাকা ভাতাদি স্থলে মাস প্রতি বেতন ৪৫০.০০ টাকা ও ২৪২.০০ টাকা ভাতাদি ১-৭-৮১ তারিখে ৫৫০.০০ টাকা বেতন ও আনুমানিক ২৮০.০০ টাকা ভাতাদি স্থলে মাস প্রতি ৪৬৮.০০ বেতন ও ২৬৮.০০ টাকা ভাতাদি, ১-৭-৮২ তারিখে মাস প্রতি ৫৭০.০০ টাকা বেতন আনুমানিক ৫৪০.০০ টাকা ভাতাদি স্থলে মাস প্রতি ৪৮৬.০০ টাকা বেতন ও ৪২০.০০ টাকা ভাতাদি নির্ধারণ করেন এবং ১-৭-৮৩ তারিখের জন্য কোন বেতন ভাতা নির্ধারণ করেন না দেখা যায়।

বাদী ১৯৬৫ সালে বিবাদীর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া কর্মরত আছেন। তাহার পদোন্নতির কোন অবকাশ নাই। পদোন্নতি হইতে বাদী বঞ্চিত। বিবাদী কর্তৃক কর্মরত ড্রাইভার, টাইপিষ্ট-দেরও পদোন্নতির কোন সুযোগ নাই। তাহারা ২টি ইনক্রিমেন্ট পাইয়া তাহাদের বেতন স্কেল নির্ধারিত হয়। এমতাবস্থায় বাদীও দুইটি ইনক্রিমেন্ট পাইতে অধিকারী। বাদী একজন ওয়ার্কার, সেজন্য সপস্ এন্ড এষ্টাবলিসমেন্ট আইনের আওতায় ছুটি পাইতে অধিকারী।

বাদী তাহার বেতন ভাতা সঠিকভাবে পুনঃ নির্ধারণ করতঃ তাহাকে বকেয়া প্রদানের জন্য বহুবার মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ উহাতে কর্ণপাত না করায় বাদী বাধ্য হইয়া তাহার বেতন স্কেল পুনঃ নির্ধারণ করতঃ বেতন ভাতা দাবী করেন।

অপর দিকে বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, বাদীর বর্তমান মোকদ্দমা ১৯৬৯ সালের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অর্ডিন্যান্সের ৩৪ ধারার বিধান মতে চলিতে পারে না এবং এই মোকদ্দমায় প্রার্থিত মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। বাদীর মোকদ্দমা অত্রাকারে চলিতে পারে না। বাদীর অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিবার কোন কারণ বা হেতু নাই। অত্র মোকদ্দমা স্বীকৃতি, সম্মতি ও উপেক্ষা হেতু অচল। বর্তমান মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত ও পক্ষাভাব দোষে বারিত।

উত্তরদায়ক বিবাদী বাদীর আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করতঃ উল্লেখ করেন যে বাদী হাকিম আলি খান প্রাক্তন আর, এস, এন, এন্ড আই, জি, এন, এন্ড রেলওয়ে কোম্পানী লিঃ এর নিয়ন্ত্রণাধীনে খুলনা ওয়ার্কসপে সূত্র নং এল, ডব্লিও, ডি/এস-২৭-এ তারিখ ১-৬-৬৫ ইং হইতে দৈনিক ২·১০ টাকা মজুরী হিসাবে সেমী-স্কিলড্ গ্রেডে কোম্পানীর দেওয়া প্রস্তাব মানিয়া লইয়া স্থায়ীভাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। বাদী ১৩-৪-৭৯ ইং তারিখে তাহার পদোন্নতির জন্য একটি আবেদন করেন। অতঃপর বাদী খুলনার শ্রম আদালতে আই, আর, ও-২/৮৫ নং মোকদ্দমা দায়ের করিয়া তাহার বেতন ভাতা ৬১০·০০ টাকা নির্ধারণের দাবী করিয়া তাহাকে স্কিলড্ ম্যাসনের মর্যাদা দেওয়ার আবেদন করিলে এই বিবাদী পক্ষ উক্ত মোকদ্দমায় নিয়মিত জবাব দাখিল করিয়া পরাজিত হয়েন। আদালত তাহার ৩১-৩-৮৬ ইং তারিখের রায়ে বাদীকে ম্যাসনের পদমর্যাদা দানের নির্দেশ প্রদান করিয়া বাদীর মাসিক বেতন ইং ৯-৭-৮৪ তারিখে ৬১০·০০ টাকা নির্ধারণ করিয়া তাহার সমস্ত বকেয়া ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত রায়ের ভিত্তিতে বাদীকে স্কিলড্ ম্যাসন হিসাবে গণ্য করিয়া তাহার মূল বেতন ১-৭-৮৪ ইং হইতে ৬১০·০০ টাকা নির্ধারণ করিয়া তাহার সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করিয়া আদালতের নির্দেশ যথাযথ পালন করা হয়। বাদী পুনরায় বিবাদীর বিরুদ্ধে তাহার বেতন ইং ১-৭-৭৩ তারিখ হইতে জাতীয় বেতন স্কেলের অষ্টম গ্রেডে স্কিলড্ ম্যান হিসাবে বকেয়া ৬২৫·০০ টাকা দাবী করিয়া আদালতে অভিযোগ মামলা নং ২/৮৭ দায়ের করিলে বিবাদী পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে মোকদ্দমাটি খারিজ হয়। বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্পোরেশন বাদীর বেতন ১-৭-৭৩ ইং হইতে অষ্টম গ্রেডে ২২০·০০ টাকার স্কেলে তাহার সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করেন। বাদীর সাধারণ বা কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় এই বিবাদীর অধীনে নিয়োজিত ড্রাইভার/টাইপিষ্ট এবং অন্য কোন কর্মচারীদের ন্যায় বাড়ী ভাড়া, মেডিক্যাল ভাতা, বিশেষ ইনক্রিমেন্ট এবং ছুটি ছাটা পাইতে আদৌ অধিকারী নহে। এবং উহা কর্পোরেশনের ও প্রচলিত নিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। এই বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর মোকদ্দমা হয়রাণীকর মামলা ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব অত্র মোকদ্দমা খরচা খারিজ হইবে।

বিচার্য্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে?
২। বাদীর কি এই মামলা করিবার কারণ ও অধিকার আছে?
৩। অত্র মোকদ্দমা কি তামাদি ও পক্ষাভাব দোষে দুষ্ট?
৪। অত্র মোকদ্দমা কি স্বীকৃতি, সম্মতি এবং উপেক্ষাহেতু অচল?
৫। বাদী কি এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১—৫নং বিচার্য্য বিষয়গুলি বিচারের সুবিধার্থে আলোচনা একত্রে গ্রহণ করা হইল।

বাদী পক্ষের বক্তব্য এই যে তিনি বিবাদী অধীনে ম্যাসন হিসাবে চাকুরী করেন। বাদী তাহার মজুরী সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য অত্রাদালতে মামলা করিয়া তাহার পক্ষে আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। ইহার পর বিবাদী পক্ষ উক্ত রায়ের নির্দেশ মোতাবেক বাদীর মজুরী পুনঃনির্ধারণ না করিয়া

বকেয়া মজুরী না দেওয়ায় বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে ২/৮৭ নং ফৌজদারী মোকদ্দমা আনয়ন করেন। উহা দ্বিপক্ষ বিচারে খারিজ হয়। বাদী তাহার এই মোকদ্দমায় আরজীর ৫ দফায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে স্কিলড্ ম্যাসন হিসাবে, গণ্য করিবার জন্য এবং জাতীয় বেতন স্কেলে ইং ১-৭-৭৩ তারিখ হইতে ৩০-৬-৭৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য এবং ১-৭-৭৭ হইতে ১-৭-৮৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য সঠিক গ্রেডে এবং স্কেলে বেতন নির্ধারণের জন্য অত্র আদালতে আই, আর, ও-২/৮৫ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন। ঐ মোকদ্দমায়—

অত্র আদালতে আই. আর. ও-২/৮৫ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন। ঐ মোকদ্দমায়—

১-৭-৭৩ তারিখে মাস প্রতি ৩৯৬·০০

১-৭-৭৪ তারিখে মাস প্রতি ৪১৪·০০

১-৭-৭৫ তারিখে মাস প্রতি ৪৩২·০০

১-৭-৭৬ তারিখে মাস প্রতি ৪৫০·০০

১-৭-৭৭ তারিখে মাস প্রতি ৪৬৮·০০

১-৭-৭৮ তারিখে মাস প্রতি ৪৮৬·০০

১-৭-৭৯ তারিখে মাস প্রতি ৫০৪·০০

১-৭-৮০ তারিখে মাস প্রতি ৫২২·০০

১-৭-৮১ তারিখে মাস প্রতি ৫৪০·০০

এবং পরবর্তীতে ৩২৫—১৫—৪০০—ইবি—২০—৬১০ টাকা স্কেলে

১-৭-৮২ তারিখে ৫৭০·০০

১-৭-৮৩ তারিখে মাস প্রতি ৫৯০·০০

১-৭-৮৪ তারিখে মাস প্রতি ৬১০·০০

এবং তদানুপাতে ভাতাদি নির্ধারণ করিবার দাবী করেন। ২/৮৫ মোকদ্দমায় রায় ৩১-৩-৮৬ ইং তারিখে বাদীর অনুকূলে হয়। ছুটির ব্যাপারেও বাদীকে ন্যায্য ছুটি দেওয়া হয় না। ১৯৮৯ সালে চাকরী বিধি প্রণীত হইয়াছে। বাদীর উক্ত স্কেলে বেতন ও মজুরী দাবী করিবার statutory right আছে এবং সেজন্য বাদীর মামলা ওয়েভার, ইসটোপেল ও একুইসেন্স দ্বারা বারিত নয়। বাদী তাহার ন্যায্য পাওনা পাইতে অধিকারী। ১৫ পি. এল. ডি তে ৫৬৪ পৃষ্ঠার বর্ণিত রুলিং অনুসারে No estoppel against the statute সেজন্য ১-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে ৩০-৬-৭৭ ইং তারিখ হইতে প্রাপ্ত বেতন ভাতাদির ভিত্তিতে জাতীয় বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারিত হইবে। যেহেতু আইনের বিরুদ্ধে কোন ইস্টোপেল নাই সেইহেতু পূর্বে দাখিলী মোকদ্দমা বর্তমান মোকদ্দমা ১-৭-৭৭ ইং তারিখে আইনের বিধানমতে বাদীর বেতন নির্ধারণে কোন বাধা নেই।

বাদী দোকান, ও প্রতিষ্ঠান আইনের বিধানমতে ছুটি দাবী করিলেও দেখা যায় যে বাদীর নিয়োগ কর্তা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সার্ভিস রুল আছে। সেজন্য বাদীর নিয়োগ কর্তা প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস রুলের ১৯(১)(২) রুল মতে ছুটি পাইতে অধিকারী। সার্ভিস রুল আইন এবং স্কেল বাদী কর্তৃক ভুল আইন Ouote করাতে সার্ভিস রুলের ১৯(১)(২) এর নিয়ম অনুসারে ছুটি পাইতে কোন বাধা নাই। ১৭-পি. এল ডি, আর, এর ৪৮১ (এস, সি) তে বলা আছে Court has the power to apply correct law.

এখানে এই রুলিং প্রযোজ্য কারণ বাদী তাহার বেতন ভাতাদি জাতীয় বেতন স্কেলে পাইতে অধিকারী।

বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বাদীকে ২২-৫-৬৫ ইং তারিখে ম্যাসন পদে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় তখন তাহার দৈনিক মজুরী ২·১০ টাকা ধার্য হয়। বাদী জবানবন্দীতে ইহা স্বীকার করেন। বাদী আই, আর, ও-২/৮৫ নং মোকদ্দমা করিয়া তাহার অনুকূলে আদেশ পান। বাদীর বেতন/মজুরী ১-৭-৮৪ হইতে ৬১০·০০ টাকা ধার্য হয়। বিবাদী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ঢাকায়। বাদীর দাবী ১০,০০০·০০ টাকার উর্দ্ধে। বাদী উক্ত টাকা না পাওয়ায় বিবাদী পক্ষ আদালতের আদেশ না মানায় ফৌজদারী ড/৮৭ নং কেস করেন। যাহা অন কনটেস্ট (on contest) ২-৫-৮৯ ইং তারিখে খারিজ হয়। বাদী উক্ত মোকদ্দমার রায়ের কথা স্বীকার করেন। বাদী পূর্বের আই, আর, ও-২/৮৫ মোকদ্দমায় ৩১-৩-৮৬ তারিখে রায় পাওয়ার পর বিবাদী পক্ষ উক্ত রায়ের নির্দেশ মতে বাদীর বেতন/মজুরী স্কেল নির্ধারণ করেন এবং সেইভাবে বেতন/মজুরী প্রদান করেন। আদালতে উক্ত বেতন/মজুরী নির্ধারণ হয়। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী উহা স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি উক্ত বাদীর দাবী ভ্রমাত্মক ছিল তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। বাদী ছুটির বাবদ ১৬ দিন ছুটি পাইবেন ৩৩ দিন নহে, যেহেতু বাদী ম্যাসন সেইহেতু তিনি অন্যান্য চাকুরীয়াদের মত অর্থাৎ ড্রাইভার বা টাইপিষ্ট এর মত সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারেন না। সুতরাং বাদীর মোকদ্দমায় খরচা খারিজ হইবে।

উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে বিবাদী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সার্ভিস রুলের ১১ (১) (২) ধারা ও ১৫ পি, এল, ডি, ৫৬৪ (এস, সি) ও ১৭ ডি, এল, আর, এর ৪৮১ (এস, সি) তে বর্ণিত রুলিং অনুসারে বাদীর দাবী সঠিক হওয়ায় statute এর বিরুদ্ধে কোন estoppel না হওয়ায় এবং বাদীর দাবী সঠিক বিধায় আদালত উপরোক্ত রুলিং মতে correct decision দিতে পারায় বাদী এই মামলায় দাবী মোতাবেক প্রতিকার পাইবেন। বিচার্য বিষয়গুলি যথারীতি নিষ্পত্তি করা গেল। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ করিলাম।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা স্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। বিবাদী পক্ষকে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে বাদীর ১-৭-৭৬ ইং তারিখে বাদীর মূল বেতন/মজুরী প্রতিষ্ঠানে ৪৬৮·০০ টাকা ধরিয়া আইনের বিধানমতে ইং ১-৭-৭৭ তারিখ হইতে বাদীর বেতন/মজুরী এবং ভাতাদি নির্ধারণ করিবার জন্য এবং সেই অনুসারে পরবর্তী সময়ের জন্য মজুরী/বেতন পুনরায় নির্ধারণের জন্য এবং বাদীর বকেয়া মজুরী/বেতন ও ভাতাদি প্রদানের জন্য এবং বাদীর মূল বেতন/মজুরী প্রতি মাসে, অর্থাৎ ১-৭-৭৩ ইং তারিখ হইতে ৩৯৬·০০, ইং ১-৭-৭৪ তারিখ ৪১৪·০০, ১-৭-৭৬ তারিখে ৪৫০·০০ টাকা হিসাবে ধার্য করিয়া তদুপরি নির্ধারিত ভাতাদিসহ যাবতীয় বকেয়া বেতন ভাতাদি, তাহার বকেয়া বেতন/মজুরী দেওয়ার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

এ, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,
খুলনা।

চেয়ারম্যান ঃ

জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

সদস্য ঃ

(১) জনাব রবিউল ইসলাম।
(২) জনাব মোজাম্মেল হক।

মামলা নং আই, আর, ৩, ৪৭/৯২

প্রথম পক্ষ ঃ

মোঃ আলতাফ হোসেন
পিতা মৃত আবুল হোসেন বিশ্বাস,
গ্রাম—শংকরপাশা,
ডাকঘর—নওয়াপাড়া,
থানা—অভয়নগর, জেলা—যশোর।

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ

বেংগল টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ
পক্ষে—উপ-মহাব্যবস্থাপক,
নওয়াপাড়া, যশোর।

প্রথম পক্ষের প্রতিনিধিঃ জনাব এডভোকেট কামরুল হক সিদ্দিকী।
দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধিঃ জনাব এডভোকেট এ, জেড, এম, দেলোয়ার হোসেন।
শুনানীর তারিখঃ ১৩-১২-৯৪ ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক একটি দরখাস্ত। প্রার্থীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ—

প্রার্থী মোঃ আলতাফ হোসেন প্রতিপক্ষ বেংগল টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এর অধীন ইং ১-৩-৮০ তারিখে রিলিং বিভাগে রিলার পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তিনি ইং ১০-৭-৮৬ তারিখে জুনিয়র করণিক পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন এবং তাহার অতীত চাকুরীর রেকর্ড পরিচ্ছন্ন। তিনি ইং ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে উক্ত মিলের ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তাহার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের কারণে প্রতিপক্ষ মিলের অনেক কর্মকর্তা তাহার উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তাহাকে হয়রানী করার উদ্দেশ্যে সুযোগের মূল প্রতিক্ষায় ছিলেন। প্রার্থী ৩০-৩-৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনিয়নের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই কিন্তু উক্ত নির্বাচনে একটি প্যানেল ছিল মতিয়ার/মহসিন এবং অপর প্যানেলটি ছিল খায়ের/শহীদুল্লাহ এবং প্রতিপক্ষের সহযোগিতায় ও অবৈধ প্রভাবে খায়ের/শহীদুল্লাহ প্যানেল উক্ত নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং প্রার্থী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়া ইং ৩-৪-৮৯ তারিখে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, খুলনা এর নিকট একটি আবেদন পত্র পেশ করেন যাহা উক্ত দপ্তর ইং ৩-৪-৮৯

তারিখে গ্রহণ করেন। প্রার্থী অভয়নগর সহকারী জজ আদালতে উক্ত নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া দেওয়ানী ২২/৮৯ নং মামলা দায়ের করেন। প্রতিপক্ষের ইংগিতে সি, বি, এ, ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচিত কর্মকর্তারা তাহাদের ভাড়াটিয়া মাস্তান বাহিনীর দ্বারা প্রার্থীর উপর হুমকী সৃষ্টি করতঃ ইং ২-৫-৯০ তারিখে তাহাকে মিল থেকে বহিষ্কার করে এবং মিলে অনুপ্রবেশে নিষেধ করে এবং মৃত্যু ভয়ে সন্ত্রাস বাহিনীর বাধার কারণে প্রার্থী মিলে প্রবেশ করিতে ব্যর্থ হন। প্রার্থী মারাত্মক অসুস্থ্য হইয়া ইং ২-৫-৯০ তারিখ হইতে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকে এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেন। তিনি ডাক্তারী সনদ পত্রসহ ছুটির দরখাস্ত ইং ৩-৫-৯০ তারিখে রেজিষ্টারী এডি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করে এবং প্রতিপক্ষ ইং ৫-৫-৯০ তারিখে তাহা প্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষ ৯-৫-৯০ তারিখের পত্র দ্বারা প্রার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি হইতে অন্যথায় মিলের মেডিকেল সেন্টারে হাজির হইতে নির্দেশ দেন। প্রার্থী উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করতঃ ছুটি মঞ্জুরের জন্য একটি আবেদন পত্র প্রতিপক্ষের বরাবর প্রেরণ করেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহা বিবেচনা না করে ২২-২৩/৬/৯০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ মিলের অভ্যন্তরে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হইবার নির্দেশ দেন। উক্ত তদন্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে তিনি প্রার্থীর ছুটি মঞ্জুরের আবেদন জানাইয়া তাহার জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করতঃ কাজে যোগদানের অনুমতির আবেদন পত্র কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেন। তাহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইং ৬-৭-৯০ তারিখে তাহার চিকিৎসক তাহাকে হাসপাতালে ভর্তি হইবার পরামর্শ দেন এবং তিনি ইং ৭-৭-৯০ তারিখে ফুলতলা স্বাস্থ্য প্রকল্প হাসাপাতালে ভর্তি হন এবং উক্ত ব্যাপারে প্রার্থী ডাক্তারী সনদ পত্র এবং হাসপাতালের সনদ পত্রসহ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুরের প্রার্থনা জানিয়ে একটি দরখাস্ত ইং ৭-৭-৯০ তারিখে রেজিষ্টারী ডাকযোগে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন এবং উক্ত স্বাস্থ্য প্রকল্প ইং ৮-৭-৯০ তারিখে তাহাকে হাসপাতাল হইতে রিলিজ করেন এবং বাড়ী থেকে চিকিৎসা চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। উক্ত স্বাস্থ্য প্রকল্প হাসপাতালের অধীনে তিনি চিকিৎসা চালাইয়া যাইতে থাকেন এবং বিভিন্ন মেয়াদে বিশ্রামে যাইবার পরামর্শ দেওয়া হয়। ইং ২০-৭-৯০ তারিখে তাহাকে ফুলতলা স্বাস্থ্য প্রকল্প হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ইং ২৩-৭-৯০ তারিখে রিলিজ করা হয়। প্রার্থী হাসপাতালের ছাড়পত্রসহ যথাযথভাবে রেজিষ্টারী ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রার্থী চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসাধীন থাকেন এবং তাহার পরামর্শ মতে বিশ্রামে থাকেন এবং ইং ২০-৮-৯০, ৩০-৯-৯০ ও ১৭-১০-৯০ তারিখে রেজিষ্ট্রী (এ/ডি) ডাক-যোগে যথাক্রমে ইং ২০-৮-৯০, ২৩-৯-৯০ ও ১৭-১০-৯০ তারিখের ডাক্তারী সনদপত্রসমূহসহ ছুটির দরখাস্ত প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন যা প্রতিপক্ষ যথাক্রমে ইং ২১-৮-৯০, ২-১০-৯০ ও ২০-১০-৯০ তারিখে প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারীর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইং ২৩-১০-৯০ তারিখে দরখাস্তকারীর চিকিৎসক ফুলতলা উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্পের ডাক্তার দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করেন এবং দরখাস্তকারীকে খুলনা ২৫০ বেড হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। প্রতিপক্ষের অবগতির জন্য উক্ত ব্যবস্থাপত্র দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের ইং ২৩-১০-৯০ তারিখে রেজিষ্ট্রী (এ/ডি) ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন যা প্রতিপক্ষ ইং ২৮-১০-৯০ তারিখে প্রাপ্ত হন। ইংরেজী ২৩-১০-৯০ তারিখে দরখাস্তকারী ২৫০ বেড হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ইং ২৪-১০-৯০ তারিখে দরখাস্তকারী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। ইং ২৫-১০-৯০ তারিখে দরখাস্তকারী হাসপাতালের ছাড়পত্র রেজিষ্ট্রী (এ/ডি) ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন যা প্রতিপক্ষ ইং ২৭-১০-৯০ তারিখে প্রাপ্ত হন। ছুটি মঞ্জুর করা হয় নাই মর্মে তাহাকে জানান হয় নাই। কিন্তু তিনি হঠাৎ করিয়া ইং ৩০-৯-৯০ তারিখে অভিযোগ পত্র প্রাপ্ত হন এবং তিনি লিখিত জবাব ইং ৪-১০-৯০ তারিখে রেজিষ্ট্রী এডি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন যাহা প্রতিপক্ষ ইং ৪-১০-৯০ তারিখে প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ইং ১৬-১০-৯০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য তাহাকে মিলের ভিতরে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। তদন্ত পর্যন্ত মিলে সন্ত্রাসী পরিস্থিতির কোন অবসান ঘটে নাই। ইং ৯-১১-৯০ তারিখে প্রার্থী সুস্থ হইয়া

চিকিৎসকের নিকট হইতে সুস্থতার সার্টিফিকেট লইয়া ইং ১০-১১-৯০ তারিখে কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে মিলে যান কিন্তু মিলগেটে পেঁছানোর সাথে সাথে প্রতিপক্ষের নিয়োজিত গুণ্ডাবাহিনী তাহার উপর হামলা চালায় এবং তাহাকে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে। মিলে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হওয়া ইং ১০-১১-৯০ তারিখে তিনি যাবতীয় ঘটনা জানাইয়াও কাজে যোগদানের ব্যবস্থা করিবার আবেদন জানাইয়া একটি দরখাস্ত উক্ত তারিখে রেজিঃ এডি ডাকে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন, যাহা প্রতিপক্ষ ১২-১১-৯০ তারিখে প্রাপ্ত হন। প্রার্থী উক্ত দরখাস্তের অনুলিপি যুগ্ম-শ্রম পরিচালক, খুলনা বিভাগ এবং অভয় নগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকটসহ আর ও কতিপয় দপ্তরে প্রেরণ করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ ইং $\frac{১০}{১৫} = ১২ = ৯০$ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রার্থীকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করে যাহা অন্যায় অবৈধ উদ্দেশ্যমূলক, ষড়যন্ত্রমূলক ন্যায় বিচারের নীতিমালা ও শ্রম আইনের পরিপন্থী এবং অকার্যকরী। প্রার্থী ২১-১২-৯০ তারিখে বরখাস্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়া ইং ২-১-৯১ তারিখে রেজিস্ট্রী এডি ডাকযোগে গ্রিভান্স দরখাস্ত প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রতিপক্ষ ইং ৭-১-৯১ তারিখে পত্রের মাধ্যমে তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য ইং ১৫-৯-৯১ তারিখে মিলে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে প্রতিপক্ষের কর্মকর্তাগণ ও তদানীন্তন সি. বি, এর কর্মকর্তাগণ মিথ্যা অভিযোগে প্রার্থীকে অভয় নগর থানায় একটি ফৌজদারী মামলায় জড়িত করে পুলিশী হয়রানী শুরু করেন এবং তিনি হাজতে প্রেরিত হন এবং দীর্ঘদীন হাজত বাসের পরে ইং ১২-৮-৯১ তারিখে বিচারে মামলা হইতে বেকসুর খালাস হন ফলে তিনি মিলের কাজে যথাযথ তদন্তে ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হইতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে মিলের ইউনিয়নের সর্বশেষ নির্বাচনে নূতন কর্মকর্তা নির্বাচিত হন এবং মিলে সন্ত্রাসী অবস্থার অবসান ঘটিয়াছে এবং প্রার্থী প্রতিপক্ষের সহিত দেখা করেন এবং চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য আবেদন নিবেদন করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ সাড়া প্রদান করেন নাই। ইতিমধ্যে প্রার্থীর চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবীতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সেই প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ মিলের সি. বি. এ ট্রেড ইউনিয়ন শিল্প বিরোধ হিসাবে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্তকারীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৬ ধারা মতে ইং ৬-৯-৯২ তারিখের নোটিশ প্রতিপক্ষের নিকট পেশ করেন। উক্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে উক্ত শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিপক্ষ কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় সি. বি. এ ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়টি আপোষ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৭ (ক) ধারা মতে যুগ্ম শ্রম পরিচালক, খুলনা বিভাগ, খুলনা এর বরাবরে ইং ১৭-৯-৯২ তারিখে পত্র প্রেরণ করেন যার প্রেক্ষিতে যুগ্ম শ্রম পরিচালক, খুলনা বিভাগ, খুলনা এর দপ্তর থেকে ইং ২৬-৯-৯২ তারিখে যুগ্ম, প/কপ/৯১/১৯৭৩/১(১) নং স্মারক নোটিশের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সালিসী বৈঠক ডাকিয়া সালিসী কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ বৈঠকে দরখাস্তকারীর উপস্থিত থাকিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই। তৎকারণে প্রার্থী প্রার্থিত প্রতিকারের জন্য অত্র মামলা দায়ের করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রতিপক্ষ বেংগল টেক্সটাইল মিলস লিঃ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং দরখাস্তে উল্লিখিত অভিযোগ ও বিবরণ অস্বীকার করেন। প্রতিপক্ষ অভিযোগ করেন যে, মামলাটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক রক্ষণীয় নহে এবং মামলা করিবার মত প্রার্থীর কোন কারণ নাই। প্রতিপক্ষের মামলাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ—

প্রার্থী চাকুরী শুরু হইতেই কাজ কর্মে অমনোযোগী ছিলেন এবং তিনি অন্যান্য শ্রমিককে মন্থর গতিতে কাজ করিতে প্ররোচিত করিতেন। ইং ৭-৯-৮১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হয় এবং ইং ২৫-১১-৯২ তারিখের পত্র মাধ্যমে তাহাকে পুনঃ শাস্তি প্রদান করা হয়। তিনি ২০-৫-৯০ তারিখ হইতে কাজে অনুপস্থিত থাকেন এবং তাহার দাখিলী চিকিৎসকের সনদপত্রসমূহ মিথ্যা এবং পিছনের তারিখ দিয়া সৃজন করা হইয়াছে এবং মিলের ডাক্তারের নিকট হাজির হওয়ার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু তিনি ইচ্ছা মনোভাবে উপস্থিত হইতে বিরত থাকেন যাহার জন্য তাহার বিরুদ্ধে চার্জসীট করা হয়। কোন ফৌজদারী

মামলা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অবহিত নহে। যেহেতু, প্রার্থী কর্তব্য কর্মে যোগদান করে নাই, বিভিন্ন অজুহাতে অনুপস্থিত থাকে এবং কর্তব্য কর্মে যোগদান করার বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কর্তব্য কর্মে যোগদান করেন নাই এবং যোগদান করা এবং কাজ করার জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল, সেহেতু, তাহাকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির হন নাই। তদন্ত কমিটি একতরফা তদন্ত অনুমোদন-পূর্বক তাহাকে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাহাকে চাকুরী হইতে ন্যায়তর বরখাস্ত করা হইয়াছে। বরখাস্ত আদেশের পরে প্রার্থী গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত দাখিল করেন এবং ইহার উত্তরে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু তিনি হাজির হন নাই। ফলে তাহার প্রার্থনাটি বিবেচনা করিবার সুযোগ ছিল না। প্রার্থী ইং ২-১-৯১ তারিখে গ্রিভ্যান্স দাখিল করেন এবং ইং ৭-১-৯১ তারিখে পত্র মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং যেহেতু, তিনি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে মামলাটি আনয়ন করেন নাই সেইহেতু বর্তমান মামলাটি আইনত রক্ষণীয় নহে মামলাটি তামাদি দ্বারা এবং waiver, estoppel and acquicense দ্বারা বারিত। অতএব প্রার্থীর মামলাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য।

অত্র মামলায় বিচার্য্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ—

১। প্রার্থী কি প্রার্থিত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের বক্তব্য শুনিলাম, সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও নথি পর্যালোচনা করিলাম ইহা স্বীকৃত যে, প্রার্থী মোঃ আলতাফ হোসেন ইং ১-৩-৮০ তারিখে প্রতিপক্ষ বেংগল টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর অধীনে রিলিং বিভাগে রিলার পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ইং ১০-৭-৮৬ তারিখে জুনিয়র করনিক পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন এবং তিনি ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে উক্ত মিলের ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন।

ইহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে প্রার্থী ইং ২-৫-৯০ তারিখ হইতে প্রতিপক্ষ মিলে কর্তব্য কাজে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকেন। প্রার্থীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ ইং ৩০-৯-৯০ তারিখে চার্জসীট আনয়ন করেন যাহা প্রদর্শনী গ মূলে প্রমাণিত এবং প্রার্থী উক্ত চার্জসীটের জবাব দাখিল করেন যাহা প্রদর্শনী ঘ দ্বারা প্রমাণিত। প্রতিপক্ষ ইং১৬-১০-৯০ তারিখে প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ ইং ১৬-১০-৯০ তারিখে তাহার প্রতি তদন্ত নোটিশ ইস্যু করেন এবং তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের অফিসকক্ষে তদন্ত অনুষ্ঠানে ইং ৩-১০-৯০ তারিখে ১০ ঘটিকায় হাজির থাকার জন্য বলা হয় যাহা প্রদর্শনী ঙ দ্বারা প্রমানিত। প্রদর্শনী জ তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদন যাহা থেকে দেখা যায় যে প্রার্থী উক্ত তারিখ ও সময়ে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হন নাই এবং তদন্ত কমিটি মতামত দেন যে ইং২-৫-৯০ তারিখ হইতে প্রার্থী মিল কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার অবগতি বা অবহিত ছাড়াই মিলের কর্তব্য কর্মে গর হাজির থাকেন এবং তদন্ত কমিটি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। প্রদর্শনী ঘ হইতে দেখা যায় যে প্রতিপক্ষ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করতঃ ইং ১০-১২-৯০ তারিখের পত্র মূলে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। পক্ষান্তরে প্রার্থী তাহার বরখাস্ত আদেশকে অন্যায়, অবৈধ উদ্দেশ্যমূলক ও ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যায়িত করিয়া তাহা বাতিলসহ সকল বকেয়া মজুরী ভাতাসহ চাকরীতে পূর্ণবহালের জন্য আবেদন রাখিয়াছেন। প্রার্থী কর্তব্যকর্মে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির সমর্থনে কতেক ডাক্তারের সনদ পত্রের ফটো কপি প্রদ ৭, ৭ক, ১১, ১২, ১৩ এবং হাসপাতালের ছাড়পত্রের ফটো কপি প্রদ ৮ দাখিল করিয়াছেন। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর উপরোক্ত কাগজ পত্রকে মিথ্যা ও পিছনের তারিখ দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করেন। প্রার্থী ডাক্তারী সনদ পত্র সমূহ এবং ছাড়পত্রের মূলকপি

দাখিল করেন নাই। অধিকন্তু প্রার্থী ডাক্তারী সনদপত্র প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ডাক্তারকে এবং ছাড়পত্র প্রদানের জন্য হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে আদালতে পরীক্ষা করেন নাই, ফলে প্রদঃ ৭, ৭ক, ১১, ১২, ১৩ এবং ৮ বিধি মোতাবেক প্রমাণিত হয় নাই এবং ইহাদের কোন আইনগত মূল্য নাই। প্রার্থীর বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তি পেশ করেন যে, প্রতিপক্ষের ইংগত সি, বি, এ ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচিত কর্মকর্তাগণ তাহাদের ভাড়াটিয়া মাস্তান বাহিনী দ্বারা প্রার্থীর উপর হুমকী সৃষ্টি করতঃ ইং ২-৫-৯০ তারিখে তাহাকে মিল হইতে জোরপূর্বক বহিষ্কার করেন ও মিলে অনুপ্রবেশ নিষেধ করেন এবং জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রার্থী মিলের আদেশ মোতাবেক ইং ৯-৫-৯০ তারিখে মিলের চিকিৎসা কেন্দ্রে হাজির হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং ইং ২৩-১০-৯০ তারিখে তদন্ত কমিটির সামনে মিলের ভিতরে প্রবেশ করিতে ব্যর্থ হন। প্রার্থী নিজকে পি, ডাব্লিউ-১ হিসাবে পরীক্ষা করেন এবং উপরোক্ত অভিযোগের সমর্থনে জবান-বন্দী প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষ তাহাকে বিস্তারিত জেরা করেন এবং সাজেশন দেন। তাহার সাক্ষ্য সমর্থন করার জন্য তিনি কোন ও নিরপেক্ষ সাক্ষী পরীক্ষা করিতে ব্যর্থ হন। তাই তাহার সাক্ষ্য সমর্থক নহে এবং তাহার সাক্ষ্য কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে। সুতরাং প্রার্থী উপরোক্ত অভিযোগ প্রমাণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন।

ইহা স্বীকৃত যে প্রার্থী ইং ২-৯-৯১ তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত প্রেরণ করেন যাহা প্রদর্শনী ২৯ হিসাবে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ ইং ৭-১-৯১ তারিখে পত্র প্রদঃ এ মূলে প্রার্থীকে ইং ১৫-১-৯১ তারিখে সকাল ১০ ঘটিকায় ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য উপ মহাব্যবস্থাপকের অফিস কক্ষে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন কিন্তু প্রার্থী উক্ত নির্দেশ মোতাবেক গ্রিভ্যান্স দরখাস্তের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে হাজির হইতে ব্যর্থ হন। সুতরাং প্রার্থীর গ্রিভ্যান্স বিবেচনার প্রশ্নই আসে না।

প্রার্থী দাবী করেন যে প্রতিপক্ষ মিলের কতিপয় কর্মকর্তা এবং তদানীন্তন সি, বি, এ কর্মকর্তাদের অন্যায় হামলা ও প্রতিবন্ধকতা এবং মিথ্যা ফৌজদারী মামলার মাধ্যমে হয়রানী করার কারণে দরখাস্তকারী মিলের কাজে উপস্থিত থাকতে পারেন নাই, এমনকি তদন্ত ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হতে পারেন নাই, এই সামগ্রীক ঘটনায় দরখাস্তকারীর কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছাকৃত ত্রুটি ছিলনা এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের কারণে অন্যায়ভাবে দরখাস্তকারীকে জব্দ করা হয়েছে মাত্র। প্রার্থী আরও দাবী করেন যে ইতিমধ্যে প্রতিপক্ষ মিলে সি, বি এ ট্রেড ইউনিয়নের সর্বশেষ নির্বাচনে নূতন কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ মিলে সন্ত্রাসী অবস্থার অবসান ঘটেছে। জেল হাজত থেকে মুক্তি পেয়ে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের সাথে দেখা করেন এবং প্রতিপক্ষের নিকট চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য আবেদন নিবেদন করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর উক্ত আবেদন নিবেদনে কোনরূপ সাড়া প্রদান করেন নাই। ইতিমধ্যে দরখাস্তকারীর চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবীতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সেই প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ মিলের সি, বি, এ ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধ হিসাবে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্তকারীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৬ ধারা মতে ইং ৬-৯-৯২ তারিখের নোটিশ প্রতিপক্ষের নিকট পেশ করেন। উক্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে উক্ত শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিপক্ষ কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় সি, বি, এ ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়টির আপোষ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৭ (ক) ধারামতে যুগ্ম-পরিচালক, খুলনা বিভাগ, খুলনা এর বরাবরে ১৭-৯-৯২ ইং তারিখে পত্র প্রেরণ করেন যার প্রেক্ষিতে যুগ্ম শ্রম পরিচালক, খুলনা বিভাগ, খুলনা এর দপ্তর থেকে ইং ২৬-৯-৯২ যুগ্ম, প/কপ/৪৭/৯১/১৯৭৩/১(১) নং স্মারক নোটিশের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সালিসী বৈঠক ডাকিয়া সালিসী কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ বৈঠকে দরখাস্তকারীর উপস্থিত থাকিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই। অপরদিকে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর উপরোক্ত দাবী প্রত্যাখান করেন।

প্রার্থীর সাক্ষ্য অনুযায়ী দাবীনামা প্রদর্শনী ২৪ এবং ইউনিয়ন কর্তৃক যুগ্ম-শ্রম পরিচালকের নিকট প্রেরিত চিঠি প্রদর্শনী ২৫ চিহ্নিত হইয়াছে। যুগ্ম-শ্রম পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা সামসুল আলম পি, ডাব্লিউ ২ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য শেখ আবুয়াল হোসেন ও পি, ডাব্লিউ-১ হিসাবে নিজকে পরীক্ষা করেন এবং তিনি জবানবন্দিতে বলেন যে, প্রার্থীকে চাকুরী দেওয়ার জন্য সি, বি, এ মিলের কাছে দেওয়া Charter of Demand দেয় নাই এবং তাহার Conciliation এর জন্য যুগ্ম-শ্রম পরিচালকের দপ্তর হইতে কোন নোটিশ পায় নাই এবং উক্ত বিষয়ে তাহাদের জানা নাই। প্রার্থীর জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন যে সি, বি, এ ও মিল কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা সম্পর্কে অফিসে ফাইল রাখা হয় এবং অফিস সহকারী আবদুর রাজ্জাকের কাছে রাখা হয়। তিনি বলেন যে প্রদর্শনী ২৪ তাহাদের অফিস ফাইলে আছে কি না তাহা তাহার জানা নাই এবং প্রদর্শনী ২৫ উক্ত ফাইলে আছে কি না তিনি বলিতে পারেন না। তিনি বলেন যে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কোন মিটিং আহ্বান করিলে ফাইলে রাখা হয় এবং ম্যানেজার (প্রঃ) এর কাছে ফাইল রাখা হয় এবং ইং ২৬-৯-৯২ তারিখে ১৯৭৩ নং স্মারক পত্র মিলের ফাইলে নাই এবং ম্যানেজার (প্রঃ) এবং ইউনিয়নের সেক্রেটারী তাহাকে জানান যে প্রার্থীর ব্যাপারে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ডাকার ব্যবস্থা হয় নাই। প্রার্থী তাহাকে জেরায় সাজেশন দেন যে Joint Director of Labour ইং ২৬-৯-৯২ তারিখের ১৯৭৩ নং স্মারক দ্বারা দ্বিপক্ষীয় মিটিং আহ্বান করেন এবং ইহাতে বেংগল টেক্সটাইল মিলের সহি ও স্বাক্ষর প্রাপ্ত কর্মচারীর সহি আছে, কিন্তু উক্ত সাক্ষী তাহা দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। উক্ত সাক্ষী প্রতিপক্ষ মিলের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং তাহার সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ পরিলক্ষিত হয় না। প্রার্থী তাহার দাবী প্রমাণের জন্য প্রতিপক্ষ মিলের সংশ্লিষ্ট নথিপত্র তলবসহ কর্মচারী আবদুর রাজ্জাক, সংশ্লিষ্ট ডেসপাস ক্লার্ক (Despatch Clerk) এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আদালতে পরীক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারিতেন কিন্তু তাহা করা হয় নাই। ফলে প্রার্থী Burden of Proof ডিসচার্জ করেন নাই। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রার্থী তাহার উত্থাপিত দাবী প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই

উপরোল্লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি এবং মামলার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া আমি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, প্রার্থীর মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয় নহে এবং প্রার্থীর চাকুরী হইতে বরখাস্ত আদেশ অন্যায় অবৈধ, উদ্দেশ্যমূলক ও ষড়যন্ত্রমূলক নহে। প্রতিপক্ষ বিধি মোতাবেক প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন এবং প্রার্থী চাকুরীতে পূর্ণ বহালসহ অন্যান্য প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহে। ফলে মামলাটি খারিজযোগ্য।

বিজ্ঞ, সদস্যদের সহিত পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,
আদেশ হইল যে,
অত্র মামলা দ্বিপাক্ষিক বিচারে বিনা খরচায় খারিজ করা গেল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত,
খুলনা ও বরিশাল বিভাগ,
খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যান
জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

সদস্য
১। জনাব রবিউল ইসলাম।

২। জনাব ফ, ম, সিরাজুল হক।

মামলা নং আই, আর, ও, ১২৩/৯০

প্রথম পক্ষ
রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

দ্বিতীয় পক্ষ
সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
ইষ্টার্ণ জুট মিলস মজদুর ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং খুলনা ৩১)
আটরা শিল্প এলাকা, খুলনা।

প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি
রেজাউল হক, শ্রম অফিসার,
রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধি
কামরুল হক সিদ্দিকী।

শুনানীর তারিখ ১০-১০-১৯৯৪ ইং।
রায়ের তারিখ ১৬-১০-১৯৯৪ ইং।

রায়

প্রথম পক্ষ—রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, খুলনা বিভাগ, খুলনা, ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের অদ্যাবধি সংশোধিত ১০(২) ধারা মোতাবেক ইষ্টার্ণ জুট মিলস মজদুর ইউনিয়ন (রেজি নং খুলনা ৩১) এর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

প্রথম পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

দ্বিতীয় পক্ষ/প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন, ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালের বাৎসরিক রিটার্ণ মামলা দায়ের করার তারিখ পর্যন্ত প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করে নাই। প্রথম পক্ষের তরফ হইতে ১৬-৮-১৯৯০ ইং তারিখের যু শ্র প/টি/ইউ/১৫৯৯ নং পত্রে ২য় পক্ষ ইউনিয়নকে ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালের বাৎসরিক রিটার্ণ ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করার জন্য বলা হয়। কিন্তু ২য় পক্ষ ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালের বাৎসরিক রিটার্ণ দাখিল করে নাই। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

দ্বিতীয় পক্ষ/প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ—

মামলার প্রতিপক্ষ ইতিমধ্যে প্রথম পক্ষের নিকট ইউনিয়নের ১৯৮৮, ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালের বাৎসরিক রিটার্ণ দাখিল করেছে। প্রথম পক্ষ তাহা যথাযথভাবে গ্রহণ করেছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ এ কর্মরত ২৫০০ শ্রমিক কর্মচারীর একমাত্র রেজিষ্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন এবং সি, বি, এ। অত্র ইউনিয়নের বাৎসরিক রিটার্ণ যথাসময়ে প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার দায়িত্ব ছিল ইউনিয়নের তদানীন্তন নির্বাচিত কর্মকর্তাগণের উপর। তাহাদের গাফিলতির কারণে অত্র ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হইলে ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের ভোগান্তি পাইতে হইবে অথচ ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের কোন ত্রুটি নাই। ৩১-১২-১৯৯৩ ইং তারিখে ইউনিয়নের সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বর্তমান কার্যকর কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও বিগত কমিটির কর্মকর্তাগণ, ইউনিয়নের হিসাব ও দায়িত্ব হস্তান্তর না করে নিজেদের হাতে আটক করে রাখেন। বর্তমান কমিটির কর্মকর্তাগণ ১ম পক্ষের নিকট বারে বারে লিখিতভাবে অভিযোগ পেশ করেন কিন্তু ১ম পক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন। অবশেষে এই ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের চাপের মুখে গত ২৭-৭-১৯৯১ ইং তারিখে বিগত কমিটির কর্মকর্তাগণ নূতন কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেন এবং নবনির্বাচিত কমিটি প্রাপ্ত হিসাব অডিট করিয়া অতি দ্রুততার সহিত ইউনিয়নের বাৎসরিক রিটার্ণ প্রথম পক্ষ বরাবরে দাখিল করেন এবং প্রাক্তন কমিটির কর্মকর্তাগণের রিটার্ণ দাখিল বিষয়ে গাফিলতির উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। অত্র ইউনিয়নের কয়েকজন কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করার কোন যৌক্তিক কারণ নাই। অতএব অত্র মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

অত্র মামলার বিচার্য বিষয়সমূহ

১। ইষ্টার্ণ জুট মিলস মজদুর ইউনিয়ন (রেজিঃ নং খুলনা ৩১) রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদানযোগ্য কি না?

২। প্রথম পক্ষ অত্র মামলার কোন প্রতিকার পাইতে পারে কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় ১ ও ২ঃ—

বিচার্য বিষয় দুইটি আলোচনার সুবিধার্থে একত্রে গ্রহণ করা হইল।

স্বীকৃত দ্বিতীয় পক্ষ ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালের বাৎসরিক রিটার্ণ যথা সময়ে প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করে নাই। প্রথম পক্ষের আবেদনে উল্লেখ আছে যে দ্বিতীয় পক্ষকে উপরোল্লিখিত সালের বাৎসরিক রিটার্ণ ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিবার জন্য বলা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ মামলা করার তারিখ পর্যন্ত বাৎসরিক রিটার্ণ দাখিল করে নাই। প্রথম পক্ষ তাহাদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করে নাই। ইহা স্বীকৃত যে ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালের বাৎসরিক রিটার্ণ দাখিলের দায়িত্ব তৎকালীন সি, বি, এ, কর্মকর্তাদের উপর বর্তায়। কিন্তু তাহারা ইচ্ছাকৃতভাবে যথাসময়ে উক্ত রিটার্ণ দাখিল করে না এবং বিগত ২৭-৭-১৯৯১ ইং তারিখে বিগত কমিটির কর্মকর্তাগণ সি, বি, এ, কর্মকর্তাদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। রেজাউল হক চৌধুরী ১ম পক্ষে পি, ডব্লিউ, ডি ১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন তিনি জেরায় স্বীকার করেন যে ৮-২-১৯৯২ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ ১ম পক্ষের নিকট ১৯৮৮,

১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালের রিটার্ণ দাখিল করিয়াছে এবং ৯-৯-১৯৯২ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ ১৯৯১ সালের রিটার্ণও জমা দিয়াছে। তিনি জেরায় আরো স্বীকার করেন যে দ্বিতীয় পক্ষের ২-৩-১৯৯১ ইং তারিখের পত্রখানা তাহাদের অফিস ৩১-৩-১৯৯১ ইং তারিখের স্বাক্ষর দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত পত্র মোতাবেক তাহাদের অফিস কোন প্রতিকার করে নাই এবং রিটার্ণ দাখিল না করার কারণসমূহ দ্বিতীয় পক্ষের পত্রে উল্লেখ আছে। তিনি জেরায় আরো বলেন যে, ২৬-৫-১৯৯১ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ একটা পত্র পাঠাইলে তাহাদের অফিস উক্ত পত্র গ্রহণ করেন এবং উক্ত পত্রের ফটোকপি দাখিল আছে এবং মূল কপি তাহাদের অফিসে রক্ষিত আছে। পি ডব্লিউ ১ এর বক্তব্য থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে তাহাদের অফিস দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী ১৯৮৮,১৯৮৯,১৯৯০ ও ১৯৯১ সালের বাৎসরিক রিটার্ণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ১ম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক পূর্ববর্তী সি, বি, এ, কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। পি ডব্লিউ ১ এর সাক্ষ্য ও দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া ইহা প্রতীয়মান হয় যে দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়ন ইচ্ছাকৃত ত্রুটি বা গাফিলতি করে নাই এবং ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের (অদ্যাবধি সংশোধিত) ২১ নং ধারা মতে অপরাধ করে নাই এবং প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের নির্বাচিত সি, বি, এ, কর্মকর্তাদের আবেদন সত্বেও ইউনিয়নের প্রাক্তন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রিটার্ণ দাখিল না করার গাফিলতির কারণে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। প্রাক্তন সি, বি, এ, কর্মকর্তাদের ইচ্ছাকৃত গাফিলতির কারণে তফিত ট্রেড ইউনিয়নের প্রায় ২৫০০ নিরীহ সদস্য (শ্রমিক কর্মচারী) ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হইলে তাহাদের ভোগান্তি হইবে বিধায় অত্র ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদান সমীচীন নহে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি প্রদানযোগ্য নহে।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা হইয়াছে।

অতএব

আদেশ

অত্র মোকদ্দমাটি দ্বি-পাক্ষিক বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা গেল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।